সাধারন প্রচার সমূহ

ভিত্তি

০৭ সপ্ত মুদ্রা এবং ০৭ সপ্ত তূরী

পুস্তক,প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ৬-১১

কর্তৃক

পাস্টার থোমাস ওয়েড অ্যাইকিন

১

পরিচ্ছেদ ০১
প্রকাশিত বাক্যের ০৭ মুদ্রা
প্রথম ধাপ

অধ্যায় ৬-৮

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

০৭ সাতটি মুদ্রার বিষয় বুঝবার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই " ভালো করে সারাংশটি " পড়তে হবে প্রকাশিত বাক্যের ৪-৫ অধ্যায়।

**ধ্যান রাখুন :** যখন আপনি এই অধ্যায়টি পড়বেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি সঠিক পদটি পড়বেন যে পদটি আমি আমার বইতে লিখেছি।

আমি চেষ্টা করেছি আপনার জন্য বিষয়গুলিকে দাগ দেওয়ার দিয়ে দেওয়ার জন্য। নিশ্চিত হয়ে পড়ুন প্রত্যেকটি আপনি শুরু করার পূর্বে ধারাবাহিক ভাবে তাহলে আপনি পড়াটি এবং অধ্যয়নটি বুঝতে পারবেন।

কাহিনীটি শুরু হয়েছে প্রেরিত যোহন কে দিয়ে।

যীশুর সকল শিষ্যদেরেকে হত্যা করা হয়েছে শুধু যোহনকে বাদ দিয়ে। রোমীয় সরকার তাকে নির্বাসন দিয়েছে একটি ছোট্ট দ্বীপে যার নাম পাটম যেন তার জীবনের বাদ-বাকী সময়টা এই জায়গাতে অতিবাহিত হয়।

সুতরাং প্রভু যীশুর একজন অনুসরণকারী রুপে,একাকী ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে বাস করছেন।

২

আমরা এখানে অধ্যয়ন করবো মূখ্য বিষয়গুলিকে নিয়ে:

I.দর্শন
II. প্রতিলিপি
III.নূতন গীত

আমরা অধ্যয়ন করবো একটির পর একটি:

I.দর্শন

একদিন সে স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করলো এবং এক দর্শন দেখতে পেল।

তিনি বললেন, " আমি দৃষ্টিপাত করিলাম,আর দেখ স্বর্গে এক দ্বার খোলা রহিয়াছে। যে রব শুনিওয়াছিলাম,যেন তূরীর রব আমার সহিত কথা কহিতেছিওল,সেই রব শুনিলাম,কেহ বলিতেছেন," এই স্থানে উঠিয়া আইস, ইহার পরে যাহা যাহা অবশ্য ঘটিবে সেই সকল আমি তোমাকে দেখাই" ( ৪:১-২)।

সুতরাং, প্রভু প্রেরিত যোহন কে দেখাতে চলেছেন যে জগতের অন্তিম সময়ে কি হতে চলেছে। চমৎকার! কোন পথে আপনার শেষ জীবনটি কাটাবেন এই পৃথিবীতে। আপনি কি কল্পনা করেছেন?

" আমি তখনই আত্মাবিষ্ট হইলাম ( যোহন স্বর্গে গিয়েছিলেন ),আর দেখ ,স্বর্গে এক সিংহাসন স্থাপিত,সেই সিংহাসনের উপরে এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন" ( ৪:২)।

এটা ছিলেন যিনি তিনি হলেন যীশু যার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে ৪ অধ্যায়ে।

II. প্রতিলিপি

যোহন দেখতে পেল একটা ছোট্ট পুস্তক যাকে আখ্যাত করা হয়েছে প্রতিলিপি। বইটির মধ্যে ঈশ্বরের কি উদ্দেশ্য আছে মানব জাতির জন্য তার ইতিহাস।

প্রেরিত যোহন বলেছেন প্রকাশিত বাক্য ৫:১,

" আর আমি, ( প্রেরিত যোহন ) যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আমি তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক পুস্তক ( ছোট্ট পুস্তিকা গুটান অবস্থায় থাকত পুরানো দিনেতে ) দেখিলাম , তাহা ভিতরে ও বাহিরে লিখিত এবং মুদ্রাঙ্ক করা সপ্ত মুদ্রা "।

সুতরাং,ছোট্ট পুস্তিকা ( প্রতিলিপি ) মুদ্রাঙ্কিত করা রাখা আছে যেন কেউ খুলতে না পারে।



সুতরাং,তাহলে প্রশ্নটি হল,"কে তাহলে যোগ্য মুদ্রাঙ্কন ভাঙা এবং প্রতিলিপি ( ছোট্ট পুস্তিকা ) খোলার জন্য। ২ পদ

উত্তর হল কেউ না ! ---- কেবল মাত্র একজন !

" কিন্তু স্বর্গে কি পৃথিবীতে কি পৃথিবীর নিচে সেই পুস্তক খুলিতে অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কাহারও সাধ্য হইল না" ( ২ পদ )

প্রেরিত যোহন ক্রন্দন করতে শুরু করলেন কারন কেউ সেই ছোট্ট পুস্তক খুলতে পারবে না। " আমি ক্রন্দন করলাম আর ক্রন্দন করলাম কেননা কাহাকেও পাওয়া গেল না যে যোগ্য হবে পুস্তকটা খুলবার জন্য এবং ভিতরে কি আছে তাহা দেখার জন্য"।

অবশেষে, উত্তর উপস্থিত হইল।

" তাহাতে সেই প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে কহিলেন, রোদন করিও না,দেখ,যিনি যীহুদা বংশীয় সিংহ, দায়ুদের মূল্যস্বরূপ তিনি ঐ পুস্তক ও উহার সপ্ত মুদ্রা খুলিবার নিমিত্ত বিজয়ী হইয়াছেন"। ( পদ ৫ )

দেখুন তারপরে কি ঘটলো!

" পরে আমি দেখিলাম,ঐ সিংহাসনের ও চারি প্রানীর মধ্যে ও প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক মেষশাবক দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে যেন বধ করা হইয়াছিল।

তাঁহার ০৭ শৃঙ্গ ও ০৭ চক্ষু,সেই চক্ষু সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের ০৭ আত্মা "

ধ্যান রাখুন:শৃঙ্গ কথাটির প্রতীক হল শক্তি ( ০৭ মানে সম্পূর্ণ শক্তি) এবং চক্ষু মানে জ্ঞান ( ০৭ এর অর্থ তিনি সকল কিছু জানেন )। ০৭ আত্মা প্রতিনিধিত্ব করে পবিত্র আত্মা এবং তাঁর পরিপূর্ণতা।

তারপর হল আশ্চর্য্য কাজ:

" তিনি যখন পুস্তকখানি গ্রহন করেন, তখন ঐ চারি প্রাণী ও চব্বিশ জন প্রাচীন মেষশাবকের সাক্ষাতে প্রণিপাত করিলেন" ( ০৮ পদ )
তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে একটি বীণা ও সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় বাটি ছিল,সেই ধূপ পবিত্রগনের প্রার্থনা স্বরুপ"

প্রত্যেকের কাছে ছিল বীণা এবং তারা ধরে ছিল স্বর্ণময় বাটি সমূহ সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ,যাহা কিনা পবিত্র গনের প্রার্থনা স্বরুপ। ( ৮ পদ )



III.নূতন গীত ( ৯-১০)

( একসঙ্গে উচ্চরবে পাঠ করুন )

" এবং তারা এক সঙ্গে নূতন গান গাইল :

তুমি ঐ পুস্তক গ্রহন করিবার ও তাহার মুদ্রা খুলিবার যোগ্য,কেননা তুমি হত হইয়াছ,

এবং আপনার রক্ত দ্বারা সমুদয় বংশ ও ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিগকে ক্রয় করিয়াছ।

"এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ,আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে"।

এখন আমরা প্রস্তুত ০৭ মুদ্রা এর বিষয় অধ্যয়ন করার জন্য! নিশ্চিত রুপে যেন আপনি বুঝতে পারেন অধ্যায় ৫ পদ্ধতিটি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন বাস্তবিক আমরা কোন পদ্ধতির জায়গায় আছি।

এইটি এক অসাধারন , মুগ্ধ করার মতন অধ্যয়ন অন্তিম সময় কালের যাহা এর আগে আপনি কখনও দেখেননি এবং পাঠও করেননি। সুতারং, প্রস্তুত হন!

আপনি কি প্রস্তুত ? চলুন আমরা পরের সমাচারে যাই!

০৬ অধ্যায় প্রকাশিত বাক্যের শুরু হয়েছে এইভাবে সপ্ত মুদ্রার দিয়ে খোলার দ্বারা। আপনি কি প্রস্তুত ?

" আমি দেখিলাম,যখন সেই মেষশাবক সেই সপ্ত মুদ্রার মধ্যে প্রথম মুদ্রা খুলিলেন" ( ১ পদ )

যীশু তিনি এই সপ্ত মুদ্রা খুলিবেন। আসুন আমরা দেখি প্রত্যেকটা মুদ্রা কি প্রতিনিধিত্ব করে অতএব মনোযোগ সহকারে ধ্যান দিন।

এটা একটু জটিল বোঝার জন্য। খুবই,খুবই,খুবই জটিল

এদের মধ্যে প্রথম মুদ্রাটির বর্ণনা হল যাহা যীশু শিক্ষা দিয়েছেন মথি ২৪ অধ্যায়। মথি ২৪ যীশু প্রচার করেছিলেন খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের বিষয়।

মথি ২৪ যীশু বলেছিলেন শেষ সময়ের বিষয়।



প্রত্যেকটি ঘটনা মথি বর্ণনা করেছেন রোমীয় সাম্রাজ্যের যোহনের জীবনের সময় এবং আমাদের।

যদি আপানি সতর্ক ভাবে পড়েন মথি ২৪,প্রথম ৫ টি মুদ্রা আপনি দেখতে পাবেন এগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে ক্লেশের কাল যাহা কিনা ঘটিবে শেষ সময় কালে।

মুদ্রা ছয় পরিচালনা করবে মহা ক্লেশের সময়কে যেটা কিনা হবে খুব কঠিন একটি সময়।

অন্য কথায়, ছয় নম্বর মুদ্রা সরু পথের সড়ক যাহা কিনা খুলে যাবে মহা ক্লেশের কাল এবং ইহা চলবে ০৭ বছর ধরে।

মুদ্রা ০৭ তোলা আছে মহা যাতনার কাল হিসাবে যেখানে ০৭ তূরীধ্বনি এবং ০৭ বাটি সমূহ এই বিষয়ে আমি আপনাকে পরে ধারাবাহিক ভাবে দেখাবো।

কিন্তু, এখন আমরা প্রথম সাতটি মুদ্রার বিষয় আলোকপাত করছি।

গুরত্বপূর্ণ নোট: দয়া করে পড়ুন!

অনেক গুলি পুস্তক এই বিষয়ের উপর পাঠ করার পর আমি আমার বাইবেল পাঠ করার পর এইটি আমার উপসংহার। অন্যদের ভিন্ন মত থাকতে পারে।

যাহা আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি যে বাইবেলের শিক্ষকরা,পালকরা হয়ত বলবে এই সকল ঘটনা ঘটবে তার নির্দিষ্ট সময়ে।

যাইহোক, যখন আপনি প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটির মূলপাঠ পাঠ করবেন ঘটনা প্রণালী কখনই বলে নাই যে এই সকল ঘটনা ঘটিবে নির্দিষ্ট কোন সময়ে।

বাইবেলের পণ্ডিত, বাইবেল শিক্ষক অথবা পালক ঢুকিয়েছেন পাঠ্যক্রমে যে এই সকল ঘটনা ঘটবে। তিনি " চিন্তা" করেন এই ঘটনা ঘটবে একটা সময়ে।

সুতরাং,কিছু বাইবেলের পণ্ডিতবর্গরা " চিন্তা" এই ঘটনা ঘটবে এখানে- ওখানে,কিন্তু প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি হয়তো এই ধরনের কথা বলবে না।

সুতরাং, আমি আমার উত্তম বিষয়টি করতে চলেছি কেবল মাত্র পাঠ্যক্রমটির মধ্যে থাকার মধ্যে দিয়ে ( প্রকৃত অর্থে পদগুলি ) এবং শিক্ষা দেব সঠিক অর্থে বাইবেল কি বলে।



আমার কিছু ধারনা হয়তো থাকতে পারে যাহা সময় অনুযায়ী কিছু কিছু সময় তুলে ধরবো," এটা আমার মতামত" কিন্তু আমি চেষ্টা করবো প্রায়ই যেন সেটা না করি।

হোক যেন বাইবেল নিজে থেকে কথা বলে এবং প্রকাশিত বাক্য বোঝার উপযোগী হয়।

এখন আমি তুলে ধরতে চলেছি আমার চিন্তাধারা পরিণতির বিষয় যে সকল ঘটনা ঘটবে শেষ সময়ে যীশুর শিক্ষাবলী এবং প্রকাশিত বাক্য উপর নির্ভর করে। কেউ আমরা নিখুঁত নই। কেউই সব কিছু জানে না নিশ্চিতর রুপে শেষ সময়ের বিষয়, সে তাহারা যাহা কিছু বলুক না কেন, প্রচার করুক অথবা লিখুক।

আমরা অধ্যয়ন করার প্রস্তুতি স্বরুপ দেখেছি ০৭ সপ্ত মুদ্রা এবং ০৭ তূরীধ্বনি এই সকল বিষয় গুলি:

I.দর্শন
II. প্রতিলিপি
III.নূতন গীত

অন্তিম সময়গুলিতে ছয় প্রকার বৃহৎ বিষয় ঘটতে চলেছে।

১। ক্লেশ ও যাতনা সর্বব্যাপী শেষ সময়ে যাহা যীশু বর্ণনা করেছেন মথি ২৪। প্রথম সাতটি মুদ্রা এই সময়ের কথা গুলিও বর্ণনা করে।

২। মহা ক্লেশ যেমন করে বর্ণনা করেছে ৭ তূরীধ্বনি এবং ৭ বাটির বিষয়।

৩। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন। তিনি মহা আনন্দের সাথে সাধুদেরকে উঠাবেন এবং এই পৃথিবীতে আসিবেন। এই বিষয়টি ঘটিবে শুধুমাত্র মিনিটের মধ্যেই এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে। যীশু বলেছেন তিনি পুনরায় ফিরে আসবেন ক্লেশের পর।

যীশু বলেছেন মথি ২৪:২৯ " আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই সূর্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারাগনের পতন হইবে ও আকাশমণ্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে"।

৪। খ্রীষ্টের এক হাজার বছর রাজত্ব। এই শিক্ষা প্রকাশিত বাক্য ২০:১-৬ যেখানে যীশু ১০০০ বছর এই পৃথিবীতে শান্তিময় রুপে রাজত্ব করিবেন।



এই একহাজার খ্রীষ্টের রাজত্ব নিয়ে বিভিন্ন মতামত আছে। অনেকে বিশ্বাস করে এটা আক্ষরিক অর্থে ঘটিবে আবার অন্যরা বিশ্বাস করে এটা প্রতীক মাত্র। এই সকল অধিষ্ঠিত হবে পরে।

৫। শেষ বিচার শিক্ষা দেয় প্রকাশিত বাক্য ২০:৭-১৫। শয়তান, খ্রীষ্টের বিপক্ষ, ভ্রান্ত ভাববাদী , মন্দ আত্মা এবং শয়তানের অনুসরণকারীদের নিক্ষিপ্ত করা হবে অনন্ত নরকে চিরকালের জন্য।

৬। নূতন যিরুশালেম এই শিক্ষা প্রকাশিত বাক্য ২১-২২। সেখানে পৃথিবী এবং আকাশ লুপ্ত হবে অগ্নির দ্বারা এবং সেখানে নূতন স্বর্গ এবং নূতন পৃথিবীর সুচনা হইবে। ঈশ্বরের লোকেরা বাস করবে অন্তকালীন জীবন্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহিত।

আসুন অধ্যয়ন করি ০৭ মুদ্রার বিষয়!

পরিচ্ছেদ ০২
প্রথম চারটি মুদ্রাসমূহ- চারজন অশ্বারোহী
প্রকাশিত বাক্য। ৬:১-৮

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অনুশীলন শিক্ষা দিচ্ছেন কোন দলের কাছে আপনি মন্তব্যটি আগে পড়ুন কোন পদ পাঠ করার পূর্বে। দলের মধ্যে কাউকে বলুন পদটি পড়বার জন্য। এরপর আপনি পদটির পর মন্তব্যটি পাঠ করুন। তারপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য অথবা আলোচনার কিছু আছে এই পদের মধ্যে )।

সূচনা
(দয়া করে ধ্যানপূর্বক পড়ুন। দয়া করে প্রত্যেকটি পদ পড়ুন)।

অধ্যায় ৫:১-১৭ মধ্যে, যোহন দেখলেন এক দর্শন স্বর্গের বিষয়। তিনি দেখলেন খ্রীষ্ট একটি প্রতিলিপি (একটি পুস্তক) গ্রহন করিয়াছেন। প্রতিলিপিটির মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সৃষ্টির মধ্যে এবং মানুষের ইতিহাস সমূহ। কি হবে ভবিষ্যৎ?

প্রতিলিপিটি মুদ্রাঙ্কিত " ভাগ্য লিপি পুস্তক " রূপে । এই ভাগ্য দুইটি বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত:

ক। মন্দতার উপর ঈশ্বরের বিচার
খ। তাঁর রাজ্যের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা মন্দের উপরে।

এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন করা ছিল ০৭ টি মুদ্রার দ্বারা। মুদ্রা সমূহ গুলি বিষয় বস্তু নয় প্রতিলিপিটির কিন্তু সেটাকে অবশ্যই ভাঙার প্রয়োজন তাহলে প্রতিলিপিটি খোলা যাবে এবং এর বিষয় বস্তু প্রকাশ প্রাপ্ত হবে।

কে এই মুদ্রা সমূহ খুলিবার যোগ্য ? --- এটা একটা বড় প্রশ্ন

যোহন দেখলেন একজন জীবন্ত মেষশাবক, যেন তাঁকে বধ করা হয়েছে। যীশুর নিজেই সেই অধিকারে জয় প্রাপ্ত হয়েছেন প্রতিলিপিটি খোলার জন্য বেশি দেরী করেননি কেবলমাত্র ৩৩ বছর বয়সে কারন তিনি পাপের জন্য মরলেন এবং আবার মৃত্যু থেকে উঠলেন।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতা দেওয়া যে কারনের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ইতিহাস সমূহ বাদ বাকী যীশুর হাতে।

০৭ টি মুদ্রা সমূহ এই চিহ্ন প্রকাশ করে যে এই যুগ এবং এই যুগের সমাপ্তি পর্যন্ত।

অতএব, কেহই নয় কেবল মাত্র খ্রীষ্ট ছিলেন যোগ্য এবং তাঁরই অধিকার ছিল খুলবার জন্য অন্য কেহই নন ঐ পুস্তক খোলার জন্য কেবল মাত্র যীশু।

এই মুদ্রা সমূহ খোলা মানে অগ্রগতির দিকে যাওয়া মহা ক্লেশের মধ্যে। ইহারা প্রকাশ করে না মহা যাতনার সময় কিন্তু প্রস্তুত করে রাস্তা মহাক্লেশের জন্য।

এই মুদ্রা সমূহই আদি এবং অন্ত। প্রথম ০৫ টি মুদ্রা সমূহ বর্ণনা করে সেই ঘটনা যাহা ঘটিবে সমগ্র বর্তমান মন্দ যুগের সময়।

অন্ধকারের দিন শুরু হবে যখন যীশু ৬ষ্ঠ মুদ্রা এবং প্রতিলিপিটি খুলবেন।

দয়া করে ধ্যান রাখুন: প্রত্যেক বাইবেলের পণ্ডিত বর্গদের নিজঃস্ব মতামত গুলি আছে।

আমার উদ্দেশ্য পাঠ্যক্রম ( পদ গুলি কে নিয়ে) কি বলছে সেইটার উপর নির্ভর করা এবং অন্য কোন তত্বকে উদ্বুদ্ধ করা নয় দ্বিতীয় আগমনের বিষয় যাহা পাঠ্যক্রমে উল্লেখ রয়েছে।

যদি আমি করছি, আমি আপনাকে বলছি, কেহই এই বিষয়ে নিশ্চিত নন এর মধ্যে যে রহস্য আছে কেবল মাত্র ঈশ্বররই জানেন।

অধ্যায় ৬-৭ বর্ণনা করে মুদ্রা সমূহের বিষয়ে।

প্রথম পাঁচটি মুদ্রা সমূহ আমরা বলতে পারি প্রলোভন অথবা পরীক্ষা এবং যাতনা এই যুগে তাহা ঘটবে যেমনটি যীশু বলেছেন মথি ২৪। অন্য অর্থে, প্রথম পাঁচটি মুদ্রা সমূহ বাস্তবিক অর্থে বর্ণনা করেছেন যাহা যীশু মথি ২৪ শিক্ষা দিয়েছেন। যদি আপনি তুলনা করেন দুটিকে তারা প্রায়ই একইরকম।

মুদ্রা সমূহ ১-৪

সপ্ত মুদ্রা সমূহ শুরু হয়েছে চারজন অশ্বারোহীকে নিয়ে। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা রঙের ঘোড়া ব্যবহার করেছে তাহা প্রতিনিধিত্ব করে বিভিন্ন প্রকারের ক্লেশ বর্তমান যুগে।

অন্য অর্থে, যে সকল বিষয় ঘটবে প্রথম মুদ্রা সমূহেতে সেই সকল ঘটবে এই জগতে সবসময়ের যতদিন না যীশুর দিন আসে।

পঞ্চম মুদ্রা
মুদ্রা ৫ প্রকাশ করে শহিদদের আত্মার প্রার্থনা।

ষষ্ঠ মুদ্রা

০৬ নম্বর মুদ্রাতে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করবে। এটাই যাতনার শুরু এবং শেষ এবং মহা যাতনা যে আসছে তার জন্য পথ প্রস্তুত করা।

ষষ্ঠ মুদ্রা ঘোষণা করে যে " ক্রোধের সময় এসে গেছে"।

" ক্রোধের সময় "হতে পারে যখন ভীষণ মহা ক্লেশের সময় কারন প্রকাশিত বাক্য এগিয়ে যাচ্ছে বিচারের কার্যকারিতার দিকে যে সকল বলা হয়েছে সেই সকল দিকের দিকে।

বিচার খুব শক্ত হবে, যে সকল বলা হয়েছে সেই সকল দিকের দিকে।

সপ্তম মুদ্রা

০৭ মুদ্রায় দরজা খুলে যায় মহা যাতনার জন্য।

কখন খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন হবে?

যীশু বলেছেন মথি ২৪:২৯ " আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই সূর্য অন্ধকার হইবে,

চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না,



আকাশ হইতে তারাগনের পতন হইবে ও

আকাশমণ্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে,

পদ-৩০ যীশু বলেছেন, "আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে,

আর তখন পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠী বিলাপ করিবে,

এবং মনুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসিতে দেখিবে"।

ধ্যান রাখুন

যীশু কখনই বলেননি মহা ক্লেশের আগে মণ্ডলী মহানন্দে রূপান্তরিত হবে। তিনি শুধু উল্লেখ করেছেন কেবল মাত্র সেই গৌরব ময় আগমনের যাহা হবে -----" মহা যাতনার পরই"

ধ্যান রাখুন যীশু কিন্তু শিক্ষা দেননি রূপান্তর ক্লেশের আগে। তিনি উল্লেখ করেছেন একবারই গৌরবময় ফিরে আসাকে -----" ক্লেশের পর "।

আমরা যীশুকে এবং তাঁর বাক্যকে নেব যে যীশু কি বলেছিলেন।

মথি ২৪ অধ্যায়তে বলেছেন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের এর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যাহা কিনা মহা যাতনার কাল এবং যাহা কিনা সমস্ত সাধারন ভাবে ঘটিবে ইতিহাসে বর্ণিত, মহা যাতনার কাল তারপর দ্বিতীয় আগমন।

০৭ টি মুদ্রা সমূহই কি শেষ?

যীশু বলেছেন, " না, এখন নয়। পবিত্র গন ক্রন্দন করিল, " আর কত বিলম্ব করিবে"? ( ৬:১০)। এখন নয়!

আপনি কি প্রস্তুত মুদ্রাগুলি খোলার জন্য?



প্রথমেই, আমরা চারটি মুদ্রাগুলিকে নিয়ে অধ্যয়ন করবো----- চারজন অশ্বারোহী।

I.প্রথম অশ্বারোহী - শুক্লবর্ণ ঘোড়া

II.দ্বিতীয় অশ্বারোহী - লোহিতবর্ণ ঘোড়া

III.তৃতীয় অশ্বারোহী - কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া

IV.চতুর্থ অশ্বারোহী -পাণ্ডুবর্ণ ঘোড়া

আমরা এখন এক এক করে অধ্যয়ন করবো:

১। প্রথম মুদ্রা- শুক্লবর্ণ ঘোড়া

স্মরণ করুন যোহন দেখেছিলেন ছোট্ট একটি পুস্তক ( একটি গুটানো পুঁথি ) যাহা মুদ্রাঙ্কিত ছিল ০৭ টি মুদ্রা সমূহের দ্বারা। কেউই যোগ্য ছিল না সেই মুদ্রাগুলিকে খোলার জন্য সেই পুস্তকটিকে কেবল মাত্র খ্রীষ্ট ছাড়া, ঈশ্বরের যিনি মেষশাবক।

খ্রীষ্ট এখন মুদ্রাগুলিকে খুলবেন। মুদ্রাগুলিকে পড়া হয়নি কিন্তু যেন খুলতে যাওয়ার পর্যায়ের মত।

যোহন "শুনতে পেল চারটে জীবন্ত প্রাণীর মেঘ গর্জন তুল্য আওয়াজ," আইস"।

১ পদ " পরে আমি দেখিলাম,যখন সেই মেষশাবক সেই সপ্তের মধ্যে প্রথম মুদ্রা খুলিলেন,তখন আমি সেই চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণীর মেঘ গর্জনের তুল্য এই বানী শুনিলাম " আইস"।

২ পদ – প্রথম শঙ্কা যাহা ধ্বংসের প্রতিনিধিত্ব করছে যিনি শুক্ল বর্ণ অশ্বের উপরে বয়সে আছেন।

" আমি দৃষ্টি করিলাম,আর দেখ, এক শক্ল বর্ণ অশ্ব, এবং তাহার উপরে যিনি বসিওয়া আছেন, তিনি ধনুর্ধারী, ও তাঁহাকে এক মুকুট দত্ত হইল, এবং তিনি জয় করিতে করিতে ও জয় করিবার জন্য বাহির হইলেন"।

বাইবেলেতে অশ্বকে সংযুক্তিকরন করা হয়েছে শক্তির দ্বারা। সেই যিনি অশ্বে চড়ে আসছেন তিনি এক মহান শক্তি এবং শান্তি নিয়ে আসছেন।

আরোহী আত্ম প্রকাশ করবে খ্রীষ্টের মতো বলে, কিন্তু তিনি নন। এই পাঠ্যক্রমের অংশ কথা বলছে এক রোগের ধ্বংশলীলার ন্যায়, এবং মৃত্যু। সে এই ভাবেও আবির্ভাব হচ্ছে শান্তিদাতা রুপে কিন্তু তাহা মিথ্যারুপ শান্তি।



যীশু বলেছেন অনেক ভ্রান্ত ভাববাদী আসিবে।

তিনি তিনটি ভাবে তাহা বর্ণনা করেছেন :
১) তিনি ধনুর্ধারী।
২) তাঁহাকে জয়ের মুকুট দত্ত হইল।
৩) তিনি জয় করিবার জন্য বাহির হইয়াছেন।

প্রকাশিত বাক্যের সময়েতে,রোমীয়রা পৃথিবীতে রাজত্ব করছিলো। তাদের প্রধান শত্রু ছিল ফার্থীয়া প্রদেশ ( আজকে তাহা ইরান )।

ফার্থীয়ানরা বসবাস করত পূর্বদিকের দূর প্রান্তে সাম্রাজ্যের দিকে এবং অবিরত রোমীয়দেরকে হুমকি দিত।

৬২ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সৈন্যরা বাস্তবিক আত্মসমর্পণ করে ফার্থীয়ানের রাজার কাছে।

ফার্থীয়ানরাই আরোহণ করত সাদা ঘোড়ায় করে এবং সেই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে তারাই ছিল দক্ষ তীরন্দাজ।

এছাড়া, বাইবেলের কিছু পণ্ডিত বর্গরা বিশ্বাস করেন যে সাদা ঘোড়া এবং তার আরোহী সঙ্গে ধনুক প্রতিনিধিত্ব করে বিজয়ের।

আরোহী ধনুর্বাণকে সঙ্গে নিয়ে আসবে, এবং তাঁকে মুকুট দেওয়া হয়েছে,এবং সে তিনি জয় করিতে করিতে ও জয় করিবার জন্য বাহির হইলেন"।

ধনুর্বাণ চিহ্ন হল এক সামরিক শক্তি।

আরোহীর ছিল মুকুট। সে ভ্রান্ত শান্তি বহন করে নিয়ে আসছে। সে জয় প্রাপ্ত হয়েছে তার শত্রুর কাছ থেকে প্রতারনা পূর্বক তীর ও দ্বন্দ্বের দ্বারা। সে প্রতিজ্ঞা করবে এক সুবর্ণ যুগ শান্তির এবং বৃদ্ধির।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে জগত তাঁকে তুলে ধরবে একজন পদাধিকারী রুপে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নেতৃত্বের ধারক রুপে সামরিক শক্তি ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু এই সকল শুধু মাত্র ভ্রান্ত শান্তি নিমিত্ত মাত্র। যে প্রতিজ্ঞা সে পূরন করতে পারবে না।

সে অল্প সময়ের জন্য আসবে এবং এবং সব কিছু তার শেষ হয়ে যাবে।

অতএব মিথ্যা শান্তি তৈরি হবে মিথ্যা খ্রীষ্টের দ্বারা।



সেই সঙ্গে, এই গুলি ঘটবে শেষ সময়ের কাল পর্যন্ত। এই গুলি ঘটবে প্রত্যেকদিন পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় যেমন করে যীশু বলেছেন।

II.দ্বিতীয় অশ্বারোহী - লোহিতবর্ণ যুদ্ধের ঘোড়া ( পদ ৩-৪ )

পদ ৩ " আর যখন মেষশাবক দ্বিতীয় মুদ্রা খুললেন, তখন আমি দ্বিতীয় প্রাণীর এই বানী শুনিলাম," আইস!"।

পদ ৪ " পরে আর একটি অশ্ব বাহির হইল, সেটি লোহিতবর্ণ,এবং যে তাঁহার উপরে বসিয়া আছে, তাহাকে ক্ষমতা দত্ত হইল,যেন সে পৃথিবী হইতে শান্তি অপহরণ করে, আর যেন মনুষ্যেরা পরস্পরকে বধ করে, এবং একখান বৃহৎ খড়্গ তাহাকে দত্ত হইল "।

লাল হল আগুন এবং রক্তের রঙ, যুদ্ধের চিত্রায়ন, ঈশ্বরের বিচারের অবতরন এবং মিথ্যা শান্তি যাহা পরিচালিত হয়েছিল খ্রীষ্ট বিরোধীদের দ্বারা তাহা সমাপ্ত হইল।

আরোহী যিনি দ্বিতীয় ঘোড়ার উপরে " তাকে শক্তি দেওয়া হয়েছে যেন পৃথিবী হইতে শান্তি অপহরণ করে, আর যেন মনুষ্যেরা পরস্পরকে বধ করে"।

আরও যোহন দেখতে পেল এক খান বৃহৎ খড়্গ দেওয়া হল আরোহীকে।

মিথ্যা শান্তি সমাপ্ত হল হিংসা এবং দ্বন্দ্বের দ্বারা। যুদ্ধ এবং বধ এই আরোহীর সহবর্তী হল এবং অনেকে মৃত্যুবরন করল তাদের হাতে এবং তাদেরই লোকেদের দ্বারা।

আসুন ধ্যান দিই পটভূমিটাকে।

১। প্রেরিত যোহন যখন এই প্রকাশিত বাক্যটি লিখছেন যখন লড়াই দ্বন্দ্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

২। যখন যিহুদীরা দেখল শেষ সময় তখন তারা ধ্যান দিতে লাগল সম্পূর্ণ সমস্ত মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ধ্বংসের দিকে।

যিশাইয় ১৯:২ " আর আমি মিসরীয়দিগকে মিসরীয়দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিব, তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন ভ্রাতার ও প্রত্যেকে আপন আপন বন্ধুর সহিত, নগরের সহিত,ও রাজ্য রাজ্যের সহিত সংগ্রাম করিবে "।

শেষ সময়ের যে দর্শন সেটা হবে এইরকম সমস্ত মানুষের সম্পর্ক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং জগত পরিনত হবে এক ঘৃণার স্থানরুপে।



এটা ঘটিবে, এবং সমস্ত কিছু ঘটিবে শেষ যুগে। ইহা ঘটছে প্রত্যেকদিন সমগ্র পৃথিবীতে যেমনটি যীশু বলেছেন।

## III.তৃতীয় মুদ্রা - কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া দুর্ভিক্ষ স্বরূপ

পদ ৫ তৃতীয় ঘোড়া, কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া, এবং এর আরোহী প্রতিনিধিত্ব করে দুর্ভিক্ষকে। আরোহীর হাতে এক তুলাদণ্ড প্রতিনিধিত্ব করে দুর্ভিক্ষের। তুলাদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছিল উদ্দেশ্য হল শস্য পরিমাপ করার জন্য।

" যখন মেষশাবক তৃতীয়টি মুদ্রাটি খুলিলেন, তখন আমি তৃতীয় প্রাণীর এই বানী শুনিলাম,"আইস!"। পরে আমি দৃষ্টি করিলাম,আর দেখ,এক কৃষ্ণ বর্ণ অশ্ব,এবং যে তাহার উপরে বসিয়া আছে, তাহার হস্তে এক তুলাদণ্ড।

মেষশাবক তৃতীয়টি মুদ্রাটি খুলিলেন এবং তিনি দেখিলেন একজন আরোহী কৃষ্ণ বর্ণের অশ্বেতে। আরোহী ধরেছিল "তাহার হস্তে এক তুলাদণ্ড"।

সেখানে ক্ষুধার্ত লোকেরা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবে।

৬ পদ যোহন শুনতে পেল এক আওয়াজ যাহা প্রকাশ করছে এক বড় অভাব যদিও এটা বাস্তবিক দুর্ভিক্ষ নয়।

পরে আমি চারি প্রাণীর মধ্যে হইতে নির্গত এইরুপ বানী শুনিলাম"।

" এক সের গমের মূল্য এক সিকি, এবং তিন সের যবের মূল্য এক সিকি এবং তুমি তৈলের ও দ্রাক্ষারসের হিংসা করিও

না!"

ডেনারিয়ুস হল রুপার মুদ্রা এবং যার দাম বেশি ছিল না। কিন্তু সারাদিনে গড়ে একজন কাজের লোককে তাহা দেওয়া হত।

গম ছিল প্রধান খাদ্য প্রাচীন বিশ্বের। যব ছিল গরীব লোকেদের খাদ্য।

যবের মূল্য ছিল গমের থেকে কম এবং পুষ্টিগত মানও ছিল কম। যব সাধারণত পশুদেরকে খাওয়ানো হত।

এই চিত্রটি প্রকাশ করছে ক্ষুধার অবস্থা ছিল একটি সাধারন বিষয় অতএব এটার জন্য সারাদিন একজনকে পারিশ্রমিক দেওয়া হত যেন সে সম্ভবত সস্তা দামের খাবারটি কিনতে পারে



তার পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য। সাধারণ সময়ে ডেনারিয়ুস কয়েকদিন পরিবারকে খাদ্য প্রদান করতে পারে।

" তুমি তৈলের ও দ্রাক্ষারসের হিংসা করিও না!"।

গমটি হবে খুব দামী এবং দ্রাক্ষারস ও তৈল যেন নষ্ট না হয়।

তারা ব্যবহার করত রান্না করার জন্য ও জলকে বিশুদ্ধিকরণ করত। এই গুলি ছিল বাইবেলের সময়ে সাধারন আবশ্যিক দরকারি বিষয়। সুতরাং এই দুইটি জিনিস যত্ন পূর্বক সুরক্ষিত রাখার দরকার।

এটা ঘটিবে, এবং সমস্ত কিছু ঘটিবে শেষ যুগে। ইহা ঘটছে প্রত্যেকদিন সমগ্র পৃথিবীতে যেমনটি যীশু বলেছেন।

## IV. চতুর্থ অশ্বারোহী - পাণ্ডুবর্ণ ঘোড়া যাহা মৃত্যু এবং মস্তক ( ৭-৮)

৪ মুদ্রা চতুর্থ আরোহীকে বলা হবে মৃত্যু পাণ্ডুবর্ণ সবুজ ঘোড়া। মস্তক তাহার অনুগমন করিতেছে।

মৃত্যু এবং পাতাল দুজনকেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে হত্যা করার জন্য ¼ জন সংখ্যাকে তরবারির দ্বারা। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ও বনপশু দ্বারা বধ করে।

আবারও এটা ঘটিবে, এবং সমস্ত কিছু ঘটিবে এই বর্তমান যুগে। ইহা ঘটছে প্রত্যেকদিন সমগ্র পৃথিবীতে যেমনটি যীশু বলেছেন মথি ২৪।

পদ ৭ " যখন মেষশাবক চতুর্থ মুদ্রা খুলিলেন,তখন আমি এক চতুর্থ প্রাণীর এই বানী শুনিলাম, আইস।!

পদ ৮ " পরে আমি দৃষ্টি করিলাম,আর দেখ,এক পাণ্ডু বর্ণ অশ্ব, এবং যে তাহার উপরে বসিয়া আছে, তাহার নাম

মৃত্যু,এবং পাতাল তাহার অনুগমন করিতেছে "।

" আর তাহাদিগকে পৃথিবীর চতুর্থ অংশের উপরে কর্তৃত্ব দত্ত হইল, যেন তাহারা তরবারি,দুর্ভিক্ষ, মারী ও বনপশু দ্বারা বধ করে"।



উপসংহার

আমরা অধ্যয়ন করেছি প্রথম চারটি মুদ্রা সমূহ – চার জন অশ্বারোহী

I.প্রথম অশ্বারোহী - শুক্লবর্ণ ঘোড়া

II.দ্বিতীয় অশ্বারোহী - লোহিতবর্ণ ঘোড়া

III.তৃতীয় অশ্বারোহী - কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া

IV.চতুর্থ অশ্বারোহী -পাণ্ডুবর্ণ ঘোড়া

এই চারটি মুদ্রা কেবলমাত্র শুরু। এই সকল ঘটিবে প্রত্যেকদিন সমগ্র জগতে।

আমরা এর থেকেও আরও বেশি করে দেখব। কঠিন সময় আসতে চলেছে আমাদেরকে সকলকে ভালোভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

কেবল মাত্র নিরাপত্তা তাদেরই আছে, যে যীশুর খ্রীষ্টের কাছে নিজের জীবনকে সমর্পণ করেছে। তিনিই তাহলে পবিত্র আত্মা দ্বারা তাদেরকে মুদ্রাঙ্কিত করে রাখবেন। হয়তো তাকে শারীরিক সঙ্কটময় বিপদের সামনা-সামনি হতে হবে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু তার আত্মা রক্ষা পাইবে।

পরিচ্ছেদ ০৩
পঞ্চম মুদ্রা
শহীদদের প্রার্থনা
প্রকাশিত বাক্য ৬:৯-১১

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

সূচনা

যখন ০৫ মুদ্রা খোলা হল যোহন এক দর্শন দেখতে পেল আত্মাগনের যারা খ্রীষ্টের জন্য মৃত্যু বরন করেছেন তারা উচ্চরবে ক্রন্দন করছে প্রভুর কাছে। তারা প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের কাছে যেন তিনি শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদান করে সঠিক বিচার করেন।

এরা সেই সকল লোকেরা যারা তাদের জীবন খ্রীষ্টের জন্য সমর্পণ করেছিল এবং আরও অনেকে যোগ দেবে পরে মহা যাতনার কালে।

ধ্যান রাখুন : ০৫ মুদ্রার যে কাজ ঘটিবে তাহা হল এক সাধারন ক্লেশ যাহা ঘটিবে সমগ্র প্রান্তে ইহা ঘটিবে খ্রীষ্টের আগমনের পরে যখন যোহন এই দর্শন দেখলেন তখন তাহার প্রসঙ্গটি হল রোমীয় সাম্রাজ্যের সময়।

এই গুলি ঘটছে প্রত্যেকদিন কোথাও না কোথাও সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যখন আমরা কথা বলছি,পড়ছি, লিখছি, বিশ্রাম নিচ্ছি এবং কাজ করছি তার মাঝে কিন্তু পরিস্থিতি আরো কঠিনের দিকে যাচ্ছ।

যীশু তাঁর অনুসরণকারীদেরকে বলেছিলেন তাঁর নামের জন্য তাদেরকে দুঃখভোগ এবং শহিদ হতে হবে।

তিনি বলেছিলেন , " সেই সময়ে লোকেরা ক্লেশ দিবার জন্য তোমাদিগকে সমর্পণ করিবে, ও তোমাদিগকে বধ করিবে, আর আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয় জাতি তোমাদিগকে দ্বেষ করিবে"। ( মথি ২৪:৯ )

সেই দিন আসিবে যখন খ্রীষ্টানদেরকে মেরে ফেলা হবে যীশুকে অনুসরণ করবার জন্য। যে কেহ তোমাদিগকে বধ করে, সে মনে করিবে আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা-বলি উৎসর্গ করিলাম। ( যোহন ১৬:২ )।

যাইহোক , আমাদের ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর, দয়াতে এবং করুণাতে পরিপূর্ণ। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সময়তেও ক্রোধ করেন এবং প্রতিশোধও নেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩৫ এই ভাবে বলে, " প্রতিশোধ ও প্রতিফল দান আমারই কর্ম" ।

ঈশ্বর হলেন পবিত্র। তাঁর পবিত্রতা ন্যায়বিচারের পক্ষে। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর কোন অপরাধ জনক কাজ করে যেমন কাউকে খুন করে, উদাহরণ সরূপ। সে বিচারকের কাছে যাবে। বিচারক কখনও বলেন না, " আচ্ছা, ইহা আর কখনও করবে না। আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম"।

এখন , সেটা হবে অবিচার। বিচার প্রকাশ করে মূল্য চোকাতে হবে যে কোন অপরাধের কারনে।

সেই কারনের জন্য খ্রীষ্ট ক্রুশে চড়লেন এবং তাঁর রক্তকে ঝরালেন। আমাদের পরিবর্তে তিনি আমাদের জন্য মূল্য চোকালেন। আমাদের পাপ তাঁর উপর রাখা হল।

ঈশ্বর তিনি ন্যায়বিচারক হলেন যখন খ্রীষ্ট আমাদের পরিবর্তে মৃত্যু বরন করলেন।

তবুও, একদিন যারা খ্রীষ্টকে তাদের মুক্তিদাতা প্রভু বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন তারা প্রতিফল পাবেন।

আসুন আমরা তিনটি বড় বিষয় এখান থেকে দেখি:

I. শহীদরা ( ৯)
II. শহীদের প্রার্থনা ( ১০ )
III. ঈশ্বর শহীদদের প্রার্থনার উত্তর দেন। ( ১১)

আমরা এইগুলি অধ্যয়ন করবো:

I. শহীদরা

পদ ৯  যখন যোহন  ০৫ মুদ্রা খুললেন এবং কি দেখলেন ?

" পরে তিনি যখন পঞ্চম মুদ্রা খুলিলেন,তখন আমি দেখিলাম,বেদির নিচে সেই লোকদের প্রান আছে, যাঁহারা ঈশ্বরের বাক্য প্রযুক্ত, এবং তাঁহাদের কাছে যে সাক্ষ্য ছিল,তৎপ্রযুক্ত নিহত হইয়াছিলেন। "

যখন যোহন ০৫ মুদ্রা খুললেন ,তিনি এই সকল বিষয় গুলিকে দেখতে পেলেন:

যোহন যিনি প্রেরিত, আমি দেখিলাম,বেদির নীচে সেই লোকদের প্রান আছে,যাঁহারা ঈশ্বরের বাক্য প্রযুক্ত,এবং তাহাঁদের কাছে যে সাক্ষ্য ছিল, তৎপ্রযুক্ত নিহত হইয়াছিলেন----

পুরাতন নিয়মে প্রথম সমাগম তাম্বু ছিল। যীহুদীরা মিশরের মধ্যে দাসত্বের মধ্যে ছিল। ঈশ্বর মোশীকে পাঠিয়েছিলেন উদ্ধার করে যেন প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে আসতে পারে ইসরায়েলে।

যখন ইসরায়েলেরা যাত্রা করছিল তখন তারা আরাধনার জন্য তাম্বু তৈরি করল আরাধনা করার জন্য।

পরে রাজা শলোমন জেরুশালেমে স্থায়ী মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

সেই স্থানে দুটো বেদি ছিল:

১। পবিত্র স্থান- সমাগম তাম্বুর মধ্যে এটি ছিল প্রথম স্থান তারপরে মন্দির। এটি ছিল সেখানে এবং তারা প্রত্যেক দিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত সরূপ পশু বলিদান করত যজ্ঞ হিসাবে।

পবিত্র স্থানের ভিতরের জায়গায় ধূপ বেদী থাকত যেখনে তারা প্রভুর কাছে তাদের প্রার্থনাকে উৎসর্গ করত।

২। মহা পবিত্র স্থান- মহাযাজক মহাপবিত্র স্থানে বছরে একমাত্র প্রবেশ করতে পারত। তিনি সঙ্গে স্বর্ণ বাটিটি সঙ্গে নিতেন যেখানে ইতিপূর্বে পশুর রক্ত যজ্ঞ করা হয়েছে এবং ছিটিয়ে দিতেন চুক্তি হিসাবে নিয়ম সিন্দুকের উপরে।

যোহন দেখতে পেল কেবল মাত্র একটা বেদী যাহা কিনা পরিবেশিত হচ্ছে উভয় উদ্দেশ্যের জন্য বড় বেদী / ধূপ বেদী ও নিয়ম সিন্দুকের চুক্তি হিসাবে।

বেদী চিত্র প্রকাশ করছে গতানু-গতিক-রীতিনীতি রক্ত সেচন করা মন্দিরেতে।



যীহুদীদের কাছে, পবিত্র বিষয়টি ছিল যে কে কোন বলিদান যাহা রক্ত সেচন। রক্তকে গুরত্ব দেওয়া হয়েছে কারন এর মধ্যে  জীবন আছে, এবং এই জীবন ঈশ্বরেরই অধিকার। ( লেবীয় ১৭:১১-১৪)।

রক্ত উৎসর্গ করা হত বেদির পায়ের কাছে। ( লেবীয় ৪:৭)।

শহীদদের আত্মা বেদীর নিচে রাখা আছে। এর অর্থ হল তাদের জীবনের রক্ত সেচিত হয়েছে বলি হিসাবে ঈশ্বরের জন্য।

পৌলও লিখেছেন শহীদ হওয়ার বিষয়ে ঈশ্বরের জন্য বলিকৃত হওয়া।

ফিলীপীয় ২: ১৭ বলে " কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞে ও সেবায় যদি আমি পেয় " নৈবেদ্যরুপে সেচিতও হই, তথাপি আনন্দ করিতেছি,আর তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দ করিতেছি।

সুতরাং এখানে আমাদের কাছে চিত্রটি হল স্বর্গের বেদীর নীচে শহীদরা নিহত হয়ে আছেন। তাঁরা তাদের রক্তকে ঝরিয়েছে বলিদান সরূপ ঈশ্বরের জন্য।

এই সকল শহীদরা যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। কেন তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল?

ক- ঈশ্বরের বাক্যের জন্য - তাঁরা ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করেছিল এবং বিশ্বস্ত ছিল সেই বাক্যের জন্য যে কোন মূল্য চোকাতে হোক না কেন।

খ- যে সাক্ষ্য তাঁরা বহন করেছিল - এই বিশ্বাসীরা মৃত্যুতেও বিশ্বস্ত ছিল। এর মানে কেবল মাত্র মৃত্যুর সন্মুখা-মুখি সময়ে নয় বরঞ্চ মৃত্যু পর্যন্ত সাক্ষ্য বহন করেছিল।

একজন ব্যক্তিকে যখন খ্রীষ্টের জন্য হত্যা হতে হয় এটা যেন মনে হয় একটা দুঃখ জনক বিষয়, কিন্তু প্রত্যেক জীবন যাহা খ্রীষ্টের জন্য সমর্পিত তাহা উৎসর্গীকৃত হয় ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য সরূপ।

নীরোর রাজত্বের সময় রোমীয়দের সম্রাট ছিলেন তিনি ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক বিধ্বংসী আগুনের দ্বারা রোম শহরের একটা বৃহৎ অংশ পুড়ে যায়।

গুঁজব ছড়িয়ে গিয়ে ছিল নীরো এই কাজটা করেছে কারন তিনি চান এই নগরকে পুনরায় নূতন করে বানাবেন যেমনটি তিনি চান।

সেই জন্য নীরো খ্রীষ্টানদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং খ্রীষ্টানদেরকে গুরুতর রুপে নিপীড়ন করা হয়েছিল।



তিনি অনেক খ্রীষ্টানদেরকে মৃত্যুতে পরিণত করেছিল। প্রচুর লোক মারা গিয়েছিল এক রণক্ষেত্রের মত চেহারা তৈরী হয়েছিল হিংস্র সিংহের দ্বারা যেমন করে আজকাল লোকেরা বসে বসে ফুটবল খেলা দেখে এবং আনন্দ উপভোগ করেন ঠিক সেই রকম ছবি।

তাদেকে খালি হাতে হিংস্র সিংহের কাছে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং হিংস্র সিংহ তাদেরকে ছিঁড়ে ছারকার করে দেয়।

আরও অন্যদেরকে ক্রুশে চড়ানো হয়।

অনেকজনকে জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারা হয় যেন মশালের আলো সরুপ সেই জায়গা গুলো তারা জ্বলতে থাকে যে যায়গা তে নীরো রাত্রি ভোজনের আসরে মত্ত ছিলেন।

পরের সম্রাটের আধিপত্য ছিল ৮৬-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

খ্রীষ্টানদের বারুন করা হত যেন তারা ধূপ না জ্বালায় যেন তারা ঘোষণা করে যে সীজার হল তাদের একমাত্র প্রভু। আবার, খ্রীষ্টানরা অত্যাচারিত হতে লাগল।

যে তাড়না যোহনের সময় হয়েছিল , এবং তাহা চলতে থাকবে এই যুগের সমাপ্তি পর্যন্ত। ইহা ঘটছে এই মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীতে।

যে লোকেরা স্বীকার করছে যে খ্রীষ্ট হলেন তাদের প্রভু তারা প্রচণ্ড বিপদের মাঝে আমাদের বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে।

তিনি আমাদের প্রভু কারন আমাদের পাপের জন্য তিনি মৃত্যু বরন করেছেন, তিনি কবরস্থ হয়েছিলে, এবং মৃত্যু থেকে আবার উঠেছেন। তিনি পাপ এবং মৃত্যুকে জয় করিয়াছে। একমাত্র খ্রীষ্টই হলেন প্রভু।

স্বীকার করা খ্রীষ্টই একমাত্র প্রভু এবং আর অন্য কোন মনুষ্য,মূর্তি,অথবা ধর্ম কেহই নয় এর কারন হিসাবে মহা তাড়না এই যুগের শেষে ঘটবে যাহা সমস্ত ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

II- শহীদের প্রার্থনা ( ১০ )

১০ পদ - এই পদে শহীদরা ক্রন্দন করছে সুবিচারের জন্য। তারা প্রথমে উল্লেখ করছে ঈশ্বর।

" তাঁহারা উচ্চ রবে ডাকিয়া কহিলেন,হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি,বিচার করিতে এবং পৃথিবী- নিবাসীদিগকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কাল বিলম্ব করিবে? "



তাঁরা বলতে লাগলো, "অধিপতি " । এর অর্থ তিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণকার। তিনিই প্রভু।

তাঁরা তাঁকে বলতে লাগলেন " পবিত্র ও সত্যময়"।

পবিত্র মানে "পাপ বিহীন"। পবিত্র মানে যিনি অবশ্যই করে পাপের বিচার করেন।

"সত্য" মানে ঈশ্বরেতে কোন ভুল নাই। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখেন আপনি তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারেন।

তাঁরা সাধারন প্রশ্ন করেছিল " আর কত কাল" ?

আর কত সময় লাগবে তোমার বিচার তাদের উপর নেমে আসার জন্য যারা আমাদেরকে তাড়না করেছিল?

আর কত সময় লাগবে আমাদের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য?

নিশ্চয় কোন না কোন দিন থাকবে পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্য।

তাঁরা তাদের নিজেদের প্রতিফলের জন্য প্রার্থনা করছে না। খ্রীষ্টান কখনই উত্তর দেয় না এ ভাবে বিদ্রোহের পরিবর্তে বিদ্রোহ মন্দের পরিবর্তে মন্দ।

"প্রতিশোধ নেওয়া আমার কাজ" ( রোমীয় ১২:১৯ ) প্রভু এই কথা বলেন।

খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে ঈশ্বর হলেন সঠিক এবং তিনিই তাঁর প্রতিশোধ নেবেন আমাদের নেওয়ার বিষয় নয়।

আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক এবং তাঁর উদ্দেশ্যের জন্য এই জগতে তিনি তাঁর কাজ করছেন।



III.ঈশ্বর শহীদদের প্রার্থনার উত্তর দেন ( ১১ )

পদ ১১ - " তখন তাঁহাদের প্রত্যেককে শুক্ল বস্ত্র দত্ত হইল, এবং তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, তাঁহাদের সহদাস ও ভাতৃগনকে তাঁহাদের ন্যায় নিহত হইতে হইবে, যে পর্যন্ত তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ না হয়, আর কিঞ্চিৎ কাল বিরাম করিতে হইবে"।

কয়েকটি বিষয় ঘটেছিল:

ক- শহীদরা প্রত্যেকে " শুক্ল বস্ত্র পরেছিল"। এই বস্ত্রগুলির প্রতীকীকরন হল " অনন্ত জীবন এবং ধার্মিকতা "।

খ- তাদের কে বলা হয়েছিল " কিঞ্চিৎ কাল বিরাম করিতে"।
তাদের কে বলা হয়েছিল প্রতিশোধের জন্য ক্রন্দন না করতে বরঞ্চ আনন্দের মধ্যে থাকতে যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর তাঁর নিরূপিত সময় অনুযায়ী বিচার না বর্ষণ করছেন।

গ- ঈশ্বরের বিচার এখন আসবে না,তাদের সংখ্যা তাদের সহদাস ও ভাতৃগনের উপর " যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ হয়,

উহাদেরকে তাদের ন্যায় নিহত হইতে হইবে"। আমরা জানি না কখন তাহা হইবে। পাঠ্যক্রম তাহা কিছু বলেনি, সেই জন্য আমরা যেন বিভ্রান্ত পূর্বক জল্পনা না করি।

উপসংহার

এটা পরিস্কার যে ইহা আরও ভয়ঙ্কর হবে ভালো হওয়ার পূর্বে।

প্রভু এই কথা বলছেন যে, ঈশ্বর জানেন কখন তাহা ঘটিবে এবং এটা আমাদের কাজ নয় যে তাহা জানা এবং তাহা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি।

সাধারন ভাবে, প্রত্যেকদিন, অনেক মন্দ ও খারাপ বিষয় ঘটছে ও কিন্তু যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে সেই রকমের তাহা কিন্তু নয়।

হাজার হাজার লোকেদেরকে হত্যা করা হবে কারন তারা বিশ্বস্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য।



<u>অনুশীলনের আত্মিক সত্যতা</u> :

<u>এই প্রচারের মধ্যে দিয়ে শিখতে পারলাম</u>:

I.শহীদরা ( ৯)
II.শহীদের প্রার্থনা ( ১০)
III. ঈশ্বর শহীদের প্রার্থনার উত্তর দেন। ( ১১ )

এটা যেন বাহিরে থেকে মনে হচ্ছে এই শহীদরা তাদের জীবন সমর্পণ করেছে এটা তো কিছুই নয়।

এটা মনে হতে পারে একটা দুঃখজনক বিষয়। এটা যেন মনে হচ্ছে যে মন্দ লোকেরাই জয়ী হল।

কিন্তু বাস্তবিক সত্যটা হল প্রত্যেক জীবন যাহা খ্রীষ্টের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছে ঈশ্বরের রাজ্যে তাহা মহানতর ও আশীর্বাদ জনক রুপে আখ্যাত হইবে।

পরিচ্ছেদ ০৪
ষষ্ঠ মুদ্রা
ক্রোধের দিন
প্রকাশিত বাক্য ৬:১২-১৭

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

সূচনা

প্রথম ০৫ টি মুদ্রা বর্ণনা করে যে ক্লেশ ঘটবে সমগ্র জগতে যেমন করে যীশু বলেছেন মথি ২৪।

ষষ্ঠ মুদ্রাতে এক বৃহৎ ফারাক। ষষ্ঠ মুদ্রা একদম পাকা-পাকি ভাবে রাস্তা তৈরি করে রেখেছে যে রাস্তা মহা ক্লেশের যাহা বর্ণনা করা হচ্ছে " ঈশ্বরের ক্রোধের দিন"।

কারন এই সেই জায়গা যেখানে এসে সমস্ত কিছু তৎক্ষণাৎ সব বদলে যাবে এক অসদৃশ বল প্রয়োগের যাহা সাধারণ যুগের গতিপথ আমরা দেখতে পাব।

ইহা সাধারনত বর্ণনা করে ভগ্নাবশের বিষয় সামাজিক, রাজনৈতিক,অর্থ নৈতিক এবং নৈতিক কাঠামো সব কিছু যেন মনে হবে যে স্থিতিশীল। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষএ গুলি হল অধিকারের প্রতীক সরূপ। ( আদিপুস্তক ১:১৬-১৮)। প্রায় সমস্ত কিছু বিলীন এবং বিশৃঙ্খলাময় হয়ে যাবে।

পাঠ্যক্রম অগ্রসর হচ্ছে বিচারের দিকে।

এই মুদ্রাগুলি তীব্র মহা যাতনার দিকে ধাবিত হবে সঙ্গে ০৭ তুরীধবনি এবং ০৭ বাটি এটা যাহা পরে খোলা হবে।

২৭

পদ ১২ – ষষ্ঠ মুদ্রা খুলিলেন। ষষ্ঠ মুদ্রা হল সেই পথ যেখানে মহা যাতনার কাল কেবল মাত্র সময়ের অপেক্ষা।

" পরে আমি দেখিলাম,তিনি যখন ষষ্ঠ মুদ্রা খুলিলেন।

ষষ্ঠ মুদ্রাতে এক ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে " একদিন যাহা মহা ক্রোধের" ১৭ পদে যে কথা বলা হয়েছে" কেননা তাঁহাদের ক্রোধের মহাদিন আসিয়া পড়িল, আর কে দাঁড়াইতে পারে?"

প্রেরিত যোহন এমন এক ধরনের চিত্র তুলে ধরেছেন যাহা কিনা যীহুদী পাঠকরা অত্যন্ত পরিচিত।

যীহুদীরা সবসময় অন্তিম সময়ের দিকে ধ্যান রাখত এবং সেই সময়টি হবে এমন যে এই পৃথিবী হবে ছিন্নভিন্ন এবং ভয়ঙ্কর, সৃষ্টিসমূহ অশান্তি এবং ধ্বংস সরূপ।

উক্তিটি পুরাতন নিয়মে ১৯ বার এবং নূতন নিয়মরা ০৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাববাদীরা উল্লেখ করেছেন এই কথাটি " প্রভুর দিন " বিভিন্ন ভাবে।

যিশাইয় ১৩:৬ এমন সময় হইবে " সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে ধ্বংস "
যিশাইয় ১৩:৯ " এমন একটি সময় " ক্রোধ ও প্রজ্বলিত কোপসমন্বিত"
যোয়েল ২:১১ " মহৎ ও অতি ভয়ানক"
আমোষ ৫:১৮ " অন্ধকার, আলোক নহে " ।

আমরা দেখব তিনটি সত্যতা " প্রভুর দিন " সম্পর্কে।

I. ঈশ্বরের ক্রোধের জায়গা ( ১২-১৪ )

II. ঈশ্বরের ক্রোধের ব্যাপকতা ( ১৫)

III.লোকেদের প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরের ক্রোধের প্রতি ( ১৬-১৭)

আমরা এদেরকে অধ্যয়ন করবো একটার পর একটা:



I. ঈশ্বরের ক্রোধের জায়গা ( ১২-১৪ )

পদ ১২ – তখন মহা ভূমিকম্প হইল, এবং সূর্য লোমজাত কম্বলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণচন্দ্র রক্তের ন্যায় হইল"।

পদ ১৩-- " আর ডুমুরগাছ প্রবল বায়ুতে দোলায়িত হইয়া যেমন আপনার অপক্ক ফল ফেলিয়া দেয়, তেমনি আকাশ মণ্ডলস্থ তারা সকল পৃথিবীতে পতিত হইল।

১৪ পদ – " আর আকাশমণ্ডল সঙ্কুচিত পুস্তকের ন্যায় অপসারিত হইল,এবং সমস্ত পর্বত ও দ্বীপ স্ব স্ব স্থান হইতে চালিত হইল।

ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ বর্ষণ করিবেন এই পৃথিবীতে এমন কিছু অন্যরকম যাহা মানুষ দেখতে চলেছে -

ক- প্রথমত এক মহা ভূমিকম্প হবে ।

পদ- ১২ " পরে আমি দেখিলাম, তিনি যখন ষষ্ঠ মুদ্রা খুলিলেন,তখন মহা ভূমিকম্প হইল, এবং সূর্য লোমজাত কম্বলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণচন্দ্র রক্তের ন্যায় হইল।

ইতিপূর্বে অনেক ভূমিকম্প মানুষের ইতিহাসে আছে কিন্তু যাহা হতে চলেছে এই সকল কিছুই নয় " ক্রোধের দিন " এর কাছে।

খ- দ্বিতীয়ত, " সূর্য লোমজাত কম্বলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইল। লোমজাত কাপড় সাধারণত তৈরি হত কালো ছাগলের থেকে যাহা ব্যবহার করা হত শোকের সময়ে। আপনি কি চিন্তা করতে পারছেন, উজ্জ্বল সূর্য একদিন অন্ধকারে পরিনত হবে। শুধু চিন্তা করুন যে ভয় প্রভাব খাটাতে চলেছে।

আমোষ ৮: ৯ " এই কথা বলে, মধ্যাহ্ন কালে সূর্য অস্তগত হইবে, এবং দীপ্তির দিনে দেশ অন্ধকার হইবে।"

গ- তৃতীয়ত, চন্দ্র রক্তের রঙের ন্যায় আকার ধারন করিবে।

যোয়েল এই দিনের কথা বলেছিলেন তাঁর ২:৩১ " সদাপ্রভুর ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের পূর্বে সূর্য অন্ধকার ও চন্দ্র রক্ত হইয়া যাইবে"।

ঘ- চতুর্থত, আকাশমণ্ডলস্থ তারা সকল পৃথিবীতে পতিত হইবে।



আপনি কি চিন্তা করতে পারছেন এই সকল দেখবার জন্য?

নক্ষত্র ( গ্রহসমূহ ও উল্কাসমূহ ) পতিত হইবে পৃথিবীতে,ডুমুর গাছ প্রবল বায়ুতে দোলায়িত হইবে যেমন করে অপক্ক ফল ফেলিয়া দেয়।

আপনি কি চিন্তা করতে পারছেন কি রকম হতে চলেছে?

ঙ- পঞ্চমত, আকাশ মণ্ডলেরও বিভক্তিকরণ প্রকাশিত হবে ঠিক যেমন করে সঙ্কুচিত পুস্তকের ন্যায়। চিন্তা করুন পুস্তকটি বিভক্ত হয়ে গিয়ে নিচে পড়বে মাঝখান এবং উলটপালট হয়ে গিয়ে এই দিক ঐ দিক হয়ে যাবে।

যিশাইয় ৩৪:৪ এই কথা বলে " আর আকাশের সমস্ত বাহিনী ক্ষয় পাইবে, আকাশমণ্ডল লিপি-পত্রের ন্যায় জড়াইয়া যাইবে,এবং যেমন দ্রাক্ষালতার জীর্ণ পত্র ও ডুমুর বৃক্ষের জীর্ণ পল্লব,তদ্রুপ তাহার সমস্ত বাহিনী জীর্ণ হইয়া পড়িবে" ।

চ- ষষ্ঠত, সমস্ত পর্বত ও দ্বীপ স্ব স্ব স্থান হইতে চালিত হইবে। পৃথিবীর সমগ্র ভূ-ত্বক এদিক থেকে ঐ দিক সরতে শুরু করবে।

এটা কোন সাধারন ভূমিকম্প নয়। মনে রাখবেন: এটা ঈশ্বরের ক্রোধের শুরু মাত্র – মহা ক্লেশের সময়কাল।

II. ঈশ্বরের ক্রোধের ব্যাপকতা ( ১৫)

পদ ১৫- "আর পৃথিবীর রাজারা ও মহতেরা ও সহস্রপতিগন ও ধনবানেরা ও বিক্রমীবর্গ এবং সমস্ত দাস ও স্বাধীন লোক গুহাতে ও পর্বতীয় শৈলে লুকাইল"।

সেখানে সাত ধরনের বিভাগ বিভিন্ন প্রকারের শ্রেনী সমাজের মধ্যে বন্ধন যুক্ত হবে।

ক- রাজারা
খ- মহান ব্যক্তিরা
গ- সেনাপতিরা
ঘ- ধনবানরা
ঙ- শক্তিমানরা
চ- সমস্ত দাসরা
ছ- সমস্ত স্বাধীন লোকরা

এখানে এই দলের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ ধরনের লোকেরা ধনবান ও শক্তিমান। সবাই চমকে যাবে যাহা ঘটতে চলেছে। ধনবান এবং গরীবেরা, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতরা ভয়ে ত্রাস যুক্ত হয়ে পড়বে এই সকল লোকেদের মানসিকতার দ্বারা। ইহা হবে ভয়ঙ্কর এবং এক ভয়ের দিন।

III. লোকেদের প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরের ক্রোধের প্রতি ( ১৬-১৭)

পদ ১৬ " আর পর্বত ও শৈল সকলকে কহিতে লাগিল,আমাদের উপরে পতিত হও, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখ হইতে এবং মেষশাবকের ক্রোধ হইতে আমাদ্গিকে লুকাইয়া রাখ"।

পদ ১৭ " কেননা তাঁহাদের ক্রোধের মহাদিন আসিয়া পড়িল, আরা কে দাঁড়াইতে পারে"? ক্রোধের দিন ও মহা যাতনার মুহূর্ত এসে পৌঁছালো।

তারা চেষ্টা করবে ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকাবার জন্য। কিন্তু তাহা অসম্ভব।

তারা পর্বতে এবং শৈলে পলায়ন করিবে এবং মৃত্যুর জন্য ক্রন্দন করবে। এই সকল কিছু ঘটিবে কেননা লোকেরা অনুতাপ করার জন্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসেনি।

বাইবেল বলছে তাঁহারা মেষশাবকের ক্রোধের সামনা- সামনি হবে।

এই হল যীশু খ্রীষ্ট। যীশুই হবেন সে ব্যক্তি এই দিনের জন্য বিচারকর্তা।

প্রভু বলেন ১৭ পদে " কেননা তাঁহাদের ক্রোধের মহাদিন আসিয়া পড়িল,আর কে দাঁড়াইতে পারে?"

উত্তর হল "কেহই নয়"। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ নূতন জন্মপ্রাপ্ত হয়।

নহূম লিখেছিলেন - " তাঁহার ক্রোধের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে? তাঁহার কোপের প্রদাহে কে তিষ্ঠিতে পারে? তাঁহার ক্রোধ অগ্নির ন্যায় সেচিত হয়, তাঁহার দ্বারা শৈলগন ফাটিয়া যায়" ( নহূম ১:৬)।



উপসংহার

আমরা তিনটি বড় সত্যতা শিখতে পারলাম এই প্রচার থেকে ঈশ্বরের ক্রোধের বিষয়ে।

I. ঈশ্বরের ক্রোধের জায়গা ( ১২-১৪ )

II. ঈশ্বরের ক্রোধের ব্যাপকতা ( ১৫)

III.লোকেদের প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরের ক্রোধের প্রতি ( ১৬-১৭)

সেখানে ঈশ্বর ক্রোধ এবং তাঁর বিচার হইতে কেহই পালাইতে পারিবে না। এমন দিন আসছে যেখানে আপনাকে মূল্য দিতে হবে! আপনি কি প্রস্তুত?



পরিচ্ছেদ ০৫
মুদ্রাঙ্কন করন যিহুদী বিশ্বাসীদের প্রতি
প্রকাশিত ৭:১-৮

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

সূচনা

আগের অধ্যায় ০৬ বর্ণনা করেছে মহা যাতনার পূর্বের এবং জগতের অন্তিম সময়ের বিষয়ে।

এটা হবে একটা অন্ধকারময় সময়। এটা হবে এমন একটি সময় যাহা অভূতপূর্ব বিপর্যয়, সন্ত্রাস, হত্যা।

যেমন করে খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের মেষশাবক খুলেছিলেন প্রত্যেকটা মুদ্রা, এবং এক নূতন স্বর্গীয় বিচার প্রকাশিত হয়েছিল যাহা নেমে এসেছিল এই জগতে।

ষষ্ঠ মুদ্রা ছিল আরও বেশি ভয়ঙ্কর আগের পাঁচটির থেকেও। যার যাত্রা পথের দরজা শুরু হল মহা ক্লেশের সময় কাল যাহা ০৭ বছর।

০৭ অধ্যায়টির ভাগ এবং অন্তর্বর্তী অংশ যাহা ষষ্ঠ এবং সপ্তম মুদ্রার মধ্যে। সপ্তম মুদ্রা বর্ণনা করা হয়েছে ০৮ অধ্যায়ে।

আমরা অধ্যয়ন করবো তিনটি বিষয় এই অধ্যায়েতে!

I. চারিজন দূত পৃথিবীর চারি কোণে ( ১)

II. পঞ্চম দূত আদেশ দিচ্ছেন অন্য চারজন দূতকে ( ২-৩ পদ )

III. ইস্রায়েলদের মুদ্রাঙ্কন ( ৪-৮ পদ )



I. চারিজন দূত পৃথিবীর চারি কোনে ( ১)

" তার পরে আমি দেখিলাম, পৃথিবীর চারি কোণে চারি দূত দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারা পৃথিবীর চারি বায়ু ধরিয়া রাখিতেছে,যেন পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা বৃক্ষের উপরে না বহে"। ( ১ পদ )

এর পরেই, তুলে ধরা হচ্ছে কি ঘটনা ঘটেছিল পূর্বের প্রথম ষষ্ঠ মুদ্রাগুলিতে।

অতএব, প্রেরিত যোহন এখন বর্ণনা করতে চলেছেন এক নূতন দর্শন যেটা কিনা সপ্তম মুদ্রা যাহা খোলা হল সেই প্রতিলিপি থেকে।

চারিজন দূত

তিনি দেখেছিলেন দূতগন দাঁড়িয়ে আছেন পৃথিবীর চারটি কোণে।

ধ্যান রাখুন: তিনি এখানে বাস্তবিক আক্ষরিক বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর সম্পর্কের বিষয় উক্তি করছেন না।

তিনি এখানে রূপক আকারে ব্যবহার করছেন যেমন আমরা করি এবং বলি, " সূর্য অস্ত গেল"। আমরা প্রত্যেকে জানি সূর্য অস্ত যায় না। পৃথিবী ঘুরতে থাকে সূর্যের চারিদিকে। কিন্তু সূর্য ঘোরে না।

এটা হবে এই রকম উল্লেখ উত্তর,দক্ষিন,পূর্ব এবং পশ্চিম।

তারা কি করছে? চারজন দূত বায়ুকে ধরে রাখছেন যাহা পৃথিবীর চারি দিক থেকে আসছে।

তারা পৃথিবীকে রক্ষা করছেন, যেন পৃথিবীর কিম্বা কোন বৃক্ষের উপরে বায়ু না বহে। সম্ভবত বায়ু এখানে প্রতিনিধির রূপ সরূপ যে বিচার নেমে আসছে তূরীধ্বনির ও বাটির। এই সকল বিচার তুলে রাখা আছে যতক্ষণ পর্যন্ত না ১৪৪,000 মুদ্রাঙ্কিত না হয়।

II. পঞ্চম দূত আদেশ দিচ্ছেন অন্য চারজন দূতকে ( ২-৩ পদ )

২.৩ – যোহন ইতিপূর্বে দেখেছে চারজন দূত চারি কোণে পৃথিবীতে কিন্তু এখন তিনি দেখছেন আরও একটি ( পঞ্চম দূত) নেমে আসছেন সূর্যের উদয় স্থান হইতে ---



" পরে দেখিলাম,আর এক দূত সূর্যের উদয় স্থান হইতে উঠিয়া আসিতেছেন,তাঁহার কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের মুদ্রা আছে"

তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া,যে চারি দূতকে পৃথিবীর ও সমুদ্রের হানি করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া ছিল তাঁহাদিগকে কহিলেন।

আমরা যে পর্যন্ত আমাদের ঈশ্বরের দাসগণকে ললাটে মুদ্রাঙ্কিত না করি, সেই পর্যন্ত তোমরা পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা বৃক্ষসমূহের হানি করিও না।

ধ্যান রাখুন তিনি আসছেন জীবন্ত ঈশ্বরের মুদ্রাকে নিয়ে। এমন মুদ্রা যার অর্থ বোঝায় যে মালিকানা দেওয়া হয়েছে সুরক্ষা প্রদানের জন্য।

যখন একজন কেউ তাঁর জীবন খ্রীষ্টকে দেয় সে পবিত্র আত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয় ( ইফিষীয় ৪:৩০)। এর অর্থ আপনি অনন্ত কালের জন্য ঈশ্বরের অধিকার।

এখানে দেখুন ঈশ্বরকে বলা হচ্ছে " জীবন্ত ঈশ্বর" ।

এটাই হল পার্থক্য সমস্ত মিথ্যা দেবতা এবং প্রতিমা যাহা মানুষের হস্ত দ্বারা নির্মিত হয়েছে।

ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে রক্ষা করেন ধ্বংসাত্বক বিচারের প্রবাহ থেকে, দূতেরা যারা কিনা পৃথিবীকে হানি করবে, সমুদ্র এবং বৃক্ষসমূহ এর অর্থ হল শক্তিশালী বায়ু।

প্রথম চারজন দূতকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কিন্তু এখন তাদেরকে আজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে পঞ্চম দূতের দ্বারা যেন পৃথিবীকে ধ্বংস না করা হয়, সমুদ্র কিম্বা বৃক্ষসমূহ।

মুদ্রাঙ্কিত করার পরে বিচার ক্রমাগত চলতে থাকবে।

III. ইস্রায়েলদের মুদ্রাঙ্কন ( ৪-৮ পদ )

পরে আমি ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের সংখ্যা শুনিলাম, ইসরায়েল সন্তানদের সমস্ত বংশের এক লক্ষ চুয়াল্লিশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত:

যিহুদা বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত,
রুবেন বংশের দ্বাদশ সহস্র ,
গাদ বংশের দ্বাদশ সহস্র ,
আশের বংশের দ্বাদশ সহস্র,



নপ্তালি বংশের দ্বাদশ সহস্র,
মনঃশি বংশের দ্বাদশ সহস্র,
শিমিয়োন বংশের দ্বাদশ সহস্র,
লেবি বংশের দ্বাদশ সহস্র,
ইষাখর বংশের দ্বাদশ সহস্র,
সবূলূন বংশের দ্বাদশ সহস্র,
যোষেফ বংশের দ্বাদশ সহস্র,
বিন্যামীন বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত।

যোহন এটি কোন দর্শন দেখেনি সে শুনতে পেল। তিনি এই সংখ্যাটি শুনতে পেলেন যাদেরকে মুদ্রাঙ্কন করা হল।

এখন প্রশ্ন হল, কারা এই বংশ গুলিকে প্রতিনিধিত্ব করছে? সেখানে এমন দুইটি বিরোধী মতভেদ আছে এই বিষয়ের উপরে।
১। এরা সম্ভবত যিহুদী বিশ্বাসীরা হবে ।

প্রথম যে মতবাদটি সেইটি হল এরা প্রতিনিধিত্ব করছে আক্ষরিক অর্থে ইসরায়েল। এই যে চিন্তা ধারা প্রকাশ তারা সরাসরি যাকোবের বংশ হইতে পিতৃপুরুষ যাকোব থেকে আদিপুস্তকে পুস্তিকার মধ্যে।

এরা ছিল যিহুদী বিশ্বাসীরা যারা কিনা ইসরায়েলের প্রথম ফসল ছিল।
এই জাতি যীশু পুনরায় ফিরে আসার পূর্বে উদ্ধার প্রাপ্ত হবে। সখরিয় ১২:১০-১৩:১,৮-৯ এবং রোমীয় ১১:২৬।

আপনি এখানে ধ্যান দিয়েছেন যে বংশ গুলির তালিকা তৈরি করা হয়েছে সেখানে তাদেরকে আলাদা করে কোন মান দেওয়া হয়নি। সেখানে যে ১৯ টি বিভিন্ন বংশের তালিকা তৈরি করা হয়েছে এর মধ্যে ১২টি বংশ পুরাতন নিয়মে।

এই তালিকাটি দেখুন:

রুবেন প্রথমে জন্মেছে কিন্তু যিহুদাকে তালিকার প্রথমে রাখা হয়েছে। রুবেন তার জন্মগত অধিকার হারিয়েছিল এই কারনে তাঁর উপর শাস্তি আরোপিত হয়েছিল কারন সে যৌন অসদাচরণ কাজ করেছিল তাঁর বাবার উপপত্নির সঙ্গে (১ বংশাবলি ৫:১)।

দানের বংশ এখানে নেই তার পরিবর্তে লেবিকে তালিকায় দেখতে পাওয়া যায়। এটা ধরে নেওয়া যায় যে দান বাদ দেওয়া হয়েছে কারন তাদেরকে প্রতিমা পূজার কারনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল ( দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:১৮-২১)। তাদের প্রতিমা পূজা ছিল অন্যান্য বংশ গুলির থেকেও আরও চরম পর্যায়ে। ( বিচার কর্তৃগন ১৮, আমোষ ৮:১৪ )।



এছাড়াও ইফ্রয়িম এর নামের পরিবর্তে তার পিতা যোসেফের নাম তালিকাতে আছে। ইফ্রয়িম ত্রুটিযুক্ত হয়েছিল যিহুদার শাসন কালের সময় ( যিশাইয় ৭: ১৭)। এছাড়াও দানের মত এরাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল প্রতিমা পূজার কারনে। (হোশেয় ৪:১৭)।

ইফ্রয়িমের ভ্রাতা মনঃশি, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কারন তিনি ছিলেন যোসেফের বিশ্বস্ত সন্তান।

এই অংশগুলি খুবই জটিল কেননা এটা ঘোষণা করে যে ঈশ্বর ইসরায়েল জাতিকে সম্পূর্ণ রূপে শেষ করেননি।

ইসরায়েলের মূল উদ্দেশ্য ছিল জগতের কাছে জ্যোতিরুপে প্রকশিত হওয়া এবং অন্যান্য জাতিকে আশীর্বাদ করা পরিত্রানের বার্তাকে তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে।

এই যিহুদী জাতির মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্ট এসেছেন। এরাই হবে মহান মিশনারি শক্তি এই জগতের বুকে কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে খুবই খারাপের সঙ্গে।

যাই হোক, ইসরায়েলদেরকে উদ্ধার করা হবে, যেমনটি ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেই সঙ্গে, আমরা দেখবো এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে যেখানে অসংখ্য পরজাতিরাও উদ্ধার প্রাপ্ত হবে।

২। দ্বিতীয় চিন্তাধারাটি হল এইরকম, যে এই তালিকা প্রতিনিধিত্ব করে মণ্ডলী এবং বিশ্বস্ত বিশ্বাসীবর্গদেরকে যারা অন্তিম কালে মহা ক্লেশের মধ্যে প্রবেশ করবে।

সংখ্যা হতে পারে কোন প্রতীক সরূপ। ১২ নম্বর সংখ্যাটি হবে বর্গাকারের ন্যায় গুন করা হলে যাহা কিনা প্রতিনিধিত্ব ক রবে " নিখুঁত" সংখ্যা। ইহা প্রতিনিধিত্ব করে " সমাপ্তিকরন"।

মথি ১৯:২৮ যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তারাও একদিন " দ্বাদশ সিংহাসনে বসিবে, ইসরায়েলের

দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে "।

পৌল লিখেছেন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা হল বাস্তবিক পক্ষে যিহুদী ( রোমীয় ২:২৯ )।

পৌল উল্লেখ করেছেন মণ্ডলী হল " ইসরায়েলের ঈশ্বর" ( গালাতীয় ৬:১৬)।

যাকোব উল্লেখ করেছেন তাঁর পত্রে " ছিন্নভিন্ন দ্বাদশ বংশের সমীপে" ( যাকোব ১:১)।



পিতর উল্লেখ করেছেন যে সকল বিশ্বাসীরা এই দিক ঐ দিক ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে " তোমরা মনোনীত বংশ,রাজকীয় যাজকবর্গ,পবিত্র জাতি" ( ১ পিতর ২:৯)।

প্রকাশিত বাক্য ১৪:১-৫ তে উল্লেখ করা হয়েছে ১৪৪,000 বিশ্বাসীদেরকে এবং বর্ণনা করা হয়েছে যিহুদী ছাড়াই আর কাউকে না।

এইভাবে, তারাও প্রতিনিধিত্ব করবে বিশ্বস্ত বিশ্বাসীবর্গরা যারা কিনা এক কঠিন সময়ে প্রবেশ করতে চলেছে মহা ক্লেশের মধ্যে দিয়ে।

তারা প্রতিনিধিত্ব করবে যারা কিনা খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকবেন।

উপসংহার

আমরা তিনটি বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করলাম:

I. চারিজন দূত পৃথিবীর চারি কোণে ( ১)
II. পঞ্চম দূত আদেশ দিচ্ছেন অন্য চারজন দূতকে ( ২-৩ পদ )
III. ইস্রায়েলদের মুদ্রাঙ্কন ( ৪-৮ পদ )

একবার যখন আপনি খ্রীষ্টেতে তখন আপনি সুরক্ষিত পবিত্র আত্মার দ্বারা যিনি আপনার হৃদয়ে বাস করেন। ঈশ্বর বলেছেন ইফিষীয় ১:১৩, " খ্রীষ্টে থাকিয়া তোমরাও সত্যের বাক্য, তোমাদের পরিত্রানের সুসমাচার, শুনিয়া এবং তাঁহাতে বিশ্বাসও করিয়া সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ"। আনন্দ করুন যদি আপনি খ্রীষ্টের "মধ্যে" আছেন খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্ট আপনার " মধ্যে " আছেন।

পরিচ্ছেদ ০৬

প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১৭

# পবিত্রগন যাঁহারা বাহির হয়ে এসেছেন মহা

## ক্লেশের মধ্যে দিয়ে

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

সূচনা

আমারা আশা এবং প্রার্থনা করি যেন সমগ্র পৃথিবীতে এক উদ্দিপনা নেমে আসে এবং যার দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকেরা খ্রীষ্টেতে ফিরে আসবে এবং সমর্পণ করার মধ্যে দিয়ে তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করে নেবে। এই অধ্যায় সেই বিষয়ের উপরে শিক্ষা দেয় যে সেই সময় একদিন আসবে। এই জাগরণ এক দিন আসবে যাহা পরিস্কার করে দেবে সমগ্র পৃথিবীকে।

এটি হবে ঈশ্বরের এক মহান কাজ ইতিহাসের বুকে এই পৃথিবীতে। এটা হবে ইসরায়েলের জাতিগত পরিত্রানের সময় যাহা কিনা ভবিষ্যৎ বানী করা হয়েছিল সখরিয় ১২:১০-১৩:১। এছাড়াও, পৌল ভবিষ্যৎ বানী করেছিলেন রোমীয় ১১:২৫-২৭। এটা হবে পরিত্রানের সময় যিহুদী এবং পরজাতির উভরের জন্য।

এই অংশ বর্ণনা করে যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর লোকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসবে এবং যারা কিনা ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সময়ে এবং একটি জায়গাতে মিলিত হবে, যেটা কেউ জানে না, ( হতে পারে মহা ক্লেশের আগে এবং পরে ) খ্রীষ্ট বিশ্বাসীতে পরিগনিত হবে।

আমরা এই চারটি বিষয় ধ্যান রাখবো সাধূবর্গদের থেকে:

I. পবিত্র লোকেরা প্রত্যেক জাতি এবং দেশ হইতে ( ০৯)

II. পবিত্র লোকদের  আরাধনা ( ১০-১২ )

III.সাধূদের প্রার্থনা ( ১২)

IV. সাধূগনের পুরষ্কার ( ১৩-১৭)

আমরা এক এক করে এদেরকে দেখভাল করবো:

৩৯

I.পবিত্র লোকেরা প্রত্যেক জাতি এবং দেশ হইতে ( ০৯)

৯ পদ " ইহার পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, প্রত্যেক জাতির ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার বিস্তর লোক, তাহা গননা করিতে সমর্থ কেহ ছিল না, তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষ শাবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা শুক্লবস্ত্র পরিহিত, ও তাহাদের হস্তে খর্জুর-পত্র"।

ধ্যান এই ঘটনা গুলি:

১। সংখ্যা এত বেশি ছিল যে কেউ গননা করতে সমর্থ ছিল না।
২। তারা প্রত্যেক জাতি হইতে।
৩। তারা প্রত্যেক বংশের প্রতিনিধি।
৪। তারা প্রতিনিধিত্ব করে প্রত্যেক ভাষার দলের লোক।
৫। তারা শুক্ল বস্ত্র পরিহিত যাহা প্রতিনিধিত্ব করে ধার্মিকতার।
৬। তাদের হাতে খর্জুর-পত্র যাহা প্রতিনিধিত্ব করে উদযাপনের।
৭। তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

II.পবিত্র লোকদের  আরাধনা ( ১০-১২ )

১০ পদ - পরিত্রান হল আরাধনা মূল বিষয় বস্তু যদিও প্রকাশিত বাক্যে তাহা উষ্চারিত বাদ যায়নি।

" এবং তাহারা উষ্চ রবে চিৎকার করিয়া কহিতেছে, " পরিত্রান আমাদের ঈশ্বরের, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এবং মেষ শাবকের দান"।

১১-১২ পদ -- " আর, সমুদয় দূত সিংহাসনের ও প্রাচীনবর্গের ও চারি প্রাণীর চারিদিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন;

তাঁহারা সিংহাসনের সম্মুখে অধোমুখে প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কহিলেন,

" আমেন,ধন্যবাদ ও গৌরব ও জ্ঞান ও প্রশংসা ও সমাদর ও পরাক্রম ও শক্তি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বর্তুক"।

" সমুদয় দূত "

এটি প্রথম দল যাহা চিহ্নিত করা যাচ্ছে। অধ্যায়ে ৫:১১ যোহন বলেছেন সংখ্যা ছিল গননা করার মত অযুত অযুত। তিনি শুধু বললেন " অসংখ্য" অসংখ্য এবং সহস্র গুন সহস্র"।

৪০

আপনি কি চিন্তা করতে পারছেন এই চিত্রটি ? এই দূতেরা সিংহাসনের চারিদিকে" দাঁড়িয়ে রয়েছে সিংহাসনের ও

প্রাচীনবর্গদের চারিদিকে"।

এরা কারা যারা সিংহাসনের চারিদিকে ? এরা হলেন পৃথিবীর বিশেষ আদেশ প্রাপ্ত সৃষ্টি যারা সিংহাসনের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন প্রশংসা করার জন্য মহান যে আম।

অধ্যায় ৫:৮-১০ তারা গান গেয়েছিল উদ্ধারের জন্য। এখানে তাদেরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উদ্ধারকারী ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য।

" এবং চারি প্রাণী"

এরা হলেন দূতেরা, করুব, আদেশ প্রাপ্ত দূত ঈশ্বরকে মহিমানিত্ব করার জন্য।

" তাঁহারা সিংহাসনের সম্মুখে অধোমুখে প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিল"

প্রশংসা করা যিনি উদ্ধে আরাধনার সমাসীন। প্রশংসা করুন আপনি এবং গৌরব দেন ঈশ্বরকে **যে তিনি কে।** তিনি জীবন্ত সৃষ্টিকর্তা , শক্তিমান, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর।

তাঁরা প্রত্যেকেই সিংহাসনের সম্মুখে অধোমুখে পড়িল। যদি কোন দেশের প্রেসিডেন্ট কোন রুমে এসে প্রবেশ করে প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়াবে তাঁকে দেখবার জন্য। কিন্তু, যদি যীশু কোন রুমে এসে প্রবেশ করেন প্রত্যেক জানু পাতিত হবে প্রত্যেক জিহ্বা স্বীকার করবে যে যীশুই একমাত্র প্রভু।

III. সাধূদের প্রার্থনা ( ১২)

এদের কি প্রার্থনা ছিল প্রশংসার সময়ে?

তাঁরা প্রশংসা করছে তাঁর গৌরবের জন্য, তাঁর জ্ঞান, তাঁর ধনবাদ দেওয়ার দ্বারা, তাঁর সম্মান, তাঁর ক্ষমতা,তাঁর পরাক্রম, এবং তিনিই একমাত্র অনন্তকালীন ঈশ্বর তিনিই হলেন শুরু এবং অন্ত --- চিরকাল ও চিরকালের জন্য।

" আমেন, ধন্যবাদ ও গৌরব ও জ্ঞান ও প্রশংসা ও সমাদর ও পরাক্রম ও শক্তি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বর্তুক। আমেন "।



IV. সাধূগনের পুরষ্কার ১৩-১৭

পদ ১৩ -" পরে প্রাচীনবর্গের মধ্যে একজন আমাকে কহিলেন,শুক্ল বস্ত্র পরিহিত এই লোকেরা কে, ও কোথা হইতে আসিল?"

একজন প্রাচীন দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল:

১। এরা কারা?
২। কোথা হইতে এরা আসিল?

পদ ১৪ - মনে রাখুন ক্লেশ চলবে ০৭ বছর ধরে। এই ০৭ বছরকে বলা হবে মহা যাতনার কাল। এটা হবে দুরন্ত।

" আমি উত্তর দিলাম, "প্রভু আপনিই জানেন"।

তিনি আমাকে কহিলেন, " ইহারা সেই লোক, যাহারা সেই মহা ক্লেশের মধ্য হইতে আসিওয়াছে,এবং মেষশাবকের রক্তে আপ্ন আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে,ও শুক্ল বর্ণ করিয়াছে"।

অতএব, এরা তারাই যারা মহা ক্লেশের মধ্যে দিয়ে এসেছে। তাদের বস্ত্র ধৌত করা হয়েছে এবং শুক্ল বর্ণ মেষশাবকের রক্তের দ্বারা।

প্রভু বলেছেন , ১ যোহন ১:৭, " তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে"।

পদ ১৫ – বিশ্বাসীদের মূল উদ্দেশ্য হবে অনন্তকালীন প্রভুর সেবা করা।

" এই জন্য ইহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছে, এবং তাহারা দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে তাঁহার আরাধনা করে, আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনি ইহাদের উপরে আপন তাম্বু বিস্তার করিবেন"।

স্বর্গে কোন মন্দির নেই কারন খ্রীষ্টই হলেন মন্দির। এছাড়া সেখানে কোন অন্ধকার থাকিবে না এর অর্থ " চিরকালের"।

ঈশ্বর তিনি নিজেই দিবারাত্রি পরিচালনা করবেন।

"যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তিনি তাঁর তাম্বু তাহাদের প্রতি রাখিবেন" এর অর্থ ঈশ্বর অনন্ত কাল তাদের মধ্যে বসবাস করিবেন। এখানে "তাম্বু" কথাটির অর্থ " সমাগম তাম্বু" অথবা "বাস"করা।



অতএব,তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন তাদের সঙ্গে অনন্ত কাল থাকিবেন এবং তিনিই হবেন তাদের সুরক্ষা কারী।

পদ ১৬ --- ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা হল একদম কষ্টদায়ক। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাতে মৃত্যুবরন করা খুবই ভয়ঙ্কর। শরীর গড়ে চলতে পারে খাদ্য ছাড়া প্রায় ৪০ দিন আর শরীর কেবল মাত্র চলতে পারে জল ছাড়া ০৩ দিনের মত।

মহা যাতনা চলাকালিন বিশ্বাসীরা কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাবে খাদ্য এবং তৃষ্ণা উভয়ের দ্বারা।

" ইহারা কখনও ক্ষুধিত হইবে না,আর কখনও তৃষ্ণার্তও হইবে না,এবং ইহাদের কোন রৌদ্র বা কোন উত্তাপ লাগিবে না'।'

তিনি এখন প্রতিজ্ঞা করছেন সেখানে কোন  উত্তাপ তাদের উপরে নেমে আসবে না এবং কোন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার কোনও কারন থাকবে না স্বর্গতে সর্বকালের জন্য।

পদ ১৭ – যীশুকে দেখানো হয়েছে মেষশাবক রূপে কিন্তু এই একটি পদ প্রকাশিত বাক্যে যেখানে দেখানো হয়েছে যে খ্রীষ্ট হলেন মেষপালক।

মেষপালক তাঁর মেষেদের প্রতি ধ্যান রাখে। সে তাঁর মেষকে রক্ষা করে যা কোন মূল্যে। সে নিশ্চিত করে যে তাঁর মেষের জন্য সবুজ তৃণ এবং জল যেন থাকে।

" কারন সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন,এবং জীবন-জলের উনুইয়ের নিকটে গমন করাইবেন"

যীশু আমাদেরকে পরিচালনা করেন "জীবন্ত জলের" দিকে যাহা কিনা অনন্ত জীবন।

আর ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন "।
এই পৃথিবীতে অনেক দুঃখ কষ্ট আছে। তথাপি, স্বর্গেতে কোন দুঃখ এবং যন্ত্রণা থাকিবে না। ঈশ্বর তাদের নেত্রজল মুছাইয়া দেবেন যারা দুঃখের কোন লেশ থাকিবে না। বাইবেলের মধ্যে এটা একটা মহৎ প্রতিজ্ঞা।

এই একই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে প্রকাশিত বাক্য ২১:৪ যেখানে বলা হয়েছে, " আর তিই তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন, এবং মৃত্যু আর হইবে না,শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না,কারন প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল"।

আমেন!



উপসংহার

আমরা চারটি বিষয় অধ্যয়ন করলাম সাধূদের সম্পর্কে :

I. পবিত্র লোকেরা প্রত্যেক জাতি এবং দেশ হইতে ( ০৯)

II. পবিত্র লোকদের  আরাধনা ( ১০-১২ )

III.সাধূদের প্রার্থনা ( ১২)

IV. সাধূগনের পুরষ্কার ( ১৩-১৭)

আরও একটিবার, দয়া করে জানুন এবং বুঝুন যদি আপনি আপনার জীবন খ্রীষ্টকে দিয়েছেন। আপনি এখন খ্রীষ্টের এবং আপনি সুরক্ষিত পবিত্র আত্মার দ্বারা যিনি আপনার মধ্যে বাস করেন।

ঈশ্বর বলেছেন ইফিষীয় ১:১৩ " খ্রীষ্টে থাকিয়া তোমরাও সত্যের বাক্য,তোমাদের পরিত্রানের সুসমাচার,শুনিয়া এবং তাঁহাতে বিশ্বাসও করিয়া সেই অঙ্গিকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ,সেই আত্মা ঈশ্বরের নিজঃস্ব লোকদের মুক্তির নিমিত্ত, তাঁহার প্রতাপের প্রশংসার নিমিত্ত আমাদের দায়াধিকারের বায়না"।

আনন্দ করুন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন তাঁর পবিত্র আত্মার জন্য যিনি আপনার মধ্যে বাস করেন এবং যার কারনে আপনি ঈশ্বরের সন্তান হয়েছেন তাঁর নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার জন্য।



## পরিচ্ছেদ ০৭
## সপ্তম মুদ্রা
## প্রকাশিত. বাক্য ৮:১-৬

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

সূচনা

( দয়া করে প্রত্যেকটা পদ যত্ন সহকারে পড়ুন কারন আপনি এই অনুশীলনের উপরে অধ্যয়ন করবেন। )

০৭ মুদ্রা অবশেষে অনুমতি দেওয়া হল পুস্তকটি খোলার জন্য  এবং মহা যাতনার কাল শুরু হল।

মনে রাখবেন এই মুদ্রাগুলির থেকে অনেক কিছু যীশু উল্লেখ করেছেন মথি ২৪ অধ্যায়ে তাঁর প্রচারের মধ্যে।

তিনি বলেছেন যে অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে,বলিবে,আমিই সেই খ্রীষ্ট,আর অনেক লোককে ভুলাইবে ( ২৪:৫ ), আর তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে ( ২৪:৬ ), দুর্ভিক্ষ এবং ভূমিকম্প হইবে ( ২৪:৭ ),তোমাদিগকে আমার নামের জন্য বধ করিবে ( ২৪:৯) ।

এটা সম্ভবত প্রথম চারটি মুদ্রা,এবং সম্ভবত প্রথম পাঁচটি মুদ্রা, যাহা যোহনের সময়েতে খোলা হয়েছিল।

চারজন অশ্বারোহীগণ যারা আরোহণ করছিল এমনকি পত্র দেওয়া হয়েছিল সাতটি মণ্ডলীকে যেখানে দেখানো হয়েছিল যে ঈশ্বরের লোকেরা দুষ্টদের হাতে মারা যাচ্ছে। কিছু যিহুদীরা মনে করেছিল এই সকল বিষয়গুলি " প্রসব বেদনা " ( ২৪:৮), এবং ধ্বংসের যেন চিহ্ন সমূহ।

যাই হোক, যে যন্ত্রণার কথা যীশু উল্লেখ করেছিলেন তার চিহ্ন গুলি হল " এখনও পর্যন্ত সমাপ্ত হয়নি" ( দেখুন মথি ২৪:৬,৮)। ষষ্ঠ মুদ্রা পাঠক তুলে ধরে ছিল শেষ দিনের সূত্রপাত এবং সপ্তম মুদ্রা তুলে ধরে বিচারের শুরু এবং দুষ্টদেরকে শাস্তি প্রদান করা ও ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করা!।



প্রথম ছয়টি মুদ্রা থেকে ভিন্ন,সপ্তম মুদ্রা মহামারী নিয়ে আসবে না এই জগতে। সপ্তম মুদ্রা প্রকাশ করে ০৭ তুরীকে।

মনে রাখবেন:প্রথম ০৫ মুদ্রা বর্ণনা করে ক্লেশের বিষয় যাহা প্রত্যেক দিন ঘটছে এই পৃথিবীতে ইতিহাসে কোন না কোন জায়গায়।

যীশু বর্ণনা করছেন এই ক্লেশের বিষয় মথি ২৪ অধ্যায়ে।

০৬ মুদ্রাটি মহা যাতনার কাল শুরু হওয়ার দরজা সরূপ যাহা ঘটবে এবং ঘটছে।

সপ্তম মুদ্রা যাহা বিচারের জন্য খোলা হয়েছে যাহা ০৭ তুরীবাদক এর পরেই আসছে।

যখন ০৭ মুদ্রা খোলা হল, ০৭ স্বর্গ দূতের আবির্ভাব হল এবং প্রস্তুত হচ্ছে ০৭ তূরীকে বাজাবার জন্য। ০৭ তূরী তুলে ধরে আরও তীব্রতর বিচারের বিষয়কে।

সুতরাং ,এর মানে ০৭ মুদ্রার বিষয় বস্তুই হল ০৭ তূরীর মধ্যেই।

অতএব, ০৭ তূরী তুলে শেষ কালের শুরুকে-মহা যাতনার কাল।

কিন্তু ০৭ টি তূরীর মধ্যে প্রথমটি একজন দূত দ্বারা বাজান হল সেটি হল অন্তর্বর্তী সময়ের।

অন্তর্বর্তী মানে বিরতি অথবা একটু থেমে যাওয়া। এটি এইরকম বাইবেল ট্রেনিং কনফারেন্স জন্য যাওয়া শুরু হল এবং ১ ১/২ ঘন্টা শিক্ষা লাভের পর আপনি চা পান করলেন,অথবা ফুটবল খেলার অর্ধেক সময় অতিক্রম হল। বিচারের ঝড় নেমে আসার পূর্বেও অন্তর্বর্তী বিরতি আছে।

এই বিরতি অথবা থেমে যাওয়া মানে স্বর্গেতে নীরবতার সময়কাল।

অন্তর্বর্তী কালীনের দুটি অংশ সেখানে থাকিবে।

I.স্বর্গেতে নিঃশব্দতা ( পদ- ০১)

II. অন্তর্বর্তী- ( থেমে যাওয়া অথবা বিরতি)। ( পদ ২-৬)

আমরা এই দুটি অংশকে অধ্যয়ন করবো:



I.স্বর্গেতে নিঃশব্দতা ( পদ- ০১)

পদ ১ " আর তিনি যখন সপ্তম মুদ্রা খুলিলেন,তখন স্বর্গে অর্ধ ঘটিকা পর্যন্ত নিঃশব্দতা হইল"।

কেন এই অল্প সময় নিঃশব্দ থাকল ? তারা কি চা এর বিরতি নিয়েছিল?

অধিকাংশ বাইবেলের পণ্ডিতরা মনে করেন যে এটা সেই প্রস্তুতির ঘা দেওয়া যে তীব্রতর বিচার নেমে আসছে।

এই কারনে নিঃশব্দ ভয় চারিদিকে যে কি আসতে চলেছে।

ধরে নিন যে আপনি সূর্য আছে সেই সময়েতে সুন্দর একটা দিন কাটাচ্ছেন। হঠাৎ করে, আপনি উপরের দিকে দেখলেন কালো মেঘ আকাশে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎই, আপনি শুনতে পেলেন এক শক্তিশালী বাতাসের শব্দ। আর তারপর আপনি সেটা অনুভব করতে পারছেন।

আপনার মুখের আকৃতি বড় হয়ে যাচ্ছে। আপনি কষ্ট করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছেন। আপনি কথা বলতে পারবেন না। আপনি চমকে যাবেন যে আপনি যা দেখছেন।

বাতাস সরাসরি আপনার মাথায় এসে আঘাত করছে। ইহা সমস্ত গাছ পালার,ঘরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, গরুদেরকে বাতাসের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত শক্তিশালী, হিংসাত্মক ঝড় এবং সোজা সোজি আপনার দিকে আসছে।

আপনি চমকে যাচ্ছেন ভয়ে ! আপনি কথা বলতে পারছেন না। সেখানে ঝড়ের কাছে সব শান্ত।

স্বর্গে ৩০ মিনিট নিঃশব্দ "ভয়ের" একটা সময় কারন তারা দেখতে পাচ্ছে এই পৃথিবীতে যে বিচার নেমে আসছে।

সুতরাং, অন্তিম সময় এসে গেছে।



II. অন্তর্বর্তী- ( থেমে যাওয়া অথবা বিরতি)। ( পদ ২-৬)

ধ্যান রাখুন:

সময় সময়েতে আমরা দেখতে পাব থেমে যাওয়া কাজ থেকে। এটা যেন ফুট বল খেলাতে হাফ টাইম। আমরা বিশ্রাম নিই। প্রকাশিত বাক্যতেও বিরতি আছে মুদ্রার মধ্যেও। সুতরাং এটা হল এক ধরনের বিরতি, থেমে যাওয়া অথবা অন্তর্বর্তী কাজের মধ্যে। আপনি আরও বেশি প্রকাশিত বাক্যতে দেখতে পাবেন।

০৭ স্বর্গদূত ---- ০৭ তুরীবাদক

পদ ২- যোহন দেখতে পেল ০৭ স্বর্গদূত। তারা পবিত্র ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে।

" পরে আমি সেই সপ্ত দূতকে দেখিলাম, যাঁহারা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সপ্ত তূরী দত্ত হইল"।

তার পরে ০৭ তূরী ০৭ জন স্বর্গ দূতকে দেওয়া হল।

তূরী হল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাদ্য যন্ত্র বাইবেলেতে। তারা বড় এক ভূমিকা পালন করেছিল পুরাতন নিয়মে।

গননা ১০:২ তারা ব্যবহার করত ইসরায়েলের লোকদেরকে ডাকবার জন্য।
গননা ১০:৯ তারা ব্যবহার করত যুদ্ধের সময় বিপদ সংকেতের জন্য।
গননা ১০:১০ তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় ব্যবহার করত।

যোয়েল ছিলেন প্রথম ভাববাদী যিনি সংযুক্ত করেছেন তূরীকে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সাথে।

যোয়েল ২:১-২ এই কথা বলে,

" তোমরা সিয়োনে ( জেরুশালেম ) তূরী বাজাও,
আমার পবিত্র পর্বতে সিংহনাদ কর,
দেশনিবাসী সকলেই কম্পিত হউক,কেননা
সদাপ্রভুর দিন আসিতেছে,হ্যাঁ,
সেই দিন সন্নিকট-----
সে তিমির ও অন্ধকারের দিন,মেঘের ও ঘোর,
অন্ধকারের দিন,পর্বতগনের উপরে অরুনের
ন্যায় তাহা ব্যাপ্ত হইতেছে,



বলবতী এক মহাজাতি,তাহার তুল্য জাতি যুগের আরম্ভ
হইতে হয় নাই,এবং তাহার পরে পুরুষানুক্রমে বৎসর
পর্যায়েরও হইবে না"।

( যখন আপনি এই অংশটি পড়বেন,আবার জোরে পড়ুন এবং আপনার মণ্ডলীতে অথবা বাইবেল স্টাডিতে লোকদেরকে বলুন তারা যেন আপনার পরে পরে উষ্চারন করে লাইন গুলিকে। তারপরে এই পদ গুলিকে নিয়ে প্রার্থনা করুন এবং প্রভুর প্রশংসা করুন )।

আমরা নূতন নিয়মে দেখতে পাই অন্তিম সময়ে তূরীর দ্বারা ঘোষণা হবে যে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন ঘটছে।

যীশু বলেছেন মথি ২৪:

২৯ " আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই সূর্য অন্ধকার হইবে,চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না,আকাশ হইতে তারাগনের পতন হইবে ও আকাশ মণ্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে"।

৩০, " আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে,আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে,এবং মনুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘ রথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসিতে দেখিবে "।

৩১ " আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরন করিবেন,তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন"।

" কারন প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ প্রধান দূতের রব সহ এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন,আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে,তাহারা প্রথমে উঠিবে"। (১ থিষলনীকীয় ৪:১৬)

আর এক দূত

৩ পদ - " পরে আর এক দূত আসিয়া বেদির নিকটে দাঁড়াইলেন, তাঁহার হস্তে স্বর্ণধূপদানী ছিল এবং তাঁহাকে প্রচুর ধূপ দত্ত হইল, যেন তিনি তাহা সিংহাসনের সম্মুখস্থ স্বর্ণবেদির উপরে সকল পবিত্র লোকের প্রার্থনায় যোগ করেন"।

যোহন এর পর আর এক দূতকে দেখতে পেলেন।

এই অন্য আর একজন দূত বেদির নিকটে এসে দাঁড়াইলেন। তিনি কি করছিলেন?
স্বর্ণধূপদানী

তিনি স্বর্ণধূপদানী ধরে ছিলেন। ধূপদানী হল একটি ধারক যাহা কিনা ধূপকে ধরে রাখবে।

ধূপ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তিনি যেন যোগ করেন এবং অন্যদের জন্য প্রার্থনা যোগ করেন। অন্যরা কারা ছিল?

তাঁরা ছিল "প্রার্থনার"সহিত সমগ্র পবিত্রগন এই পৃথিবীর।

ঈশ্বরের বিচারের এই পৃথিবীর উপর নেমে আসবে পবিত্রগনের প্রার্থনার উত্তর সরূপ।

তাঁরা প্রার্থনা করছেন যেন দুষ্টুদের উপরে তাঁর বিচার নেমে আসে।

স্বর্ণবেদি

দূত বেদির সম্মুখে দাঁড়াইলেন,পুরোহিতের মত যিনি কিনা প্রস্তুত ধূপ এবং প্রার্থনা উৎসর্গ করার জন্য।

সেই কারনে দূত আরও ধূপ যোগ করছেন বেদির কাছে যাহা কিনা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে।

দূত প্রথমে বেদির কাছে যায়। সেখানে সমাগম তাম্বুর মধ্যে দুটি বেদি ছিল।

ক- হোমবলির বেদি

এই এক ধরনের হোমবলির বেদি যাহা কিনা প্রবেশ দ্বারের কাছে থাকত। কয়লা থেকে দ্বিতীয় বেদিতে নিয়ে আসা হত যেন নিশ্চিত করা যে এই কয়লা দীপ্তি দিচ্ছে।

খ- ধুপধানী বেদি

তারপর তিনি যান ধূপধানী বেদিতে পবিত্র স্থানে। এইটি প্রতিনিধিত্ব করে স্বর্ণধূপধানী যাহা সিংহাসনের সম্মুখে।

এই অংশতে যেন মনে হচ্ছে যোহন দুটিকে এক সঙ্গে মিলিত করছেন।

ধূপের ধোঁয়া

পবিত্রগন সেখানে প্রার্থনা সভা করছেন। ধূপ দূতকে দেওয়া হয়েছে যেন তিনি আরও যোগ করতে পারেন বিশ্বাসীর প্রার্থনা যে বিশ্বাসীরা ধূপধানীবেদির সিংহাসনের সম্মুখে আসবেন।

পদ ৪ - " তাহাতে পবিত্রগনের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্ত হইতে ধূপের ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে উঠিল"।

ধূপ ধোঁয়াকে বাহির করে।

ধূম প্রকাশিত বাক্যে ১২ বার দেখতে পাওয়া যায়। ধূম/ ধোঁয়ার অর্থ কিছু জ্বলন্ত। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে তিন প্রকার ধূম দেখতে পাওয়া যায়।

ক- ধূম সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত ঈশ্বরের বেদির সাথে সেই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতাপ ও গৌরবের সঙ্গে। প্রকাশিত বাক্য ৮:৪,১৫:৮।

খ- ধূম যাহা যুক্ত আছে অতল গহ্বর এবং পঙ্গপাল দানব বার হয়ে আসছে অতল গহ্বর থেকে ধ্বংসের অশ্ব দানব ৬ ষষ্ঠ তূরী। ( ৯ অধ্যায়)

গ- ধূম যাহা প্রমানিত হতে চলেছে অনন্ত যন্ত্রণা জন্তুদের অনুসরণকারীদের এবং বেশ্যাচারিদের ,বাবিলে। ( ১৪:১১ এবং ১৮:১৮ )।

পদ ৫- অগ্নির বেদি

এই পদটির ঘটনা প্রকাশ করছে যে ঈশ্বরের বিচার এই পৃথিবীতে নেমে আসছে যাহা মানুষ কখনও জানত না।

" পরে ঐ দূত ধূপদানী লইয়া বেদির অগ্নিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন,তাহাতে মেঘ-গর্জন,রব,বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল"



প্রস্তুতির সময়

পদ ৬- " পরে সপ্ত তূরীধারী সেই সপ্ত দূত তূরী বাজাইতে প্রস্তুত হইলেন " ।

তূরী যে কারন রূপে ব্যবহৃত হবে তাহা হল মহামারীর ন্যায়। মহামারী ঘটবে দুটি ভাগে।

ক- প্রথম ০৪ টি তূরী যুক্ত আছে সাধারন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে। অন্য অর্থে সমগ্র জগত একঙ্গে ধংসপ্রাপ্ত হবে না।

ইহা কেবল মাত্র যুক্ত থাকবে ১/৩ এই পৃথিবীর সঙ্গে।

এই বিচার নিয়ে আসার মূল কারন হল যেন লোকেরা অনুতাপ করে প্রকাশিত বাক্য ৯:২০ এই কথা বলে" এই সকল আঘাতে যাহারা হত হইল না,সেই অবশিষ্ট মনুষ্যেরা আপন আপন হস্তকৃত কর্ম হইতে মন ফিরাইল না, অর্থাৎ ভূতগনের ভজনা হইতে, এবং যে প্রতিমাগন দেখিতে বা শুনিতে বা চলিতে পারে না,সেই সকল স্বর্ণ, রৌপ, পিত্তল,প্রস্তর ও কাষ্ঠময় প্রতিমাগনের ভজনা হইতে নিবৃত্ত হইল না"।

খ- শেষ ০৩ তূরী যুক্ত আছে সরাসরি মহামারী মানুষের উপরে।

আমরা শিখতে পারলাম যে কত গুরত্বপূর্ণ প্রার্থনা ছিল ঈশ্বর শুনলেন ও উত্তর দিলেন পবিত্রগনের প্রার্থনাতে।



পরিচ্ছদ ০৮

প্রকাশিত বাক্য ৮:৬-১৩

প্রথম চারটি তূরী

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন

কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

সূচনা

আমরা ০৭ টি তূরী গুলির বিষয় অধ্যয়ন করতে যাচ্ছি। এদেরকে চারটি দলে রাখা যায়।

ক- প্রথম ০৪ টি তূরী ( ৮:৬-১৩ )

খ- ঈগল পক্ষী ঘোষণা করছে তূরীর বিষয় ০৫-০৭। সে খুঁজে বার করে ০৩ টি দুর্দশাকে।

তূরী ৫ এবং ৬ হল শয়তানের প্রকৃতি সরূপ যাহা পরিচালনা করে মানুষের বিদ্রোহের সত্বাকে। ( ৮:১৩-১১:১৯)

গ- ৬ তূরীর পর একটু বিলম্ব ( একটা বিরতি অন্তবর্তী কালীন)। এই অন্তবর্তীতা তুলে ধরে নির্দিষ্ট কিছু দিক যাহা ঈশ্বরের দিবসের বিষয়। ( ১০:১-১১:১৪ )।

ঘ- তূরী ৭ সামনের দিকে দেখে ঈশ্বরের মেষ শাবক ( যীশু) যিনি আসিতেছেন কিন্তু দেরী হচ্ছে।

সেখানে আরও একটি বিরতি ( থেমে যাওয়া / অন্তবর্তী )।



আমরা পর্যবেক্ষণ করবো চারটি তূরীকে :

I.প্রথম তূরী - শিলা ও অগ্নি রক্ত মিশ্রিত ( ৭)

II. দ্বিতীয় তূরী - প্রজ্বলিত স্তূপ ( ৮)

III. তৃতীয় তূরী - এক মহতিপূর্ণ শুরু (১০)

IV. চতুর্থ তূরী - ১/৩ সূর্য,চন্দ্র,নক্ষত্র প্রভাবিত হল ( ১২)

আমরা এই অংশটিকে অধ্যয়ন করবো :

<u>সমান্তরাল মহামারী মিশরের সহিত</u>

পুরাতন নিয়মে একটি কাহিনি যিহুদী লোকেদেরকে ( ইসরায়েল) দখল করেছিল মিশর ৪০০ বছর। ঈশ্বর মোশিকে ডাকলেন মিশরে যাওয়ার জন্য, উদ্ধার করে তাঁর লোকদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে দেশ ঈশ্বর তাদেরকে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। ( ইসরায়েল)।

কিন্তু মিশরের রাজা যাকে বলা হত <u>"ফৌরন "</u> কিছুতেই তার দাসদেরকে ছেড়ে দেবেন না। তারা ইট তৈরি করছিল নির্মাণের জন্য তার প্রকল্পে।

রাজার মধ্যে প্রত্যয় জাগাবার জন্য ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে বাহির করার জন্য মিশরের লোকেদের উপর মহামারী পাঠালেন। শেষ যে আঘাত ছিল সেটা মৃত্যুর দূত যাহা মিশরের সমস্ত প্রথম জাত সন্তানদেরকে হত্যা করেছিল। যখন রাজার প্রথম জাত হত্যা হল মৃত্যুর দূতের দ্বারা তিনি অনুমতি দিলেন যিহুদী লোকেদেরকে যাওয়ার জন্য।

মহামারী গুলো ছিল এই রকম :

ক- নীল নদীর জল রক্তে পরিনত হয়েছিল। ( যাত্রা পুস্তক ৭:২০-২৫)।

০২ তূরী বাজান হল এবং সমুদের এক তৃতীয়াংশ রক্তে পরিণত হল ( ৮:৮-৯)



খ- জীবন বিশিষ্ট জন্তুরদের রোগের প্রাদুর্ভাব

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তূরী তে গাছ-পালা পুড়ে গেল এবং ১/৩ জীবন বিশিষ্ট জীব জন্তু সমুদ্রেতে মারা গেল,অনেক লোকেরা মারা গেল তারার দ্বারা যাকে বলা হচ্ছে নাগদানা। ( ৮:৭-১১)।

গ- ০৭ মহামারী ঘোষনা শিলা বৃষ্টি এবং হিংসাত্মক বজ্রপাত। প্রথম তূরী ঘোষণা করে শিলা এবং অগ্নি ( ৮:৭)

ঘ- ০৮ মহামারী ঘোষণা করে পঙ্গপালের দল। ( যাত্রা পুস্তক ১০:১-২০)। পঞ্চম তূরী ঘোষণা করে পঙ্গপালের বিষয় ( ৯:১-১১)।

ঙ- ০৯ মহামারী ঘোষনা করে অন্ধকারময় (যাত্রা পুস্তক ১০:২১-২৯)।
০৪ তূরী ঘোষনা করে অন্ধকারময় ১/৩ স্বর্গেতে ( ৮:১২ )।

পদ ৬ - মহামারী হল দুইটি দলে।

ক- প্রথম চারটি যুক্ত আছে প্রকৃতিগত বিপর্যয়

খ- শেষ তিনটি সরাসরি মানুষের উপরে পড়বে।

০৭ দূত প্রস্তুত হয়েছিল তাদের তূরী কে বাজানোর জন্য।

" পরে সপ্ত তূরীধারী সেই সপ্ত দূত তূরী বাজাইতে প্রস্তুত হলেন " ।

I.প্রথম তূরী - শিলা ও অগ্নি রক্ত মিশ্রিত ( ৭)

" প্রথম দূত তূরী বাজাইলেন,আর রক্ত মিশ্রিত শিলা ও অগ্নি উপস্থিত হইয়া পৃথিবীতে"

" তাহাতে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ পুড়িয়া গেল, ও বৃক্ষসমূহের এক তৃতীয়াংশ পুড়িয়া গেল, এবং সমুদয় হরিদ্বর্ণ তৃণ পুড়িয়া গেল"

এর প্রভাব আংশিক,সম্পূর্ণ কিন্তু নয়।



II. দ্বিতীয় তূরী - প্রজ্বলিত স্তূপ ( ৮)

পদ ৮ যখন দ্বিতীয় তূরী বাজানো হল, প্রজ্বলিত স্তূপ স্বর্গ থেকে পড়ল সমুদের মধ্যে। তারপর ১/৩ সমুদ্র রক্তে পরিণত হল।

" পরে দ্বিতীয় দূত তূরী বাজাইলেন,আর যেন অগ্নিতে প্রজ্বলিত এক মহাপর্বত সমুদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে সমুদের এক তৃতীয়াংশ রক্ত হইয়া গেল"।

কেউ কেউ হয়তো চিন্তা করেছিল যে ভলকানোকে সমুদের উপর ফেলে দেওয়া হবে। যাইহোক, ভলকানো শিলা এবং লাভাকে ফেলে দিয়েছিল কিন্তু তাদের নিজের অংশকে ফেলে দেয়নি সমুদের মধ্যে।

১/৩ সমুদ্রের জল রক্তে পরিণত হল স্মরন করিয়ে দেয় আমাদেরকে যাত্রা পুস্তক ৭:২০ যখন নীল নদীর জল রক্তে পরিণত হয়েছিল। আবার বলছি এর প্রভাব কেবল মাত্র আংশিক ( ১/৩)।

পদ ৯- প্রভাব ছিল এত বিধ্বংসী যে এর কারনে ১/৩ সমস্ত জীবন বিশিষ্ট জন্তু সমুদ্রে মারা পড়ল এবং ১/৩ জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে নষ্ট হইল পর্বতের থেকে যে অগ্নি বাহির হল তার কারনে পুড়ে গেল।

এক তৃতীয়াংশ জীবন বিশিষ্ট জন্তু মারা গিয়েছিল সমুদ্রের,এবং তৃতীয়াংশ জাহাজের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল।

এটা ভয়ঙ্কর মহামারী,কিন্তু এটা আংশিক ছিল না এর যে প্রভাব পড়েছিল।

III. তৃতীয় তূরী - এক মহতিপূর্ণ শুরু (১০)

" পরে তৃতীয় দূত তূরী বাজাইলেন, আর প্রদীপের ন্যায় প্রজ্বলিত এক বৃহৎ তারা আকাশ হইতে পরিওয়া গেল,নদ-নদীর এক তৃতীয়াংশ ও জলের উপরে পড়িল"---

এটা হতে পারে বড় কোন উল্কা স্বর্গ থেকে পড়তে পারে বিষাক্ত করে দেবে ১/৩ নদীর ও স্রোতের জলকে।

পদ ১১- তারার একটা নাম ছিল। জল তিক্ততায় পরিণত হল। অনেক লোকেরা মারা পড়ল।



" সেই তারার নাম নাগদানা, তাহাতে এক তৃতীয়াংশ জল নাগাদানা হইয়া উঠিল,এবং জল তিক্ত হওয়া প্রযুক্ত অনেক লোক মরিয়া গেল"।

যে শব্দকে অনুবাদ করা হয়েছে " নাগদানা" খুব কম ব্যবহার করা হয়। এটি গ্রীক নূতন নিয়মে আর অন্য কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। ( মনে রাখবেন: নূতন নিয়ম মূল যে ভাষায় লেখা হয়েছে সেটি হল গ্রীক ভাষা)।

নাগদানা জলের সঙ্গে মিশ্রন খুব মারাত্মক বিষ ছিল না। যাইহোক, এই জায়াগাতে,নাগদানা জলের সঙ্গে মিশে বিষ তৈরি করল এবং লোকেরা মারা গেল তিক্ত জল পান করার কারনে।

যিরমিয় ৯:১৫ নাগদানা প্রতীক সরূপ যাহা প্রকাশ করে স্বর্গীয় বিচারের জন্য: " এই জন্য বাহিনীগনের সদাপ্রভু,ইসরায়েলের ঈশ্বর,এই কথা খেন,দেখ,আমি এই লোকদিগকে নাগদানা ভোজন করাইব,বিষ বৃক্ষের রস পান কারিব"

IV. চতুর্থ তূরী - ১/৩ সূর্য,চন্দ্র,নক্ষত্র প্রভাবিত হল ( ১২)

চতুর্থ দূত তূরী বাজালো। যার ফল সরূপ ১/৩ সূর্য আহত হল, ১/৩ চন্দ্র এবং ১/৩ তারাগন আহত হল এবং অন্ধকারে পরিণত হল। সেখনে কোন আলো ছিল না ১/৩ অংশে, এবং ১/৩ দিনের বেলা এবং ১/৩ রাত্রিকালে।

" পরে চতুর্থ দূত তূরী বাজাইলেন, আর সূর্যের এক তৃতীয়াংশ ও চন্দের এক তৃতীয়াংশ ও তারাগনের এক তৃতীয়াংশ আহত হইল, তাহাতে প্রত্যেকের এক তৃতীয়াংশ অন্ধকারময় হয়, এবং দিবসের এক তৃতীয়াংশ আলোকরহিত হয়, আর রাত্রিও তদ্রুপ হয়"।

আবার বলবো বিচার কেবল মাত্র আংশিক ( ১/৩ ) সম্পূর্ণ নয়।

উপসংহার

পদ ১৩- প্রেরিত যোহন অবিরত দেখছিলেন। পরে আমি তিনি দেখলেন,এক দূত চিৎকার করছে সন্তাপ,সন্তাপ, সন্তাপ। এই তিনটি সন্তাপ হবে অন্তিম ০৩ তূরী। বিষয় গুলি কঠিন থেকে আরও জটিল হবে। এই শেষ তিনটি তূরী ( সন্তাপ ) বাজাবে নূতন তিনটি দূতেরা।

" আমি দেখিলাম,আকাশের মধ্যপথে উড়িয়া যাইতেছে,এমন এক ঈগল পক্ষীর বানী শুনিলাম,সে উচ্চ রবে বলিল,অবশিষ্ট যে তিন দূত তূরী বাজাইবেন,তাঁহাদের তূরীধ্বনি হেতু, পৃথিবী -নিবাসীদের সন্তাপ,সন্তাপ, সন্তাপ হইবে"।



তূরীর বাদ্যের বিস্ফোরণের কারনে আরও তিনজন দূতকে দেখা যাবে তারাও বাজাচ্ছে।

ঈশ্বরের বিচার যে অবিরত তাহা আমরা দেখতে পেয়েছি এই চারটি তূরীর দ্বারা:

I.প্রথম তূরী - শিলা ও অগ্নি রক্ত মিশ্রিত ( ৭)

II. দ্বিতীয় তূরী - প্রজ্বলিত স্তূপ ( ৮)

III. তৃতীয় তূরী - এক মহতিপূর্ণ শুরু (১০)

IV. চতুর্থ তূরী - 1/3 সুরজ,চন্দ্র,নক্ষত্র প্রভাবিত হল ( ১২)

পরিচ্ছেদ ০৯
প্রথম চারটি তূরী
প্রকাশিত বাক্য ৯:১-১২

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

সূচনা:

প্রথম চারটি তূরী ছিল বিচারের যাহা যুক্ত ছিল আকাশ থেকে বস্তু পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হল। এমন কি, ০৪ তূরী যুক্ত ছিল স্বর্গের সঙ্গে যেখানে কিনা এর প্রভাব পড়েছিল।

প্রথম ০৪ টি তূরী ছিল বাস্তবিক পক্ষে মন্দ ও রুক্ষ। যাইহোক ০৫ থেকে ০৭ তূরী আরও ভয়ংকর এবং চরমতম হবে।

এই অংশের যে পশ্চাৎপট য়োয়েল ২:৪-১০ যেখানে মহামারী যাহা কিনা পঙ্গপালের। পঙ্গপাল যোয়েলে একরকম ঘোড়া যারা দৌড়াচ্ছে আওয়াজ করে রথের অশ্বারোহীদের ন্যায়। তাহারা যুদ্ধার্থে শ্রেনীবদ্ধ শক্তিশালী জাতির তুল্য।

যোয়েল বই এবং প্রাকশিত বাক্যের মধ্যে যে ভিন্নতা এই খানে সেইটি হল পঙ্গপাল ছিল একদম বাস্তব আকৃতি সরূপ কিন্তু প্রকাশিত বাক্যে তারা ছিল শয়তানের প্রতীক সরূপ।

০৫ তূরীর আওয়াজের পূর্বে, সেখানে একটা গুরত্বপূর্ণ বার্তা আছে সেটি হল " ঈগল স্বর্গের মধ্যে স্থানে উড়ে যাচ্ছে" ৮:১৩।

" পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম,আর আকশের মধ্যপথে উড়িয়া যাইতেছে,এমন এক ঈগল পক্ষীর বানী শুনিলাম,সে উচ্চ রবে বলিল,অবশিষ্ট যেন তিন জন দূত তূরী বাজাইবেন,তাঁহাদের তুরীধবনি হেতু,পৃথিবী-নিবাসীদের সন্তাপ,সন্তাপ,সন্তাপ হইবে"।

ঈগলের কাছে তিনটি বার্তা ছিল সন্তাপের।



একটা সন্তাপ প্রত্যেক ০৩ তূরীর জন্য থাকছে।

প্রত্যেক সন্তাপ নেমে আসবে" যারা কিনা এই জগতে বেঁচে থাকবে"।

ঈগলের দ্বারা যে বার্তা তাহা প্রত্যেক জনকে সুযোগ দেবে " অনুতাপ" করার জন্য এই অন্তিম ০৩ টি তূরীর পূর্বে।

প্রথম ০৪ টি তূরী পৃথিবীর অংশকে প্রভাবিত করবে।

০৫ তূরী ধ্যান রাখবে আধাত্মিক রাজ্যের উপর। ০৫ তূরীর ০৬ টি ভাগ আছে:

I. তারা এবং চাবি ( ৯:১-২ )

II.পঙ্গপালের ক্ষমতা ( ( ৩-৬ )

III.পঙ্গপালের চেহারা ( ৭-৯)

IV. বৃশ্চিকের লেজ ( ( ১০)

V.তাদের রাজা ( ১১ )

VI.তিনটি সন্তাপ ( ১২ )

আমরা এই অংশগুলো অনুসন্ধান করবো:

I. তারা এবং চাবি ( ৯:১-২ )

পদ ১ – তারা প্রতিনিধিত্ব করছে দূত হিসাবে।

" পরে পঞ্চম দূত তূরী বাজাইলেন,আর আমি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত একটি তারা দেখিলাম, তাহাকে অগাধলোকের কূপের চাবি দত্ত হইল"।

কে এই দূত? বাইবেল কিছুই বলে না অতএব আমরা জল্পনা করবো না।

বাক্যাংশ বলছে তারা, ( দূত ) পৃথিবীর উপর পতিত হল। শব্দ যেটা ব্যবহার হয়েছে পতিত এর মানে তারা "পতিত" স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে।

অগাধলোকের চাবি তাহাকে দত্ত হইল। তিন ধরনের স্তরের অস্তিত্ব আছে দেখতে পাওয়া যায়।



১। উপরে স্বর্গ

২। পৃথিবী

৩। গভীর কূপ

নূতন নিয়ম মূলত গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছে। "অগাধলোক" শব্দটি হল অতল সমুদ্র যাহা কিনা আমরা দেখতে পাই আমাদের জগতে, "অতল গহ্বর"।

"গভীর কূপ" হল প্রতীক সরূপ। এমন আর অন্য কোন গভীরতা নেই এর তলদেশে। কতটা গভীর অগাধলোক?

"গভীর কূপ" হল জন্তু জায়গা যা কিনা ( খ্রীষ্ট বিরোধী )। তাকে ক্ষণস্থায়ীরূপে বন্দি রূপে করা শয়তানের কারাবাসে খ্রীষ্টের ১০০০ বছর রাজত্বের কালে। ( প্রকাশিত বাক্য ২০: ৩)।

এটা হল প্রতীক সরূপ ভাষা যাহা বর্ণনা করে বাস্তবতার আধাত্মিক জগতের বিষয়কে।

খাদ, ( প্রবেশের এবং বাহির হওয়ার দরজা ) অতল গহ্বরের ছবিকে দেখায় যাহা তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করা আছে।

চাবি দূতকে দেওয়া হয়েছে যিনি কিনা স্বর্গ থেকে নেমে আসছিলেন।

পদ ২- " তাহাতে সে অগাধলোকের কূপ খুলিল,আর ঐ কূপ হইতে বৃহৎ ভাটির ধূমের ন্যায় ধূম উঠিল,কূপ হইতে উত্থিত সেই ধূমে সূর্য ও আকাশ অন্ধকারাবৃত হইল "।

জঘন্য শয়তান গহ্বর থেকে উঠে আসবে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ নিয়ে আসার জন্য। তাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে পঙ্গপাল ০৩-০৯ পদে। তাদের ক্ষমতা ছিল আঘাতের মাঝেও লড়াই করা বৃশ্চিকের তুলনায় পদ ১০।

এর যন্ত্রণা হবে ভয়ানক প্রকৃত বৃশ্চিকের দ্বারা যা হবে তার থেকেও।

এই পঙ্গপাল এবং বৃশ্চিক এখতে জন্তুর মত আসবে কূপ থেকে তাদের " রাজা" অথবা দূত তাদের নেতা অতল গহব্বরের থেকে।

যদিও, এই শয়তানদের কঠোর সীমা ছিল নিজেদের মধ্যে। এই বিচার প্রক্রিয়া এই বাস্তব পৃথিবীতে নয় কিন্তু আধাত্মিক জগতে। তাদেরকে অনুমতি ছিল না:

ক- ক্ষতি করবে না হরিদ্বর্ণের উপরে ( পদ ৪ )

খ- ক্ষতি করবে না কোন শাখের উপর ( ৪ )

গ- ক্ষতি করবে না কোন বৃক্ষের উপর ( ৪ )

ঘ- হত্যা কর যে কোন লোক কে ( ৫ )

এটি চলবে ০৫ মাস ধরে। ( ৫ )

আসুন একটু গভীর ভাবে দেখি।

II.পঙ্গপালের ক্ষমতা ( ( ৩-৬ )

পদ ৩- বর্ণনা করে যে সেখানে ভিন্নতা আছে ধূম এবং এবং পঙ্গপালের মধ্যে।

" পরে ঐ ধূম হইতে পঙ্গপাল বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিল"।

এটা প্রানবন্ত রূপে প্রেরিত যোহন বর্ণনা করেছেন শয়তানের নিমন্ত্রনকর্তা উঠেছে। এই গুলো প্রকৃত পক্ষে পঙ্গপাল নয় কিন্তু জন্তু যাহা কিনা শয়তানের শক্তির দ্বারা দাঁড়িয়ে উঠেছিল।

"তাদেরকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যেমন করে বৃশ্চিক কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীতে"।

বৃশ্চিক ছিল মানুষের শত্রু। এরা প্রতীক সরূপ শয়তানের মন্দ শক্তি যাহা মানুষের বিপক্ষে।

পদ ৪ - " পঙ্গপালেরা সাধারণত সবুজ পাতা খেত ( যাত্রা পুস্তক ১০:১৫ ) কিন্তু প্রকাশিত বাক্যেতে বলছে সবুজ পাতা খাওয়া তাদের মানা ছিল।

" তাদেরকে বলা হয়েছিল পৃথিবীস্থ তৃণের কি হরিদ্বর্ণ শাকের কি কোন বৃক্ষের হানি করিও না "

" কিন্তু সেই সকল মনুষ্যদেরকে হানি কর, যাহাদের ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই"

এটাই হল মজার বিষয়।



যারা ' মুদ্রাঙ্কিত ছিল ঈশ্বরের দ্বারা তাদের ললাটে তারা সুরক্ষিত থাকিবে। ঈশ্বরের ক্রোধ কেবল মাত্র তাদের উপরে

নেমে আসবে যারা ঈশ্বরের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত নয়। বিচার তাদের উপরে নেমে আসবে যারা জন্তুর আরাধনা করবে।

ঈশ্বরের লোকেরা আশ্রয়প্রাপ্ত হবে অথবা সুরক্ষিত থাকবে স্বর্গীয় সুরক্ষার দ্বারা শয়তানের সকল কার্য্য প্রনালি থেকে।

যাইহোক, তাদের মূল্য লক্ষ্য থাকবে মানুষের উপরে তাড়না করা। এই ক্লেশের সময়েতে বিশ্বাসীরা অত্যাচারিত হবে তাদেরকে হত্যা করা হবে শুধুমাত্র তারা খ্রীষ্টান বলে তাড়িত হবে শেষ যুগেতে।

পদ ৫- " কেবল পাঁচ মাস পর্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি তাহাদিগকে দত্ত হইল"।

আক্ষরিক অর্থে এটা হবে পাঁচ মাস প্রতীক সংখ্যা হিসাবে মাস এখানে দেখাছে যে খুব অল্প সময়ের পরিসীমা।

" কিন্তু তাদেরকে মেরে ফেলবে না"

তারা লোকেদেরকে আঘাত করতে পারবে কিন্তু হত্যা করবে না।

পদ ৬- " তৎকালে মনুষ্যরা মৃত্যুর অন্বেষণ করিবে, কিন্তু কোন মতে তাহার উদ্দেশ পাইবে না,তাহারা মরিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে, কিন্তু মৃত্যু তাহাদের হইতে পলায়ন করিবে"।

যন্ত্রণা এতটাই চরমতম হবে যে লোকেরা মরতে চাইবে কিন্তু তারা মরতে পারবে না।

III.পঙ্গপালের চেহারা ( ৭-৯)

পদ ৭- " ঐ পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধার্থে সজ্জিভূত অশ্বগনের ন্যায়"।

এইটি নেওয়া হয়েছে যোয়েল ২:৪ যেখানে পঙ্গপালের আক্রমন কে বর্ণনা করা হয়েছে।

যোয়েল ২:৪ এই কথা বলে " তাহাদের আকার অশ্বগণের আকৃতির ন্যায়,এবং তাহারা অশ্বারোহীদের ন্যায় ধাবমান হয়"।



পদ ৮- " তাদের কেশ স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায়"।
এটা এই রকম কিছুটা যদি বলা যায় লম্বা উঁচু আকাশ তার মত পঙ্গপাল।

" তাদের দন্ত সিংহের দন্তের মত"।

এরা সিংহের থেকে আরও উগ্র এবং শক্তিশালী হবে তাদের শিকারকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য।

পদ ৯- " তাহাদের বুকপাটা লৌহ-বুকপাটার ন্যায়"

" তাহাদের পক্ষের শব্দ রথের, যুদ্ধে ধাবমান বহু অশ্বের শব্দতুল্য"।

এটা উল্লেখ করে যোয়েলের ভবিষ্যৎ বানীকে। যোয়েলের ভবিষ্যৎ বানী ছিল যে পঙ্গপালের দ্বারা মহামারী এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে এ এক সত্তা বিশেষ।

" অশ্বের মত আকৃতি এবং যেমন করে যুদ্ধের মত করে ধাবমান হচ্ছে। যেমন রথের শব্দসমূহ, এরা লাফাতে পারে উঁচু পাহাড়ের মধ্যেও ( যোয়েল ২:৪-৫ )।

IV. বৃশ্চিকের লেজ ( ১০)

পদ ১০- বৃশ্চিকের হুলের আঘাত অনেক মারাত্মক। এর কারনে মর্মান্তিক ব্যথা তৈরি হয়।

এই যে মহামারী কারনে দৈত্য মত পঙ্গপাল উড়বে এবং বৃশ্চিকের মত হুল ফোটাবে।

" আর বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাদের লেজ ও হুল আছে, এবং পাঁচ মাস মনুষ্যদের হানি করিতে তাহাদের ক্ষমতা ঐ লেজে রহিয়াছে"।

এটা শয়তানের যে ক্ষমতা আছে তাহা প্রতীকী ও প্রতিনিধিত্ব রূপে দেখানো হয়েছে।



III.তাদের রাজা ( ১১ )

পদ ১১- শয়তান হল তাদের রাজা।

" ঐ পঙ্গপালের রাজা অগাধলোকের দুত,তাহার নাম ইব্রীয় ভাষায় আবদ্দোন,ও গ্রীক ভাষায় তাহার নাম আপল্লুয়োন"।

তার নাম ইব্রীয় ভাষায় আবদ্দোন যার অর্থ " ধ্বংস"।

গ্রীক ভাষায় তার নাম আপল্লুয়োন যার অর্থ "বিনাশ"।

IV. তিনটি সন্তাপ ( ১২ )

পদ ১২- " প্রথম সন্তাপ গত হইল, দেখ,ইহার পরে আরও দুই সন্তাপ আসিতেছে "।

মনে রাখুন ০৫ তূরী বাজানোর পূর্বে,দূত ঘোষণা করেছিল ০৩ টি সন্তাপ আসতে চলেছে।

প্রথম সন্তাপ ছিল ০৫ তূরী।

দ্বিতীয় সন্তাপ হবে ০৬ তূরী।

সপ্তম সন্তাপ হবে ০৭ তূরী।

উপসংহার

যখন আমরা অংশগুলিকে নিয়ে অধ্যয়ন করেছি তার মধ্যে দিয়ে আমরা এই বিষয় গুলি শিখতে পেরেছি:

I. তারা এবং চাবি ( ৯:১-২ )

II.পঙ্গপালের ক্ষমতা ( ( ৩-৬ )

III.পঙ্গপালের চেহারা ( ৭-৯)

IV. বৃশ্চিকের লেজ ( ( ১০)

V.তাদের রাজা ( ১১ )

VI.তিনটি সন্তাপ ( ১২ )



বাইবেল আমাদেরকে বলে কেহ যদি তার জীবন খ্রীষ্টেতে সমর্পণ করে পবিত্র আত্মা তার জীবনে আসেন এবং তাকে মুদ্রাঙ্কিত করেন উদ্ধারের দিনের জন্য। ( ইফিষীয় ১:১৩-১৪)

ঈশ্বর তাঁর তাকে মুদ্রাঙ্কিত করেন তাঁর অঙ্গীকার অনুসারে যে আপনি তাঁর সন্তান এবং আপনি সুরক্ষার নিচে আছেন।

যাদের " ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক দেওয়া থাকবে তারা সুরক্ষিত থাকিবে। ঈশ্বরের ক্রোধ তাদের উপর নেমে আসবে যাদের ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্কন থাকিবে না।

প্রভু পদ ৯:৪ বলেছেন এই নরকতুল্য দৈত্যরা হুল ফোটাবে " কেবল মাত্র সেই মনুষ্যদেরই,যাহাদের ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই"।

প্রশ্ন হল : আপনি কি ঈশ্বরের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত ( পবিত্র আত্মা ) আপনার মধ্যে আছেন ? যদি আপনি আপনার জীবন কোন

শর্ত ছাড়াই তাঁর হাতে সমর্পণ করেছেন উত্তর যদি হয় " হ্যাঁ "। যদি নয়, আপনি প্রভুকে ডাকুন যেন তিনি আজকেই আপনার জীবনে আসেন।

খ্রীষ্ট আপনার পাপের জন্য মৃত্যু বরন করেছেন , কবর প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তৃতীয় দিবসে পুনরায় তিনি মৃত্যু থেকে উঠেছিলেন। তিনি আপনার হৃদয়ে বাস করতে চান।

প্রভু বলেন প্রকাশিত বাক্য ৩:২০, দেখ,আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি,ও আঘাত করিতেছি,কেহ যদি আমার রব শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিব"।

আপনি খ্রীষ্টকে আজকেই গ্রহন করতে পারেন তাঁকে আপনার জীবনে আমন্ত্রন জানানোর মধ্যে দিয়ে।



## পরিচ্ছেদ ১০
## প্রকাশিত বাক্য ৯:১৩-২১
## ষষ্ঠ তূরী

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

সূচনা

প্রথম ০৪ তূরী প্রাকৃতিক বিচার ছিল এই জগতের প্রতি।

০৫ তূরী ছিল আধাত্মিক বিচার যাহা যুক্ত ছিল শয়তান কিন্তু কাউকে মারার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিশ্বাসীরা যারা ঈশ্বরের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত তারাই সুরক্ষিত ক্ষতির হাত থেকে।

০৬ তূরী বরঞ্চ আরও তীব্র হবে যে লোকেরা অনুতাপ না করবে তাদের কে মেরে ফেলা হবে।

আমরা একটু গভীর ভাবে ০৬ তুরীকে দেখবো।

I.চার জন দূতকে ( শয়তান) মুক্ত করা হল ( ১৩-১৪ )

II.চার জন দূতের মৃত্যু ( ১৫-১৯ )

III.অনুতাপ করার অভাব ( ২০-২১ )

আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখবো এই তিনটি বিষয়কে নিয়ে।



I. চার জন দূতকে ( শয়তান) মুক্ত করা হল ( ১৩-১৪ )

পদ ১৩- তিনি একটি "কন্ঠস্বর" শুনতে পেলেন। কেউ জানে না যে কার সেই "কন্ঠস্বর"। এজনই কেবলমাত্র আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু কন্ঠস্বর আসল "ঈশ্বরের স্বর্ণবেদির সম্মুখ হইতে"।

" পরে ষষ্ঠ দূত তূরী বাজাইলেন,আর আমি ঈশ্বরের সম্মুখস্থ স্বর্ণবেদির চারি শৃঙ্গ হইতে এক বানী শুনিতে পাইলাম"

এটা সেই বেদি যেখানে ধূপ জ্বালানো হয়। এই প্রতীকীকরন করে যে লোকেদের জন্য প্রার্থনা যেন দয়া নেমে আসে। বেদির পরিস্কার বর্ণনা দেওয়া আছে যাত্রা পুস্তক ৩০: ১-১০

স্বর্ণ বেদি ছিল মধ্যস্থতা করনের বেদি।

প্রকাশিত বাক্য ৬:৯-১১ " পরে তিনি যখন ০৫ মুদ্রা খুলিলেন,তখন আমি দেখিলাম,বেদির নিচে সেই লোকদের প্রান আছে, যাঁহারা ঈশ্বরের বাক্য প্রযুক্ত,এবং তাঁহাদের কেছে যে সাক্ষ্য ছিল তৎপ্রযুক্ত নিহত হইয়া ছিলেন"।

" তাঁহারা উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন ,হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি,বিচার করিতে এবং পৃথিবী নিবাসীদিগকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কত কাল বিলম্ব করিবে?"।

" তখন তাঁহাদের প্রত্যেক জনকে শুক্ল বস্ত্র দত্ত হইল, এবং তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, তাঁহাদের যে সহদাস ও ভাতৃগন

তাঁহাদের ন্যায় নিহত হইতে হইবে, যে পর্যন্ত তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ না হয়, আর কিঞ্চিৎকাল বিরাম করিতে হইবে"।

প্রকাশিত বাক্য ৮:৫ এই বেদি পরবর্তী সময় বিচারের বেদি হয়েছিল," তাহাতে পবিত্র লোকের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্ত হইতে ধূপের ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে উঠিল,এবং পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন"।

পদ ১৪ - ০৬ দূত মুক্ত করলেন ০৪ দূতকে (শয়তান) যারা বন্ধন রত অবস্থায় ছিল।

" উহা সেই ষষ্ঠ তূরীধারী দূতকে কহিল, ইউফ্রেটিস মহানদীর সমীপে যে চারিজন দূত বদ্ধ আছে, তাহাদিগকে মুক্ত কর"।

এই দূতেরা বাঁধা আছ এর মানে এরা হল শয়তান। এরা এক বৃহৎ শয়তানের সেনাবাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এরা পুরষ্কার পাইবে মানুষের বিপক্ষে যুদ্ধকে নামিয়ে আনার জন্য।



ইউফ্রেটিস নদী এমন নদী যাহা চিহ্নিত করে সীমানাকে পূর্বদিকের প্রতিজ্ঞাত জমি বলে। তাছাড়াও ইহা ধর্মহীন রাজ্য বলে পরিচিত। সুতরাং, নদী হল একরকম প্রতীকী করন যাহা কিনা ইসরায়েলের ঈশ্বরের শত্রু। যিশাইয় ৭:২০,৮:৭,যিরমিয় ৪৬:১০।

II. চার জন দূতের মৃত্যু ( ১৫-১৯ )

পদ ১৫- এই চারজন শয়তানকে মুক্ত করা হয়েছিল যেন ১/৩ মনুষ্যজাতিকে মেরে ফেলে।

" তখন মনুষ্যজাতির এক তৃতীয়াংশকে বধ করিবার জন্য যে চারি দূতকে সেই দণ্ড ও দিন ও মাংস ও বৎসরের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহারা মুক্ত হইল"।

যে বিষয়টি হল এই ০৪ দূত ঈশ্বরের অধীনে নিয়ন্ত্রিত ছিল।

তারা ছিল মাধ্যম ঈশ্বরের স্বর্গীয় বিচারকে বহন করার জন্য এই জগতের উপর যারা ব্যর্থ হয়েছে অনুতাপ করার জন্য।

ঈশ্বর হলে রাজাদের রাজা। তিনিই এই জগতের রাজা ( ১৫:৩)।

এই জগতের সমাপ্তিকরন হবে কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছাক্রমে।

পদ ১৬- " ঐ অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা দুই সহস্র লক্ষ,২০০.০০০.০০০"আমি তাহাদের সেই সংখ্যা শুনিলাম"।

এই সংখ্যা প্রতিনিধিত্ব করে যে এই সংখ্যা এত বেশি ছিল যে বাস্তবিক তর রূপে গণনা করা যাচ্ছিল না। এটা ছিল প্রতীকী করন সংখ্যা কারন শয়তানের সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

পদ ১৭- তিনি বর্ণনা করেছেন ঘোড়া এবং আরোহীদেরকে।

" অশ্ব এবং অশ্বারোহী আমি দেখিলাম আমার দর্শনে তারা এই রকম দেখতে ছিল:

তাঁহাদের বুকপাটা অগ্নিময় ও নীল বর্ণ ও গন্ধকম,এবং অশ্বগনের মস্তক সিংহ-মস্তকের ন্যায়,ও তাহাদের মুখ হইতে অগ্নি ধূম ও গন্ধক বাহির হইতেছে।

এটা হল বর্ণনা শয়তানের অশ্ব এবং তাদের অশ্বারোহী।



তিনি আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে প্রকৃত অর্থে কোন কোন অশ্ব এবং অশ্বারোহী নয় কিন্তু তাহা ছিল শয়তানের প্রানী সমূহ।

পদ ১৮- " ঐ তিন আঘাত দ্বারা,তাহাদের মুখ হইতে নির্গত অগ্নি, ধূম ও গন্ধক দ্বারা,এক তৃতীয়াংশ মনুষ্য হত হইল"।

এখানে আমরা দেখতে পাই ০৩ আলাদা মহামারী যাহা মৃত্যু বহন করা নিয়ে আসবে।

পদ ১৯- " কেননা সেই অশ্বদের শক্তি তাহাদের মুখে ও তাহাদের লেজে,কারন তাহাদের লেজ সর্পের তুল্য এবং মস্তকবিশিষ্ট,তদ্দ্বারাই তাহারা হানি করে"।

এটা হল প্রতীকী করনের ভাষা যাহা বর্ণনা করে শয়তানের যুদ্ধ আধ্যাত্মিক রাজ্যে। শক্তি নেমে আসল তাদের মুখে, এবং লেজে। লেজ সর্পের মত। লোকেরা অত্যাচারিত হচ্ছিল এই সর্পের দ্বারা লেজের মত শয়তানের অশ্বরা হত্যা করছিল তাদের ক্ষমতার দ্বারা " তাদের মুখ দিয়ে"।

III. অনুতাপ করার অভাব ( ২০-২১ )

পদ ২০-" এই সকল আঘাতে যাহারা হত হইল না,সেই অবশিষ্ট মনুষ্যেরা আপন আপন হস্তকৃত কর্ম হইতে মন ফিরাইল না,অর্থাৎ ভূতগনের ভজনা হইতে,এবং " যে প্রতিমাগন দেখিতে বা শুনিতে বা চলিতে পারে না,সেই সকল স্বর্ণ,রৌপ,পিত্তল,প্রস্তর ও কাষ্ঠময় প্রতিমাগণের " ভজনা হইতে নিবৃত্ত হইল না"।

বাস্তবে, শয়তান প্রত্যেক প্রতিমাগনের পেছনে আছে। প্রতিমাগন হল প্রানহীন কাষ্ঠ, পাথর, অথবা ধাতু।

এই পদে তিনি ০৯ পাপের তালিকা বানিয়েছেন যাহা কিনা পরাজিত হৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

১। শয়তানের আরাধনা করা।
২। স্বর্ণ প্রতিমাকে আরাধনা করা।
৩। রৌপের প্রতিমাকে আরাধনা করা।
৪। পিত্তলের পাথরকে আরাধনা করা।
৫। কাষ্ঠকে আরাধনা করা।
৬। নরহত্যা করা।
৭। কুহক
৮। ব্যভিচার
৯। চৌর্যবৃত্তি



পদ ২১- " আর তাহারা আপন আপন নরহত্যা,আপন আপন কুহক,আপন আপন ব্যভিচার ও আপন আপন চৌর্যবৃত্তি হইতেও মন ফিরাইল না"।

জাদু শিল্পীরা অথবা মায়াবীরা জাদুকরী ঔষুধ মনোমহকের বস্তুকে ব্যবহার করত। এরা প্রাথমিক ভাবে ছিল ডাইনি এবং এদের উৎস শয়তান থেকে।

উপসংহার

আমরা তিনটি প্রধান বিষয় এই অংশ থেকে অধ্যয়ন করলাম ০৬ তূরী সম্পর্কে।

I.চার জন দূতকে ( শয়তান) মুক্ত করা হল ( ১৩-১৪ )

II.চার জন দূতের মৃত্যু ( ১৫-১৯ )

III.অনুতাপ করার অভাব ( ২০-২১ )

যীশু বলেছেন " অনুতাপ কর এবং সুসমাচারকে বিশ্বাস কর" মার্ক ১:১৫।

যীশু বলেছেন লূক ২৪:৪৬" যে বিষয়টি লেখা আছে:আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন এইরূপ লিখিত আছে যে,খ্রীষ্ট দুঃখ ভোগ করিবেন,এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিবেন,আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সর্ব জাতির কাছে প্রচারিত হইবে- যিরুশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে "।

যীশু এখানে ঘোষণা করছেন যে অনুতাপ বিনা পাপের ক্ষমা নেই।

অনুতাপ কি?

অনুতাপ হল আপনার "মনকে পরিবর্তন করা"। মন পরিবর্তন করা কিসের জন্য ?

---সেই বিষয়ের জন্য যিনি কিনা আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছেন!

আপনি ১৮০ ডিগ্রি সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে দিক পরিবর্তন করেছেন অন্য দিকে।

অনুতাপের প্রাথমিক যে কারন সেটি হল " যিনি কিনা আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছ?" আপনি অথবা খ্রীষ্ট!



একটু এই ভাবে চিন্তা করুন। আপনার হৃদয়ে একটি সিংহাসন আছে। আপনার জীবনের সিংহাসনে কে বসে আছে। আপনি অথবা খ্রীষ্ট।

পরিত্রানের পূর্বে আমরা প্রত্যেকেই বশে ছিলাম। আমরা আমাদের জীবনের সিংহাসনে ছিলাম। আমরাই মালিক ছিলাম। আমরাই ছিলাম আমাদ্বের ঈশ্বর। আমরাই রাজত্ব করতাম।

অনুতাপ বোঝায় যে খ্রীষ্টই হলেন ঈশ্বর। খ্রীষ্ট হলেন প্রভু। খ্রীষ্ট হলেন শাসনকর্তা। তিনি আমাদের পাপের জন য় মৃত্যু বরন করেছেন। তিনি কবর প্রাপ্ত হলেন। তিনি মৃত্যু থেকে উঠলেন। তিনি এখন জীবিত।

আপনি আপনার "মন পরিবর্তন" করেছেন,সেই বিষয়ের প্রতি যিনি আপনাকে পরিচালিত করতে চলেছেন। আপনি ইচ্ছুক আছেন আপনার জীবনের যে কোন পাপ বর্জন করবার জন্য। ধ্যান দিন, আপনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আপনি নিজেকে বাঁচাতে পারবেন না পাপ থেকে ফিরে আসার জন্য।

এটা ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা আপনার জীবনে আসে এবং আপনাকে পরিবর্তিত করে। কিন্তু, আপনাকে অবশ্যই ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে যে যেন তিনি আপনার হৃদয়ে এবং জীবনেতে আসেন।

এর সঙ্গে বিশ্বাসও দরকার আছে। বিশ্বাস মানে কি? এটা বিশ্বাস করার থেকেও বেশি যে, যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরেছেন, কবর প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তৃতীয় দিনে আবার উত্থাপিত হলেন। কারন শয়তান এবং মন্দ শক্তিও ইহা বিশ্বাস করে।

বিশ্বাস হল খ্রীষ্টের কাছে আপনার জীবনকে সমর্পণ করা কোন শর্ত ছাড়া এই সমর্পণ।

সুতরাং, আপনি খ্রীষ্টের কাছে ফিরে আসবেন ( অনুতাপ ) এবং সমর্পণ করার দ্বারা তাঁর কাছে যে, তিনিই আমার প্রভু এবং উদ্ধারকর্তা।

বিশ্বাসে আপনি এই মুহূর্তে অনুতাপ করতে পারেন। আপনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন এই ভাবে এবং বলুন যে তুমি আমার জীবনে আসো, এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কর আমার জীবনের দায়িত্ব তুমিই নাও চিরকালের জন্য। " অনুতাপ করুন এবং সুসমাচারকে বিশ্বাস করুন", যীশু বলেছেন।

পরিচ্ছেদ ১১
প্রকাশিত বাক্য ১০:১-১১
অন্তর্বর্তী: ঈশ্বর তাঁর নীরবতাকে ভাঙলেন

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

সূচনা

প্রথম ছয়টি তূরীর পর আমরা আবার দেখতে পাই অন্তর্বর্তী অথবা থেমে যাওয়া। অন্তর্বর্তী মানে বিরতি অথবা থেমে যাওয়া। এটা এইরকম যেন ফুটবল খেলার মত। খেলার মাঝখানে দল গুলি বিরতি নেয়।

সুতরাং ০৬ এবং ০৭ এর মধ্যে সেখানে বিরতি আছে অন্তর্বর্তীকালীন,এক বিরতি।

এই বিরতির দুটি ভাগ আছে:

অধ্যায় ১০ প্রথম অংশ।
অধ্যায় ১১ দ্বিতীয় অংশ।

আমরা অধ্যায় ১০ অধ্যয়ন করবো এই অনুশীলনে।

এই অনুশীলনে আমরা দেখতে পাই স্বর্গদূত প্রেরিত যোহনের কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বললো যে পুস্তকটি এখন ভোজন কর। তিনি তাহা করলেন এবং ইহা ছিল তিক্ত এবং মিষ্টি দুইটি মিলিয়ে। আসুন আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটি পদ গুলিকে নিয়ে।

পদ ১- " প্রেরিত যোহন আরও একটি দর্শন দেখল। এই সময়ে তিনি দেখলেন "আর এক" দূতকে। আমরা জানিনা যে "এই অন্য" দূত কে ছিল এবং এই বিষয় নিয়ে জল্পনা করারও কোন দরকার নাই। বাইবেল শুধু মাত্র বলেছে যে সেখানে " অন্য " দূত।

" পরে আমি আর এক শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম। তাঁহার পরিচ্ছদ মেঘ,তাঁহার মস্তকের উপরে মেঘধনুক, তাঁহার মুখ সূর্যতুল্য, তাঁহার চরন অগ্নিস্তম্ভতুল্য"।



এই "অন্য" দূত হল শক্তিমান। এর মানে তিনি হলেন শক্তিযুক্ত। এই দূত "স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে"।

অতএব প্রেরিত এখন তিনি পৃথিবীতে আছেন।

তাঁহার পরিচ্ছদ মেঘ,তাঁহার মস্তকের উপরে মেঘধনুক, তাঁহার মুখ সূর্যতুল্য, তাঁহার চরন অগ্নিস্তম্ভতুল্য।

এখানে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাহা খ্রীষ্টকে মহিমানিত্ব করার অনুরূপ কিন্তু এটা ছিল একজন দূত, ইনি যীশু নন। যীশু কিন্তু দূত নন। যীশু হলেন ঈশ্বর যিনি মাংসে মূর্তিমান হয়েছিলেন।

মেঘ এখানে ক্কল্পনা করা হচ্ছে যে মাধ্যম যার দ্বারা স্বর্গীয় সত্তা উপরে এবং নিচে অবতরণ করে। মেঘ সেই সঙ্গে দূতদের পরিচ্ছদ যোগাচ্ছে।

তাঁর মাথার উপরে মেঘধনুক ছিল। মেঘধনুক প্রতীকী করন যাহা কিনা দয়াসরূপ বিচারের মাঝেতেও। জল প্লাবনের পর, ঈশ্বর মেঘধনুক দিয়েছিলেন প্রতিজ্ঞার চিহ্ন হিসাবে যে তিনি জল দ্বারা আর পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন না। ( আদিপুস্তক ৯:১২-১৬)।

তাঁর মুখ দেখতে ছিল সূর্যেরতুল্য।

তাঁর চরন ছিল অগ্নিস্তম্ভতুল্য। এর অর্থ এরা স্থিতিশীল এবং দৃঢ় ছিল।

পদ ২- ছোট্ট পাণ্ডুলিপি যাহা ছোট্ট পুস্তক। এই ছোট্ট পুস্তকটি খোলা হল এবং এর বিষয় বস্তু লুকানো ছিল না, পদটি এখানে চিহ্নিত করেনি পুস্তকটিকে ।

" এবং তাঁহার হস্তে খোলা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল। তিনি সমুদ্রে দক্ষিণ চরণ ও স্থলে বাম চরণ রাখিলেন"।

" তিনি পরিকল্পনা করলেন যে সমুদ্রে দক্ষিণ চরণ ও স্থলে বাম চরণ রাখিলেন"।

এর অর্থ যে সমাচার ছিল তাহা সমগ্র জগতের জন্য।



পদ ৩- লক্ষ্য ছিল দূতের রবের দিকে কিন্তু এটা সেই রকম ছিলনা যেন পশুর মত এই রকম। উদ্দেশ্য ছিল কন্ঠস্বরের দিকে। সিংহের যে গর্জন ছিল তাহা অত্যন্ত শক্তিশালী আক্ষরিক অর্থে সত্যিই যেন ভয়েতে কেউ মারা যাবে,ইহা ছিল ভীতি জনক!

" এবং সিংহগর্জনের ন্যায় হুঙ্কারশব্দে চিৎকার করিলেন" ।

সে কথা কহিল তাঁর মহিমার ন্যায়, শক্তি এবং ক্ষমতায়।

" যখন সে হুঙ্কার করলো, ০৭ তূরীর আওয়াজ যেন কথা কহিল"।

পদ ৪- এটা ছিল সাধারন কিন্তু সহানুভূতিশীল আদেশ। তিনি মুদ্রাঙ্কিত করছিলেন যে ০৭ তূরী কি বলছিলেন এবং তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি যে কিছু লেখার জন্য যাহা তিনি দেখলেন। আমাদের কে জানানো হয়নি কেন বিষয়টির সম্পর্কে। এটা হতে পারে দয়াবান ঈশ্বর তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিলেন যেন আর কোন বিচার নেমে না আসে।

" সেই ০৭ মেঘধ্বনি কথা কহিলে আমি লিখিতে উদ্যত হইলাম, আর স্বর্গ হইতে এই বানী শুনিলাম,ঐ ০৭ মেঘধ্বনি যাহা কহিল ,তাহা মুদ্রাঙ্কিত কর, লিখিও না"।

পদ ৫- দূত তাঁর দক্ষিণ হস্ত উঠাইলেন স্বর্গের দিকে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সমগ্র জগতের উপরে।

" পরে সেই দূত, যাঁহাকে আমি সমুদ্রের উপরে ও স্থলের উপরে দাঁড়াইতে দেখিয়া ছিলাম, তিনি স্বর্গের প্রতি আপন দক্ষিণ হস্ত উঠাইলেন"।

পদ ৬- দূত শপথ নিল জীবিত সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বরের নামে যিনি অনন্ত কালীন এবং সার্বভৌম।

" আর যিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত,যিনি আকাশ ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকলের এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার নামে শপথ করিলেন, আর বিলম্ব হইবে না"।

সে বলছে যে শেষ সময় এসে গেছে। আর বিলম্ব হইবে না! সে ঘোষণা করছে যে সময় সমাপ্ত হতে চলেছে এবং অনন্ত কাল শুরু হচ্ছে। পবিত্র গনের প্রার্থনা উত্তরে পরিণত হতে চলেছে।

ঈশ্বর আরও তাঁর গুপ্ত রহস্যকে প্রকাশ করবেন।



পদ ৭- ঈশ্বরের গুপ্ত রহস্যের বিষয় কি? তিনি বলেছেন গুপ্ত রহস্য প্রতিষ্ঠিত হবে যেমন করে তিনি ভাববাদীদেরকে বলেছিলেন।

" কিন্তু সপ্তম দূতের ধবনির দিনসমূহে,যখন তিনি তূরী বাজাইতে উদ্যত হইবেন,তখন ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ব সমাপ্ত হইবে, যেমন তিনি আপন দাস ভাববাদীগনকে এই মঙ্গল বার্তা জানাইয়াছিলেন"।

" ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, যেমন তিনি আপন দাস ভাববাদীগনকে এই মঙ্গল বার্তা জানাইয়াছিলেন'।

সেখানে আর বিলম্ব হবে না। ০৭ তূরীর আওয়াজ শুধু একটা ঘটনার জন্য নয়। এই ০৭ তূরী যুক্ত হবে ৭ বাটির বিচারেতেও ( ১৬:১- ২০ ) যাহা আমরা অধ্যয়ন করতে চলেছি।

এই বিষয়টি হবে অন্তিম বিচার বাবিলের জন্য।

"ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে"

"নিগূঢ়তত্ব" শব্দের মানে এই নয় যে কিছু "গোপন" করা। নিগূঢ়তত্ব যাহা ঈশ্বরের স্বর্গীয় উদ্দেশ্য মানুষের জন্য প্রকাশিত করছে।

"ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ব" এর মানে " সাঁতরে যাওয়া" সব কিছুতেই খ্রীষ্টের জন্য,সমস্তই স্বর্গস্থ এবং সমস্ত পৃথিবীস্থ " ( ইফিষীয় ১:১০)।

অন্য কথায় ০৭ তূরী প্রকাশ করবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য মানুষের জন্য এবং অন্তিম সময়ের জন্য।

'ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ব" এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা মানব জাতিকে পাপ এবং শয়তানের হাত হইতে। এটা সংযুক্ত আছে দুষ্টদের প্রতি বিচার এবং তাঁর লোকেদের পরিত্রানের সঙ্গে।

তিনি তাঁর উদ্ধারের উদ্দেশ্য প্রকাশ করবেন মানব জাতির প্রতি, তাঁর বিচার দুষ্টদের প্রতি, যেমন করে তিনি "ঘোষনা" করে ছিলেন ভাববাদীদিগের কাছে। ভাববাদীরাই ছিল পুরাতন এবং নূতন নিয়মে মুখ্য অংশ যাদের দ্বারা ঈশ্বর কথা বলেছিলেন।



পদ ৮- যে কন্ঠস্বর যোহনকে বলেছিল কিছু লিখবে না তুমি যাহা দেখলে ছোট্ট পুস্তিকাটিতে এখন তাঁকে বলা হচ্ছে " যাও, পুস্তিকাটিকে নেও যেটি খোলা আছে দূতের হাতেতে আছে:::

" পরে স্বর্গ হইতে যে বানী শুনিয়াছিলাম,তাহা আমার সহিত আবার আলাপ করিয়া কহিল,যাও,সমূদের ও স্থলের উপরে দণ্ডায়মান ঐ দূতের হস্ত হইতে সেই খোলা পুস্তকখানি লও"।

এটি ০৩ বার দূতকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সমুদ্রে এবং স্থলে।

পদ ৯- যোহনকে এখন বলা হল ছোট্ট পুস্তিকাটিকে ভোজন কর ( পাণ্ডুলিপি )। এটা প্রতীকী রূপে বলা হচ্ছে যে যোহন এখন আত্মীকরন ছোট্ট পুস্তিকাটির মধ্যে যে বার্তা রয়েছে। তিনি প্রচারের বার্তা চিরস্থায়ী করেছেন এবং তাহা তাঁর হৃদয়ে বাস করছে।

" তখন আমি সেই দূতের নিকটে গিয়া তাঁহাকে কহিলাম,ঐ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আমাকে দিউন। তিনি আমাকে কহিলেন,লও,

খাইয়া ফেল, ইহা তোমার উদরকে তিক্ত করিয়া তুলিবে,কিন্তু তোমার মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিবে"।

পদ ১০- " তখন আমি দূতের হস্ত হইতে সেই ক্ষুদ্র পুস্তক গ্রহন করিয়া খাইয়া ফেলিলাম,তাহা মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিল, কিন্তু খাইয়া ফেলিলে পর আমার উদর তিক্ত বোধ হইল"।

পুস্তিকা ভোজন করার প্রতীকীকরনের বার্তা হল পরিত্রান এবং বিচার উভয়ই। ঈশ্বরের বাক্যের বার্তা তাহা উভয়ই পরিত্রাণ এবং বিচারের জন্য।

সুসমাচারের বার্তা মিষ্টতার মত। বিচারের বার্তা হয় তিক্ততা সরূপ।

পদ ১১- আমাদেরকে অবশ্যই ঘোষনা করতে হবে প্রেমের,ক্ষমার, দয়ার এবং পরিত্রানের বিষয়কে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের কে ঘোষণা করতে হবে যে একদিন আসবে সেই দিন প্রায়শ্চিত্তের দিন। সেখানে বিচারের দিনও থাকবে।

" পরে তাঁহারা আমাকে কহিলেন,অনেক প্রজাবৃন্দের ও জাতির ও ভাষার ও রাজার বিষয়ে তোমাকে আবার ভাববানী বলিতে হইবে"।



উপসংহার

প্রশ্ন হল এইরকম।

আপনি কি বিচারের দিনের জন্য প্রস্তুত? যদি খ্রীষ্ট আপনার জীবনে বাস করছেন তাহলে আপনি নিশ্চত হন যে আপনার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং খ্রীষ্ট ইতিপূর্বে আপনাকে বিচার করেছেন মূল্য চুকিয়েছেন আপনার পাপের জন্য যখন তিনি ক্রুশের উপর আপনার জন্য মৃত্যু বরন করেছেন।

যদি না করেছেন তাহলে এই মুহূর্তে বিশ্বাসে প্রার্থনা করুন এবং আপনার জীবন খ্রিষ্টের কাছে দিন। তিনি আপনার পাপের জন্য মৃত্যু বরন করেছেন, তিনি কবর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি মৃত্যুর তিন দিন পর আবার উথেছিলে। তিনি এই মুহূর্তে জীবিত এবং তিনি আপনার হৃদয়ে আসতে চান।

০৭ তূরীর দিন প্রায় শুরু হতে চলেছে। এই যে সময় আসছে সেটা হবে ঈশ্বরের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে নেমে আসবে।

ধ্যান রাখুন এর তৎপরতাকে: আপনাকে অবশ্যই ভবিষ্যৎ বানী করতে হবে ------

এই বিচারের ভবিষ্যৎ বানী **অনেক** লোকেদের এবং জাতির জন্য। এটি সমগ্র জগতের জন্য। পরের ভবিষ্যৎ বানী

সংযুক্ত আছে ঈশ্বরের রাজ্য আসতে চলেছে।



পরিচ্ছেদ ১২
প্রকাশিত বাক্য ১১:১-১৪
দুই জন সাক্ষী

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

সূচনা

অধ্যায় ১০ এবং ১১ হল অন্তর্বর্তী এবং থেমে যাওয়ার বিষয় ছিল ০৬ এবং ০৭ তূরীর মধ্যে। অন্তর্বর্তী মানে বিরতি নেওয়া। এটা একরকম ফুটবল খেলার মত জেখনে খেলার মাঝখানে বিরতি দেওয়া হয়।

আমরা অধ্যায় ১০ প্রথম অংশ অধ্যয়ন করেছি তাহা অন্তর্বর্তীর সময়। সেই সময়ে আমরা অধ্যয়ন করেছি এই বিষয় সম্পর্কে যে প্রেরিত যোহন ক্ষুদ্র পুস্তকটিকে ভোজন করছেন যার স্বাদ ছিল তিক্ত এবং মিষ্ট উভয়ই।

অধ্যায় ১১ হল দ্বিতীয় অংশ অন্তর্বর্তীর সময় কালের। এই অধ্যায়ে যোহন তিনি মন্দিরের পরিমান করবেন যাতে করে বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করা যায়,যখন খ্রীষ্ট - বিরোধীরা আসবে সেই চিত্র যার কারন হবে ধংস এবং মৃত্যু।

যখন তাদের লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে যাবে তখন খ্রীষ্ট – বিরোধীরা ( জন্তু) বাহির হয়ে আসবে অতল গহ্বর থেকে এই দুই জন

সাক্ষীকে মেরে ফেলবে। এরা পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে এবং ৩ ১/২ দিনের পর তাদেরকে স্বর্গেতে নিয়ে যাওয়া হবে।



আমরা অধ্যয়ন করবো এই আটটি বিষয় নিয়ে যাহা ঈশ্বর যে সুরক্ষা প্রদান করবেন :

I. মন্দির পরিমান করা হল ( ১-২ )

II. দুই জন সাক্ষী-তাদের শক্তি এবং প্রচার ( ৩-৪ )

III.তাদের সুরক্ষা ( ৫ )

IV.তাদের শক্তি ( ৬)

V.তাদের মৃত্যু ( ৭-১০ )

VI.তাদের পুনরুত্থান এবং আরোহণ ( ১১-১২ )

VII. মহা ভূমিকম্প ( ১৩ )

VIII.তৃতীয় সন্তাপ ( ১৪ )

আসুন প্রত্যেক কে অধ্যয়ন করি।

I. মন্দির পরিমান করা হল ( ১-২ )

পদ ১- প্রকাশিত বাক্যে কয়েকবার প্রেরিত যোহন প্রবেশ করেছেন কাজের জন্য। এটি সেই রকম একটি সময়।

" পরে যষ্টির ন্যায় এক নল আমাকে দত্ত হইল, একজন কহিলেন,উঠ, ঈশ্বরের মন্দির যজ্ঞবেদি ও যাহারা তাহার মধ্যে ভজনা করে,তাহাদিগকে পরিমান কর"।

তাঁকে একটা নল দেওয়া হল। এই নল জর্ডন উপত্যকাতে পোতা হয়েছিল এবং সেখানে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এর উচ্চতা ৫ মিটার।

এর যে সরু দণ্ড সেটা ব্যবহৃত হতে পারে হাঁটার জন্য যে লাঠির প্রয়োজন এবং কোন কিছু পরিমান করার জন্য এইটি একটি অনবদ্য হবে মাপকাঠি হিসাবে।



যোহন কে বলা হল যাও এবং পরিমান কর " ঈশ্বরের মন্দির ও যজ্ঞ বেদি"।

সেই সঙ্গে তাঁকে এও বলা হল " যারা ভজনা করছে তাদেরকে পরিমান কর"।

মন্দিরের দুটি অংশ ছিল: " ভিতরের প্রাঙ্গন" এবং বাহিরের প্রাঙ্গন"।

ভিতরের প্রাঙ্গন

যোহন কেবলমাত্র পরিমান করলো ভিতরের প্রাঙ্গন। ভিতরের মন্দিরে ছিল ঘর এবং ভিতরে ছিল পবিত্র এবং মহা পবিত্র স্থান।

এখানে সীমানা করা ছিল ০৩ টি প্রাঙ্গনের :

ক- যাযকদের প্রাঙ্গন যাহা ছিল যজ্ঞ বেদি এবং হোম বলির জায়গা। শুধু যাযকের যাওয়ার সেখানে অনুমতি ছিল।

খ- ইসরায়েলদের প্রাঙ্গন:

গ- মহিলাদের প্রাঙ্গন

প্রাঙ্গন গুলি সেই জায়গা যেখানে যিহুদী লোকেরা একসঙ্গে মিলিত হত আরাধনার জন্য।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেউ একজন স্বর্গীয় ক্ষমতা যোহনকে দিচ্ছে মাপকাঠি যষ্টির মত এবং তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছে যে উঠ এবং ঈশ্বরের মন্দির পরিমান কর, যজ্ঞ বেদি, যাহারা সেখানে ভজনা করে ( পদ ১ )।

বেদি যেখানে বলিদান দগ্ধ করার জন্য চিহ্নিত করা ছিল তাহা প্রাঙ্গনের বাহিরে এবং ভিতরের পবিত্র স্থানের জন্য প্রাঙ্গন ছিল।

যোহন মন্দির পরিমান করছে এর প্রতীকী করন করে তিনি চিহ্নিত করছিলেন যারা যিহুদী বিশ্বাসীদের অবশিষ্টদের ঈশ্বরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিচার হইতে।

বাহিরের প্রাঙ্গন

পদ ২- বাহিরের প্রাঙ্গন ছিল পরজাতীদের জন্য। পরজাতীদের অনুমতি ছিল না ভিতরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করার জন্য। যদি তারা প্রবেশ করত তাদেরকে প্রয়োজনে মৃত্যুতে পড়তে হত।

৮১

যোহনকে বলা হয়েছিল বাহিরের প্রাঙ্গন পরিমাণ যেন না করে।

" কিন্তু মন্দিরের বহিঃস্থিত প্রাঙ্গন বাদ দেও,তাহা পরিমান করিও না,কারন তাহা জাতিগনকে দত্ত হইয়াছে, বিয়াল্লিশ মাস পর্যন্ত তাহারা পবিত্র নগরকে পদতলে দলন করিবে"।

কেন বাহিরের প্রাঙ্গণকে পরিমান করবে না?

এর " কারনটা ছিল এই স্থানটা পরজাতিদের জন্য দেওয়া হয়েছিল। তারা পবিত্র নগরকে ৪২ মাস ধরে পদতলে দলিত করবে"।

বাহিরের প্রাঙ্গন সুরক্ষিত ছিল না। ইহা জাতি গুলোর দ্বারা পদতলে দলিত হইবে।

এটা পরজাতিদের জন্য এক বিধ্বংসী সময় হবে। এই সময়টা হবে ধবংসের এবং নিপীড়নের সময়। এটা সেই সময় যখন খ্রীষ্ট-বিরোধীরা রাজত্ব করবে তার শয়তান দলকে নিয়ে।

বাহিরের প্রাঙ্গন এবং জেরুশালেম শহর উভয়ই পদদলিত হবে জাতি গুলির দ্বারা। তারা স্বর্গীয় বিচারের নিচে আসবে কেননা তারা ঈশ্বরের কাছে থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

এটা চলবে ৪২ মাস ধরে।

কিন্তু, খ্রীষ্ট-বিরোধীদের দ্বারা ধ্বংসের মধ্যেও ঈশ্বর যিহুদীদেরকে রক্ষা করবেন,ঈশ্বর পরিমান করবেন ইসরায়েলদেরকে রক্ষা করার জন্য,সংরক্ষণ করে সুরক্ষিত রাখবেন অন্য জাতি হইতে। এর মানে এরা সুরক্ষিত থাকিবে ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রতিফল হইতে।

বাহিরের প্রাঙ্গন পরিমান থেকে বাদ দেওয়া হল এবং ছেড়ে দেওয়া হল, পবিত্র শহরের সঙ্গে,যেন জাতিগুলো পদতলে দলিত করে বিয়াল্লিশ মাস ধরে।

গ্রীক যে শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে "মন্দির" তাহা বর্ণনা করা হয়েছে ভিতরের প্রাঙ্গন, সম্পূর্ণ মন্দিররূপে,যাহা পার্থক্য ছিল বাহিরের প্রাঙ্গণের সঙ্গে, যে প্রাঙ্গন ছিল পরজাতিদের জন্য।

কিছু পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে মন্দির হল মণ্ডলী, অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে ঈশ্বরের পবিত্র স্থান ( ১ করিন্থীয় ৩:১৬, ২ করিন্থীয় ৬:১৬, সফনিয় ২:২১ )।

অন্য বাইবেলের পণ্ডিতরা বিশ্বাস করে যে পরিমান করার যে প্রতীকীকরন মন্দিরকে নিয়ে এটা আকার আয়তনের সঙ্গে কিছু নয় কিন্তু এটা ছিল সংরক্ষণ এবং যিহুদী লোকেদেরকে রক্ষা করা। এটা ছিল প্রতীকীকরনের একটা কার্যকরীতা।

ইহা চলবে ৪২ মাস ধরে। " তারা পবিত্র শহর পদ তলে দলিত করবে ৪২ মাস ধরে"।

৪২ মাস হয়তো আক্ষরিক অর্থে নয় কিন্তু এই সময় সীমা তা প্রতিনিধিত্ব করছে শয়তানের শক্তিকে সমগ্র জগতে এবং সম্ভবত অন্তিম দিনের খ্রীষ্ট-বিরোধীতা।

"চল্লিশ-দুই মাস" এর সমতুল্য হল ১২৬০ দিন অথবা তিন এবং আরও অর্ধেক বছর। "এটা বোঝায় ভগ্ন, বিশৃঙ্খলা,যন্ত্রণার সময় অল্পতর কিন্তু অনন্তকালীন সময়।

II. দুই জন সাক্ষী-তাদের শক্তি এবং প্রচার ( ৩-৪ )

পদ ৩- কোন সতর্কতা ছাড়াই" আমার দুই জন সাক্ষী" আবির্ভাব হবে দৃশ্যের মধ্যে। এরা ভবিষ্যৎ বানী করবে ১২৬০ দিন ধরে।

"আর আমি আপনার দুই সাক্ষীকে কার্য দিব,তাঁহারা চট পরিহিত হইয়া এক সহস্র দুই শত ষাট দিন পর্যন্ত ভাববানী বলিবেন"।

এখানে পরামর্শ দেওয়ার জন্য কোন কমতি নেই এই দুই সাক্ষী যারা ছিলেন। কেউ এই বিষয়ে জানে না এবং নিশ্চত নয়।

তারা প্রকৃত ভাবেই সাক্ষী ছিলেন। হতে পারে আক্ষরিক অর্থে এরা দুই জন মানুষ ছিল অথবা হতে পারে এটা কোন প্রতীকী হিসাবে বলা হচ্ছে ( সংখ্যা গত ) মণ্ডলীর অংশী হিসাবে।

তাদের কে বলা হচ্ছে " সাক্ষী" তারা প্রতিনিধিত্ব করছে যে মণ্ডলীর এক স্বর্গীয় দায়িত্ব খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য বহন করা মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

জেরুশালেম পদতলে দলিত হবে জাতিগুলির দ্বারা ৪২ মাস ধরে। ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে পরিত্যক্ত হতে দেবেন না। তিনি ০২ সাক্ষীকে পাঠাবেন যেন ঈশ্বরের বাক্যকে প্রচার করতে পারে। এটা হতে পারে ০২ সাক্ষী প্রতিনিধিত্ব করবে সাক্ষী হিসাবে মণ্ডলীর এবং ইসরায়েলের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সমগ্র সময়ের জন্য।

তাঁরা ভবিষ্যৎ বানী করবে ১,২৬০ দিনের জন্য।

৩ ১/২ এই বছর গুলি হবে ক্লেশের সময়সীমা।

বস্ত্র চটপরিহিত----

এটি ভাববাদীদের চলিত পোশাক ----( ২ রাজাবলি ১:৮, যিশাইয় ২০: ২,সখরিয় ১৩: ৪ )।

পদ ৪- সেখানে দুটি জলপাই বৃক্ষ এবং দুটি দীপবৃক্ষ প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল।

" তাঁহারা সেই দুই জলপাইবৃক্ষ ও দুই দীপবৃক্ষস্বরূপ,যাঁহারা পৃথিবীর প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন"।

" দীপবৃক্ষের" পাশে " জলপাই বৃক্ষ", প্রতীকীকরন নেওয়া হয়েছে সখরিয় ৪: ১৩।

দয়া করে এই অংশটি বার করে পড়ুন।

দীপবৃক্ষ প্রতিনিধিত্ব করছে জ্যোতিকে এবং জলপাই বৃক্ষ থেকে যে তৈল তাহা জ্বালানী রূপে যোগান দিচ্ছে যেন জ্যোতি অনন্ত কালের জন্য উজ্জ্বল হয়ে থাকতে পারে।

তাঁরা যোহনের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল " নিশ্চিতকরন করা স্বর্গীয় অধিকার দিয়ে এই দুই জন সাক্ষীকে এবং তাঁরা যে ভবিষ্যৎ বানী উচ্চারন করত তার উৎস হিসাবে।

এটা ঈশ্বর যিনি তাদেরকে অধিকার এবং শক্তি দিয়েছিলেন।



III.তাদের সুরক্ষা ( ৫ )

পদ ৫- কেউ এই ০২ সাক্ষীকে ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ তাঁরা মিশনের কাজের মধ্যে আছে। সব প্রচেষ্টা ০২ সাক্ষীকে আঘাত করার জন্য ছিল তাহা তাদের নিজেদেরকে পরিচালনা করবে ধ্বংসের দিকে।

" আর যদি কেহ তাঁহাদের হানি করিতে চায়, তবে তাঁহাদের মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইয়া তাঁহাদের শত্রুগনকে গ্রাস করিবে, যদি কেহ তাঁহাদের হানি করতে চায়,তবে সেইরূপে তাহাকে হত হইতে হইবে"।

শুধু একজন নয় যে কেহ তাদের জীবন খ্রীষ্টকে দিয়েছে কখনও তাহা তাঁরা হারাবে না।
( এটা সুরক্ষার প্রতীকীকরন সরূপ )।

IV. তাদের শক্তি ( ৬)

পদ ৬- এই দুই সাক্ষীর কাছে থাকবে মহান ক্ষমতা। তাঁরা জলকে রক্তে পরিণত করতে পারবে। তাঁরা যখনই মনে করবে তখনই পৃথিবীকে স্তব্ধ করে দেবে সমস্ত প্রকার মহামারীর দ্বারা।

" আকাশ রুদ্ধ করিতে তাঁদের ক্ষমতা আছে, যেন তাঁহাদের ভাববানী কথনের সমস্ত দিন বৃষ্টি না হয়"।

"এবং জল রক্ত করিবার জন্য, জলের উপরে ক্ষমতা, এবং যত বার ইচ্ছা করেন পৃথিবীকে সমস্ত আঘাতে আঘাত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে"।

V. তাদের মৃত্যু ( ৭-১০ )

পদ ৭- এই স্থানে প্রথমবার উল্লেখ করা হয়েছে জন্তু ( খ্রীষ্ট- বিরোধী)।

অগাধ লোক

অগাধ লোক " অতল গহ্বর" ছিল উৎসের জায়গা মহামারীর জন্য ০৫ এবং ০৬ তূরীতে। পশু হল শয়তানের উৎসগত শক্তি, এবং সে তার ক্ষমতা পায় শয়তানদের রাজ্য থেকে।

" তাঁহারা আপনাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করিলে পর, অগাধলোক হইতে যে পশু উঠিবে, সে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, আর তাঁহাদিগকে জয় করিয়া বধ করিবে"।



যখন ০২ সাক্ষী তাঁদের মিশন সমাপ্ত করিবে, তখন পশু অতল গহ্বর থেকে আসবে এবং তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করবে। সে জয় প্রাপ্ত হবে এবং তাঁদেরকে মেরে ফেলবে।

পশু দৃশ্যের মধ্যে এসে যায়। সে সাধারন ভাবে বলবে আমি অগাধ লোক থেকে আরোহণ করে এসেছ,ইঙ্গিত করবে যে তার উৎস এবং শক্তি শয়তান হইতে।

যীশু পূর্বাভাস দিয়েছিলেন "বিধ্বংসী অপবিত্র " আসিতেছে ( দয়া করে পড়ুন: মার্ক ১৩:১৪, মথি ২৪:১৫ )।

এটা হবে বিধ্বংসী " যদি প্রভু এই দিনগুলিকে সংক্ষিপ্ত না করেন, তাহলে কোন মানুষ রক্ষা পাবে না"। ( মার্ক ১৩:২০)।

খ্রীষ্ট-বিরোধীরা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে কলুষিত করিবে এবং মানুষ দাবী করবে তার চরম ক্ষমতাকে নিজের জন্য। পড়ুন: ২ থিষলনীকীয় ২:৩-৪ )।

সে নিজেকে নিজের গরিমার বিষয়কে বিরোধীতা করবে বরঞ্চ চেষ্টা করবে ঈশ্বরকে কি করে সিংহাসনচ্যুত করা যায় যার মধ্যে দিয়ে সে নিজে হবে চরম সার্বভৌম একজন।

সে শয়তানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে। তার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে কি করে লোকেদেরকে খ্রীষ্টের কাছে থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়।

পদ ৮- দেখুন যাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল তাঁদের কি হল।

" আর তাঁহাদের শব সেই মহানগরের চকে পড়িয়া থাকিবে, যে নগরকে আত্মিকভাবে সদোম ও মিশর বলে, আবার যেখানে তাঁহাদের প্রভু ক্রুশারোপিত হইয়াছিলেন " ।

মহান নগর

এটি সাধারনত হয়তো পবিত্র নগর জেরুশালেমকে উল্লেখ করছে। এই সেই জায়গা মন্দিরের "বাহিরের প্রাঙ্গন" এর অংশ । জেরুশালেম ছিল সেই জায়গা যেখানে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।

প্রেরিত যোহন দেখতে পাচ্ছেন পশুর দ্বারা শাসন ( খ্রীষ্ট- বিরোধী ) এমনকি জেরুশালেমও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।

জেরুশালেমে কি ঘটেছিল?

খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বে,যীশু পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন যে জেরুশালেম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।



যথাযথ ভাবেই ইহা হটেছিল। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৩৫ বছর পর রোমীয় জেনারেল ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর, তীমথি, এই শহরে আসলেন তখন ইহা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

জেরুশালেমকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যিহুদীদের  কেন্দ্র স্থল হিসাবে।

যাইহোক ,পশু ( খ্রীষ্ট-বিরোধী) প্রতিষ্ঠিত করবে তার সার্ব ভৌমত্য রাজধানীর শহরে তার সাম্রাজ্যেকে এবং তাহা বিস্তার লাভ করবে জেরুশালেম পর্যন্ত। এখানে এটা প্রতিনিধিত্ব করে যিহুদীদের অস্তিত্বকে পুনর্গঠন করে বসবাস করার জন্য।

এটা এই ভাবে বর্ণনা করে যেন " সদোম" মূল কারন এর দুষ্টতা এবং পাপ, "মিশর" নিষ্ঠুরতা এবং এর বন্দিত্ব, এবং শহর “ যেখানে আমাদের প্রভু ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন”। খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান ছিল এই জগতে সবথেকে বড় পাপ।

"সদোম এবং মিশর" প্রতীকীকরন যাহা শত্রুতা করে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে।

সদোম হল দুষ্টতার প্রতীক এটা যিহুদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই দিনে যখন সে ঈশ্বর কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। ( পড়ুন: দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩২,যিশাইয় ১:৯), যিহিস্কেল ১৬:৪৬,৪৯,৫৫,যিরমিয় ২৩:১৪)।

মিশর কখনই প্রতিনিধিত্ব করেনি ঈশ্বরের লোক বলে পুরাতন নিয়মে।

এটা হতে পারে শহরের পরিচিতি অনুযায়ী এই শহর নামাঙ্কিত ছিল " পৃথিবীর শহর " যেহেতু বিরোধিতা করা হয়েছিল " স্বর্গীয় শহর এবং কেউ নয় পৃথিবীর শহর এর কথা বলছে:

এই চিন্তা অনুযায়ী, আমরা নির্দিষ্ট ভৌগলিক কোন জায়গাকে খুঁজছি না। যোহন এখানে যে কথা বলছে তার সারমর্ম হল ঈশ্বর বিহীন প্রতিকূল জগতকে। এই শহরগুলি প্রতিনিধিত্ব করে সমগ্র মানুষের যারা এই ধরনের অপব্যবহারকে অংশ করে নেয়।

পদ ৯- " ৩ ১/২ দিন মানুষ সমস্ত লোক হইতে, বংশ,ভাষা এবং জাতি শব তাদের শব দেখিবে কিন্তু কবর দিতে প্রত্যাখ্যান করবে।

তাঁদের মৃত দেহ পড়ে থাকবে কবর না দেওয়া অবস্থায় এবং খোলা থাকবে,চরমতম অপমান গ্রস্ত করবে বহুপ্রাচীন কালকে।



পদ ১০- ০২ জন সাক্ষীর বার্তা প্রাথমিক ভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল যিহুদীদের কাছে, তাঁদের বার্তা সংযুক্ত করন করা হয়েছে তীব্র তিরস্কার পৌত্তলিক জগতের এবং তাদেরকে দোষযুক্ত করা তাদের দুষ্টতার ক্রিয়া কলাপের জন্য।

সুতরাং, পৌত্তলিক আনন্দ করতে লাগল ০২ সাক্ষীর মৃত্যুতে এবং উপঢৌকোন পাঠাতে লাগলো একজন অন্যের কাছে তাদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ সরূপ।

"আর পৃথিবী- নিবাসীরা তাঁহাদের বিষয়ে আনন্দিত হইবে, আমোদ-প্রমোদ করিবে, ও পরস্পর উপঢৌকোন পাঠাইবে,কেননা এই দুই ভাববাদী পৃথিবী- নিবাসীকে যন্ত্রণা দিত"।

VI. তাদের পুনরুত্থান এবং আরোহণ ( ১১-১২ )

পদ ১১- সাড়ে তিন দিন পর গত হইলে, ( এটা হল এক প্রতীকীকরন সংখ্যা মনোনীত করা হয়েছে শয়তানের বিপর্যয়" )
ঈশ্বর উঠবেন এবং মৃত সাক্ষীদেরকে উঠাবেন স্বর্গীয় শরীরে ( পদ ১১-১২ )।

'' পরে সে সাড়ে তিন দিন গত হইলে,ঈশ্বর হইতে জীবনের নিঃশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল,তাহাতে তাঁহারা চরনে

ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং যাহারা তাঁহাদিগকে দেখিল,তাঁহারা অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল''।

পদ ১২- ০২ সাক্ষী তাঁরা রুপান্তরিত হল স্বর্গীয় শরীরে। এরা ছিল সত্যিকারের ভাববাদী ঈশ্বর দ্বারা শক্তিযুক্ত করা হয়েছিল।

'' পরে তাঁহারা শুনিলেন,স্বর্গ হইতে তাঁহাদের প্রতি এই উচ্চ রব হইতেছে, এই স্থানে উঠিয়া আইস, তখন মেঘযোগে স্বর্গে উঠিয়া গেলেন,এবং তাঁহাদের শত্রুগন তাঁহাদিগকে দেখিল''।

VII. মহা ভূমিকম্প ( ১৩ )

পদ ১৩- সেখানে এক মহা ভূমিকম্প হল। এই ঘটমান বিষয়ের সঙ্গে শক্তিযুক্ত বিপর্যয় সংযুক্ত হল, যাহা প্রকাশ করে খ্রীষ্ট আসিতেছেন এবং বিচারের অন্তিম সময় উপস্থিত হইল।

'' সেই দণ্ডে মহা ভূমিকম্প হিওল,তাহাতে নগরের এক দশমাংশ পতিত হইল, সেই ভূমিকম্পে সপ্ত সহস্র মনুষ্য হত হইল,এবং অবশিষ্ট সকলে ভীত হইল,ও স্বর্গের ঈশ্বরের গৌরব করিল''।



যোহনের দর্শনে তিনি দেখলেন ০২ সাক্ষীর মৃত্যু এবং আরোহণ যার সঙ্গে ছিল মহা ভূমিকম্প।

সেখানে ৭,০০০ লোক মৃত্যু বরন করলো যাহা প্রতিনিধিত্ব করছে প্রায় ১/১০ এক দশমাংশ জনসংখ্যা জেরুশালেমের।

এর যে ফলাফল হবে যিহুদী হইতে যারা ধর্মান্তঃকরন হয়েছিল বেঁচে থাকবে সেই সঙ্গে অন্য কোন ব্যক্তি যে কিনা জেরুশালেমে থাকবে সেই ভূমিকম্পের সময়।

তাঁরা ঈশ্বরকে গৌরব দিয়েছিল

এটা পরামর্শ দেয় অনুতাপ করার জন্য। কারন, অন্তিম সময়ে অনেক যিহুদী তাদের পাপের কারনে অনুতপ্ত হবে এবং একজন সত্য ঈশ্বরকে গৌরব দেবে।

VIII.তৃতীয় সন্তাপ (১৪)

পদ ১৪ ''দ্বিতীয় সন্তাপ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তৃতীয় সন্তাপ আসছে''

শেষ তিনটি তূরীর দ্বারা মহামারী সৃষ্টি করবে এই ০৩ সন্তাপ।
প্রথম দুটি সন্তাপ ৫ এবং ৬ তূরী। তৃতীয় সন্তাপ আসতে চলেছে ০৭ তূরীতে।

উপসংহার

আমরা শিখতে পারলাম এই বিষয় গুলি ঈশ্বরের সুরক্ষা তাঁর লোকেরদের জন্য ঈশ্বরের স্বর্গীয় ক্রোধ হইতে:

আমাদেরকে এই বিষয় গুলি অধ্যয়ন করার প্রয়োজন আছে ঈশ্বরের সুরক্ষার জন্য:

I. মন্দির পরিমান করা হল ( ১-২ )

II. দুই জন সাক্ষী-তাদের শক্তি এবং প্রচার ( ৩-৪ )

III.তাদের সুরক্ষা ( ৫ )

IV.তাদের শক্তি ( ৬)



V.তাদের মৃত্যু ( ৭-১০ )

VI.তাদের পুনরুত্থান এবং আরোহণ ( ১১-১২ )

VII. মহা ভূমিকম্প ( ১৩ )

VIII.তৃতীয় সন্তাপ ( ১৪ )

এখন সমাপ্ত হচ্ছে তাঁর অন্তর্বর্তী দূতদের সম্পর্কে এবং ক্ষুদ্র পুস্তিকার বিষয়ে, মন্দিরের পরিমান এবং সাক্ষীদের পরিচর্যা,যোহন ধরে নিয়েছিল সারসংকলনের পরম্পরা তূরী বিন্নিত হচ্ছে।

সপ্তম তূরীর সময়টা কিন্তু অন্তিম নয়। ০৭ তূরীর আবির্ভাব হবে অন্তিম কালের সময়ে ( ৯:৭)। যাহা আমরা অধ্যয়ন করবো।

০৭ তূরী নিয়ে আসবে ০৭ বাটির বিচার ঈশ্বরের ক্রোধের।

পরিচ্ছেদ ১৩
প্রকাশিত ১১:১৫-১৯
০৭ তূরী

( ধ্যান রাখুন: যদি আপনি এই অধ্যয়ন কোন দলের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি মন্তব্যটি পড়ুন প্রত্যেকটি পদের আগে। কাউকে বলুন পদটি পড়ার জন্য। এরপর আপনি মন্তব্যটি পড়ুন পদটি পড়ার পর। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করুন কোন মন্তব্য আছে অথবা আলোচনা আছে এই পদ সম্পর্কে)।

সূচনা

প্রেরিত যোহন সমাপ্ত করেছিল তাঁর অন্তর্বর্তী এখন তিনি ০৭ তূরীকে পরিচয় করাচ্ছেন।

প্রথম দুটি সন্তাপ গঠিত ছিল মহামারীর দ্বারা ০৫ এবং ০৬ তূরীতে।

এখন তারা অতীত হয়েছে। ০৩ সন্তাপ যেটি ০৭ তূরী এখন এসে উপস্থিত হয়েছে। আমরা এই প্রচারের মধ্যে দিয়ে এই বিষয় গুলি পর্যবেক্ষণ করবো:

I. ০৭ তূরীর আওয়াজ ( ১৫ )

II. তাঁরা আরাধনা এবং প্রশংসা করলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ( ১৬-১৭)

III. ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসল জাতিগনের উপরে ( ১৮ )

IV.স্বর্গীয় মন্দির ( ১৯ )

আমরা প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে একটা একটা অধ্যয়ন করবো:



I. ০৭ তূরীর আওয়াজ ( ১৫ )

আমরা অধ্যয়ন করবো এই অংশ ১৫-১৯ একটা পদের পর আর একটা।

পদ ১৫- দানিয়েল পূর্বাভাষ দিয়েছিল সেই দিন আসবে যখন ঈশ্বরের রাজ্য এই জগতের রাজ্যকে ধ্বংস করবে। ( দানিয়েল ২:৩১-৪৫)।

সখরিয় বলেছিলেন ঈশ্বর হবেন '' রাজা এই পৃথিবীতে''। (সখরিয় ১৪:৯)।

'' পরে সপ্তম দূত তূরী বাজাইলেন,তখন স্বর্গে উচ্চ রবে এইরুপ বানী হইল''।

'' জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন''।

যীশুর পরিচর্যার সময় যীশু শয়তানের দেওয়া প্রস্তাবকে প্রতিরোধ করেছিলেন এই জগত শয়তানের হাতে সমর্পণ করার জন্য,যদি তিনি তাকে আরধনা করেন তাহলে পরিবর্তে এই জগতের রাজ্যকে তিনি যীশুকে দিয়ে দেবেন। ( মথি ৪:৮-৯)।

এখন, সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যীশুর হাতে। তিনিই এখন সেই সঠিক বিশ্বস্ত অধিকারী কারন তিনি শয়তানকে পরাজিত করেছেন ক্রুশের উপর পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে।

খ্রীষ্ট তিনি রাজত্ব করবেন! সেই দিন আসতে চলেছে।

সাত জন দূত আওয়াজ করবে তাঁর তূরী বাজানোর দ্বারা।

যেমন করে আমরা ইতিপূর্বে অধ্যয়ন করেছি ৭ মুদ্রার বিষয় আমরা দেখেছি ০৭ মুদ্রা খোলা হল ০৭ তুরীও। অতএব ০৭ মুদ্রা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল এবং তারই গঠন ০৭ তূরী।



এটি সেই একই এখন ৭ তূরীগুলো। ০৭ তূরী হল ০৩ সন্তাপ এবং পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে গঠন করছে ৭ বাটি কে বিচারের জন্য যাহা প্রকাশিত হবে পরে অধ্যায় (১৬: ১-২১)।

৭ তূরী এবং ১ বাটির এই দুই জনের মধ্যে আরও একটি অন্তর্বর্তী এবং থেমে যাওয়া থাকবে।

সন্তাপের এবং মহামারীর পরিবর্তে, উচ্চ রবের আওয়াজে স্বর্গ ঘোষণা করবে অন্তিম সময় এসে গেছে।

স্বর্গে উচ্চ রবে এইরুপ বানী হইল, যে বিষয় বলা হল:

এই রব ঘোষণা করলো যে অন্তিম সময় এসে গেছে কিন্তু তখনও অন্তিম সময়ের বর্ণনা দেয়নি।

'' জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন''।

এইটি হল প্রধান কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তু সম্পূর্ণ প্রাকশিত বাক্য পুস্তকের।

প্রধান যে বার্তা সেটি হল ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এই পৃথিবীতে।

এর মধ্যে যুক্ত আছে সমস্ত মন্দ শক্তির ধংস এবং যাহা কিনা সংযুক্ত আছে এই জগতের শত্রুপূর্ণ জাতিগুলি।

ইহা সংযুক্ত আছে এই ঘটনার সঙ্গে যে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর অধিকারকে ব্যবহার করবেন প্রভু হিসাবে।

যে শব্দ '' প্রভু '' ইহা গৌরবময় করে খ্রীষ্ট নামকে। খ্রীষ্ট যে শব্দ সেটি হল মোশীহা, ঈশ্বর যিনি অভিষিক্ত রাজা।

যিনি অনন্ত কাল রাজত্ব করেন। তাঁর রাজ্য হল অনন্তকালীন।



II. তাঁরা আরাধনা এবং প্রশংসা করলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ( ১৬-১৭)

পদ ১৬- আমরা এখন পুনরায় দেখতে পাচ্ছি ২৪ প্রাচীনদেরকে। আমরা এর এদেরকে দেখেছিলাম ৭:১১ যেখানে তাঁরা সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল। সাধারণত এরা বসেছিল। কিন্তু, এই সময় তাঁরা তাদের অধোমুখে।

'' পরে সে ২৪ জন প্রাচীন, যাঁহারা ঈশ্বরের সম্মুখে আপন আপন সিংহাসনে বসিয়া থাকেন,তাঁহারা অধোমুখে প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কহিতে লাগিলেন:

তাঁহারা অধোমুখে ঈশ্বরের আরাধনা করছে।

প্রথম, তাঁহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা স্বীকার করল যে ঈশ্বর তিনি কে - প্রভু সর্বশক্তিমান। তিনিই সর্বোচ্চ।

তৃতীয়ত, তাঁরা তাঁর প্রশংসা করল তিনি কে এবং তিনি কি করিয়াছেন।

পদ ১৭- যীশু তিনি তাঁর সিংহাসনে আছেন এবং গৌরবানিত্ব তাঁর স্বর্গ আরোহণ থেকে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রভু এবং মোশীয় হিসাবে। ( প্রেরিত ২:৩৪-২৬, ইব্রীয় ১:৩, প্রকাশিত বাক্য ৩: ২১।

সুতরাং, ২৪ জন প্রাচীনবর্গ আনন্দ উপভোগ করছে দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের রাজত্বকে যিনি শত্রুগনের সমস্ত শক্তিকে

জয় করিয়াছেন, কিন্তু এই পরিবর্তন তখনই সম্ভব হয়েছিল কারন বর্তমান স্বর্গীয় রাজত্ব এখন খ্রীষ্টের।

'' আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিই, প্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।
যিনি ছিলেন এবং যিনি আছেন।
কারন তুমি তোমার মহান শক্তিকে তোমার করে নিয়েছো।



রাজত্ব করতে শুরু করলেন''।

তিনিই ছিলেন এবং আছেন,
কারন তুমি তোমার মহান শক্তিকে তোমার করে নিয়েছো
রাজত্ব করতে শুরু করলেন''।

।।।. ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসল জাতিগনের উপরে ( ১৮ )

পদ ১৮- ঈশ্বর অনুমতি দিলেন শয়তান এবং তার মন্দশক্তিদেরকে এবং মহা ক্ষমতা দিলেন জগতে উপরে। তিনি অনুমতি দিলেন জাতিগুলিকে মনোনয়ন করার জন্য যেন বাঁধা দিতে পারে তাঁকে এবং তাঁর ক্ষমতাকে।

কিন্তু এখন বেতনের দিন এসে উপস্থিত হল। সেখানে সব সময় একটা বেতনের দিন থাকে,যে কোন দিন। ঈশ্বর শয়তানের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেবেন, তার মন্দ শক্তিদের এবং মানুষ যারা তাকে অনুসরণ করছিল তাদের কাছ থেকে।

ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এক প্রদর্শনের দ্বারা যাহা ঈশ্বরের ক্রোধ এই জগতের মন্দ শক্তির বিরদ্ধে। ( ১৬:৯-১১ এবং ২১ )।

তিনি প্রবেশ করবেন তাঁর রাজত্বে বিজয়ের মধ্যে দিয়ে।

'' জাতিগন ক্রুদ্ধ হইয়াছিল,
এবং তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইল''।

'' মৃত লোকদের বিচার করিবার সময় উপস্থিত হইল,
এবং পুরস্কার দেওয়া তোমার দাস এবং ভাববাদীদেরকে।

এবং তোমার পবিত্রগনকে এবং যারা তোমার নামকে ভয় করে,

ক্ষুদ্র ও মহান সকলকে --------

এবং পৃথিবীর- নাশকদিগকে নাশ করিবার সময় উপস্থিত হইল''।

৯৫

" জাতিগন ক্রুদ্ধ হইয়াছিল"
যোহন দেখে ছিল জাতিগনের পরিসীমা। ঈশ্বরের ক্ষমতাকে বাঁধা দিয়ে ছিল ( গীত ২:১)।

এবং তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইল

ঈশ্বরের ক্রোধ অপরিহার্য ছিল তাঁর জন্য তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং জগতের শাসনের জন্য।

মৃতরা উঠেছিল এবং তাদেরকে বিচার করা হয়েছে। সেখানে বিচার থাকবে এবং তাহা নির্ধারণ করবে কে তাঁর অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করবে এবং কে করবে না।

সময় উপস্থিত হইল মৃত দেরকে বিচার করার জন্য:

বিচারের দিন অন্তর্ভুক্ত থাকবে পুরস্কার যারা প্রভুর বিশ্বস্ত দাস ছিল।

এটা অন্তর্ভুক্ত থাবে ''ক্ষুদ্র এবং মহান''। সেখানে কোন বিভাগ এবং ভিন্নতা থাকবে না।

এবং পুরস্কার দেওয়া তোমার দাস এবং ভাববাদীদেরকে

এবং তোমার পবিত্রগনকে এবং যারা তোমার নামকে ভয় করে,

ক্ষুদ্র ও মহান সকলকে --------

এবং পৃথিবীর- নাশকদিগকে নাশ করিবার সময় উপস্থিত হইল''।

IV.স্বর্গীয় মন্দির ( ১৯ )

পদ ১৯ হল ১৭ এবং ১৮ পদের যে প্রশংসার স্তোত্র আছে তাহাঁরই প্রতিক্রিয়া। আমরা দেখতে পাই যে স্বর্গ খুলে যাবে এবং মন্দিরের ভিতর থাকবে



নিয়ম- সিন্দুক। তারপর সেখানে কিছুর মহাজাগতিক উপদ্রব প্রদর্শন হবে যাহা ঈশ্বরের ক্রোধ সরূপ ।

'' পরে ঈশ্বরের স্বর্গস্থ মন্দিরের দ্বার মুক্ত হইল, তাহাতে তাঁহার মন্দিরের মধ্যে তাঁহার নিয়ম-সিন্দুক দেখা গেল,এবং বিদ্যুৎ ও রব ও মেঘধ্বনি ও ভূমিকম্প ও শিলাবৃষ্টি হইল''।

মন্দির এখানে চিত্র তুলে ধরছে অবিরত স্বর্গের বিষয়কে ( ১৪:১৫, ১৭,১৫:৫, ১৬:৭)।

মন্দির খোলা ইহা প্রতীকীকরন ক্রিয়া যাহা কিনা বাস্তবিক ঘটেছিল অধ্যায় ২১-২২ যেটি পরে অধ্যয়ন করা হবে।

কিন্তু, পরিশেষে, ঈশ্বর বাস্তবিক বাস করেন তাঁর লোকেদের মধ্যে এবং সেখানে আর কোন মন্দির থাকবে না।

পরে ঈশ্বরের স্বর্গস্থ মন্দিরের দ্বার মুক্ত হইল, তাহাতে তাঁহার মন্দিরের মধ্যে তাঁহার নিয়ম-সিন্দুক দেখা গেল।

ঈশ্বরের ক্রোধ আসিতেছে। বিশ্বাসীদের নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন আছে যে ঈশ্বর তাদেরকে অনন্ত কালীন পুরস্কার দেবেন।

নিয়ম-সিন্দুক রাখা ছিল মন্দিরের মধ্যে পবিত্র থেকে আরও মহা পবিত্র স্থানে। নিয়ম-সিন্দুক হল প্রতীকীকরন ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা তিনি যে চুক্তি করেছিলেন তাঁর প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা।

সিন্দুকেরও যে প্রতীকীকরন সেটি হল ঈশ্বরের উপস্থিতিতে স্থায়ী থাকা।

ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে সকল প্রতিজ্ঞা করেছিলেন চুক্তি থেকে নূতন চুক্তি খ্রীষ্ট তিনি পূর্ণ করবেন।

এবং বিদ্যুৎ ও রব ও মেঘধ্বনি ও ভূমিকম্প ও মহাশিলাবৃষ্টি হইল''।

এই সকল গুলি হল মূখ্য প্রধান উপায় ঈশ্বরের মহিমা এবং ক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য।

উপসংহার

আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি এই সকল বিষয় গুলিকে এই প্রচারের থেকে:

I. ০৭ তূরীর আওয়াজ ( ১৫ )

II. তাঁরা আরাধনা এবং প্রশংসা করলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ( ১৬-১৭)

III. ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসল জাতিগনের উপরে ( ১৮ )

IV.স্বর্গীয় মন্দির ( ১৯ )

মূল যে বিষয় সেটি হল ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করিবেন ঈশ্বর ধ্বংস করিবেন তাঁর লোকদের শত্রুদেরকে। এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যখন আমরা তাঁর জন্য জীবন যাপন করছি আজকে।

ঈশ্বর তিনি বিশ্বস্ত এবং তিনি যাহা বলেন তিনি তাহাই করেন। আমাদের কাজ হল শুধু মাত্র তাঁর উপর নির্ভর করা। আর সেটাই হল বিশ্বাস। এটা বিশ্বাস করা ঈশ্বর তিনি কে এবং বিশ্বাস করা তিনি বলেন।

প্রশ্ন হল: আপনি কি আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেন, মন এবং প্রান দিয়ে আপনার জীবনের সব পরিপ্রেক্ষিতে?



গ্রন্থপঞ্জি

Barclay,William, The Revelation of John. Louisville, London: Westminster/ John Knox Press,1976. ( WB )

Helyer, Larry R. and Richard Wagner, The Book of Revelation For Dummies. Indianapolis: Wiley Publishing. Inc.,2008. (D).

Easley, Kendell H. Easley. Revelation. Holman New Testament Commentary. Nashville: Board man and Holman. 1998.

Ladd,George. A Commentary on the Revelation of John. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company,1972 ( L ).

MacArthur,John. Revelation 1-22. New Testament Commentary. Chicago: Moody Publishers,1999. ( JM )

Maunce,Robert. The Book of Revelation. Revised. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company,1998.( M ).

New American Standard Bible. 1977 Edition.

New International Version. Zondervan.1973.

Patterson. Paige. Revelation. The New American Commentary. Nashville: Broad man and Holman. 2012 ( PP )

Taylor,Cecil R. Former Dean of Christian Studies,now Emeritus.
Professor of Christian Studies,University of Mobile,Mobile,
Alabama. Unpublished notes. ( Dr. CRT )

Note: ( We are deeply indebted to Dr. Cecil R. Taylor who has edited
and contributed to this book. Dr. Taylor is Pr. Thomas great friend and Theological Mentor. You
will observe his work in the symbol
( CRT ) in the text of his book.

Summers, Ray. Worthy Is the Lamb. Nashville: Broad man Press,1951.
99